হাদীসের আলোকে মানব জীবন

৩য় ও ৪র্থ খণ্ড

এ, কে, এম, ইউসূফ

হাদীসের আলোকে মানব জীবন

حَيَاةُ الْإِنْسَانِ عَلَى ضَوْءِ الْحَدِيْثِ

৩য় খণ্ড

আখলাক অংশ

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
(মুমতাজুল-মুহাদ্দেসীন)

খেলাফত পাবলিকেশন্স

প্রকাশক
খেলাফত পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মাহবুবুর রহমান
২২, দেলখোলা রোড, খুলনা

প্রথম প্রকাশ
বাংলা ১৪১০
হিজরী ১৪২৪
ইসায়ী ২০০৩

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত টাকা মাত্র)
৩য় ও ৪র্থ খন্ড

পরিবেশক ঃ
জামায়াতে ইসলামী পাবলিকেশন্স
৫০৪, এলিফেন্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস ঃ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ৯৩৪২২৪৯, ০১৫২৪২৯৬৪৭

মুদ্রণ ঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

তৃতীয় খন্ডের ভূমিকা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, বহু প্রতিক্ষিত "হাদীসের আলোকে মানব জীবন" বইয়ের ৩য় খণ্ড পাঠকদের সামনে হাজির করতে সক্ষম হলাম। ইতিপূর্বে ১ম ও ২য় খন্ডের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে পৌছে গেছে। ১ম খণ্ডে ছিল শরীয়তের প্রকাশ্য আমলসমূহের ফজিলত (মর্যাদা ও গুরুত্ব) সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ২য় খণ্ডে ছিল শরীয়তের আমলসমূহের উৎস সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, মহান আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন মানুষকে দু'টি প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার একটি জৈবিক প্রবণতা। আর ২য়টি হল নৈতিক প্রবণতা। এর একটির সম্পর্ক হল দেহ তথা অংগ-প্রত্যঙ্গের সাথে, অন্যটির সম্পর্ক হল রূহ বা আত্মার সাথে। মানুষ বিশেষভাবে নৈতিক জীব হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তার জন্য শরীয়ত নাযিল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার গাড়ী দু'টি চাকাকে অবলম্বন করে চলে। এর একটি হল জৈবিক চাকা আর অন্যটি হল নৈতিক চাকা। এ দু'টি সমান্তরাল চললেই কেবল মানুষ সঠিকভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। অন্যদিকে একটির গতি যদি অন্যটির চেয়ে কমে যায় অথবা অচল হয়ে যায়, তাহলেই মানব সভ্যতা তথা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। মানুষের জৈবিক প্রবণতা একটি ভৌতিক শক্তি। এর গতি খুব দ্রুত। আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রেরিত নবী-রসূলগণ এই ভৌতিক গতিকে নৈতিকতার ব্রেক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন। পুস্তকের এই খণ্ডে আমি আখলাক তথা নৈতিকতা সম্পর্কীয় রসূলের বেশ কিছু হাদীস পেশ করে এর অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করেছি। এই কিতাবখানা দ্বারা প্রিয় রসূলের উম্মতরা সামান্য উপকৃত হলেও আমি মনে করব আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে।

পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রেই ছেপে একখানা বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হল। ফলে ৩য় খণ্ডের পরে ৪র্থ খণ্ডের জন্য আর পাঠকদের অপেক্ষা করতে হল না। পরিশেষে আমি আবার আমার ঐ মহান রব্বুল আলামিনের অজস্র অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর পরম অনুগ্রহ দ্বারা 'হাদীসের আলোকে মানব জীবন' বইয়ের চারটি খণ্ড তৈরি ও প্রকাশ করতে তওফিক দিলেন। আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যার হেদায়াত ও নির্দেশনাসমূহ তাঁর উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। মহান প্রভুর দরবারে কাতর আবেদন, তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শ্রমকে কবুল করুন এবং কিতাবের পাঠকদের জন্য তাঁর রহমতের দ্বার অবারিত করুন। আর আমাদের সকলকে বিচারের দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন!

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়
চারিত্রিক গুণাগুণ

১. চারিত্রিক গুণাবলী	৭
২. সত্যবাদিতা	১১
৩. তাকওয়া	১৪
৪. যুহদ (আড়ম্বরহীন জীবন যাপন)	১৭
৫. হায়া (লজ্জাশীলতা)	১৯
৬. পারস্পরিক ভালবাসা	২৪
৭. অল্পে তুষ্টি	২৮
৮. দয়া	৩০
৯. অনুগ্রহ	৩৩
১০. নম্রতা	৩৫
১১. ছবর	৩৮
১২. শোকর	৪০
১৩. কতিপয় নৈতিক বিষয়ে রসূলের গুরুত্বপূর্ণ নছিহত	৪৩
১৪. জিকর	৪৬
১৫. দোয়া	৫৪
১৬. বিভিন্ন জিকর ও দোয়া সম্পর্কীয় বিবরণ	৫৮
১৭. তওবা	৬১

২য় অধ্যায়

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ

১৮. মিথ্যা ৬৮
১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান ৭১
২০. মিথ্যা কখন জায়েয হয় ৭২
২১. গীবত ৭৩
২২. চুগলখোরী ৭৬
২৩. ঈর্ষা (হাসদ) ৭৭
২৪. অহংকার ৮০
২৫. গোস্বা ৮৩
২৬. জুলুম ৮৪
২৭. অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা ৮৫
২৮. অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিপাটি ৮৭
২৯. রিয়া ৯০
৩০. বখিলি (কৃপণতা) ৯৩
৩১. পাঁচটি অভিশপ্ত কাজ ৯৫
৩২. কিয়ামতের পূর্বে উম্মতের মধ্যে যে পাঁচটি অভিশপ্ত কাজের প্রচলন ঘটবে ৯৭
৩৩. দু'টি বিষয়ে রসূলের সাবধান বাণী ৯৯
৩৪. পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন ১০১
৩৫. মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জিন্দেগী ১০২
৩৬. মুমিনের দৃষ্টিতে পরকালের জিন্দেগী ১০৯
৩৭. বেহেশ্‌ত ও বেহেশ্‌তের নিয়ামত ১১৩
৩৮. দোজখ ও দোজখের আজাব ১১৬

চারিত্রিক গুণাবলী

(١) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ - (المؤطا)

(১) অর্থ : হযরত ইমাম মালিক (র:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট হুযুরের (নিম্নে বর্ণিত) হাদীসটি পৌছেছে, হুযুর বলেন, "আমাকে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতায় পৌছে দেয়ার জন্য পাঠান হয়েছে।" (মোয়াত্তা ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম মালিক বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে আল্লাহর রসূলকে রাসূল হিসেবে পাঠাবার একটি অন্যতম উদ্দেশ্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ - (الجمعة-٢)

অর্থ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে হতে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। (সূরা জুময়া-২)

আয়াতে যে "তাযকিয়ার" কথা বলা হয়েছে তার অর্থই হল, চরিত্র সংশোধন করে পূত-পবিত্র করা। চরিত্রবান লোক সমাজের সম্পদ। তার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হয়। আর তার দ্বারা কারো কোন ক্ষতির আশংকা থাকেনা।

(٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا - (بخارى)

(২) **অর্থ** : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বত্তোম যার চরিত্র উত্তম। (বুখারী)

(٣) وَعَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - (مسلم)

(৩) **অর্থ** : নাওয়াছ বিন ছাময়ান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) পূণ্য ও পাপ (ভাল ও মন্দ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, হুযুর বললেন, পুণ্য হল উত্তম স্বভাব, আর পাপ হল ঐ কাজ যেটা করতে গেলে তোমার মনে খটকা লাগে। আর তুমি মনে মনে চাও, আমি যে কাজটা করছি এটা যেন কেউ টের না পায়। (মুসলিম)

(٤) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ - (مسند اما احمد)

(৪) **অর্থ** : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক

ব্যক্তি রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? হুযুর (স:) বললেন, যদি ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেয়, তখন তুমি মুমিন। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হুযুর! গুনাহ বা পাপের কাজ কি? রসূল (স:) জওয়াবে বললেন, যে কাজ করার ব্যাপারে তোমার মনে খটকা সৃষ্টি হয় তা ছেড়ে দাও। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

(٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلاقًا - (بخارى - مسلم)

(৫) অর্থ : আবদুল্লাহ বিন আমর হতে (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম যার স্বভাব উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

(٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (ابوداود، دارمى)

(৬) অর্থ : আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে তিনিই ঈমানের দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছেন যার চরিত্র উত্তম। (আবু দাউদ, দারেমী)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, রসূল (স:) মানুষের সুস্থ বিবেককে ভালো-মন্দ বাছাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং মানুষ বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করেই ভালো-মন্দ কাজের পরিচয় নিতে পারে। হুযুর (স:) বলেছেন, মানুষের উত্তম স্বভাবই হল নেকী বা ভাল কাজ। আর যে কাজ করতে বিবেকে খটকা লাগে আর মন বলে আমার

কাজটা যেন কারও কাছে প্রকাশ না হয়, এ কাজই পাপ বা অন্যায় কাজ। আর ভাল কাজ যখন মনকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ যখন মনকে বেদনা দেয় তখন বুঝতে হবে, সে ঈমানদার। রসূল (স:) আরও বলেছেন, চরিত্রের দিক দিয়ে যে সর্বোত্তম সেই পূর্ণাঙ্গ মুমিন।

(٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ كَانَ اٰخِرَ مَا اَوْصَانِى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَامُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ - (موطا مالك)

(৭) **অর্থ** : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) বলেন, (ইয়ামান রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে) যখন আমি আমার সোয়ারীর পা-দানিতে পা রেখেছিলাম, তখন আমাকে আল্লাহর রসূল শেষ উপদেশটি যা দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে, "হে মুয়ায! লোকের উদ্দেশ্যে তুমি উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিবে।" (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : হুযুরের মাদানী জিন্দিগির শেষ দিকে যখন ইয়ামান মদীনার ইসলামী হুকুমাতের শাসনাধীনে আসল, তখন হুযুর (স:) মুয়ায বিন জাবাল আনছারীকে (রা:) ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠান। তাঁকে রওয়ানা করার সময় হুযুর বেশ কিছু উপদেশ দেন, যা হাদীসের কিতাবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য হাদীসে উপদেশমালার শেষ বাক্যটি হযরত মুয়ায গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। কেননা হুযুরের (স:) শেষ কথাটি বিশেষভাবে তাঁর মনে দাগ কেটেছিল।

সত্যবাদিতা

(٨) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا - (بخارى - مسلم)

(৮) **অর্থ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন লোক যখন নিয়তই সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর কাছে সে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা মানুষের এমন একটি নেক স্বভাব যা তাকে নিয়তই ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে। আর ভাল কাজ মানুষকে বেহেশতের পথে ধাবিত করে। আর যে লোক নিয়তই সত্য কথা বলে, আল্লাহর দরবারে তিনি সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং আল্লাহ সিদ্দীকের মর্যাদায় তাকে ভুষিত করবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -(التوبه - ١١٩)

"হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় কর, আর সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তওবা : ১১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন শুধু সত্য বলতেই বলেননি, বরং সত্যবাদীদের সংস্পর্শে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন।

(٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (ترمذى الدارمى والدارقطنى)

(৯) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে (বেহেশতে) অবস্থান করবেন। (তিরমিযি, দারেমী, দারেকুতনী)

(١٠) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ اِضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَ اَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوْا اِذَا اُئْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ - (احمد - بيهقى)

(১০) অর্থ : হযরত উবাদা বিন সামেত (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা যদি আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পার, তাহলে আমি তোমাদেরকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিতে পারব। যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পালন করবে, আমানত আদায় করবে, লজ্জা স্থানের হেফাযত করবে, চোখ সংযত রাখবে এবং হাত সংযত রাখবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : কোন ঈমানদার লোক যদি ফরয-ওয়াজিব আদায় করার পর ছয়টি মৌলিক গুণের অধিকারী হয়, আল্লাহর রসূল তাঁকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

(١١) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ - (ترمذى - ابن ماجة - دارمى)

(১১) **অর্থ** : হযরত ওবায়েদ বিন রিফায়াহ্ (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স:) বলেছেন, সাধারণভাবে ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন পাপী হিসেবেই উঠবে। তবে যেসব ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় তাকওয়া ও নেক পথ অবলম্বন করেছিল এবং সত্য কথা বলে ব্যবসা করেছিল তারা এর ব্যতিক্রম। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

ব্যাখ্যা : ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের কাটতি বাড়াবার ও অতিরিক্ত মুনাফার লোভে সাধারণত: অসত্য ও ভিত্তিহীন কথা বলে থাকে। হাদীসে হুযুর (স:) তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, ব্যসায়ীদের এটা সাধারণ অভ্যাস। সুতরাং এই কু-স্বভাবের ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন পাপীদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে। তবে যেসব ব্যবসায়ী লোভ সংবরণ করে তাকওয়া ও সত্যবাদিতার পথ অবলম্বন করে ব্যবসা করবে, তারা পাপীদের দলভুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন উঠবেন ।

তাকওয়া

(١٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ - (بخارى - مسلم)

(১২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্‌কে (স:) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? রসূল (স:) জওয়াবে বললেন, যে ব্যক্তি মুত্তাকি তিনিই সর্বোত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মুত্তাকী আরবী শব্দ, এর উৎস হল তাকওয়া। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল বেঁচে থাকা। আর শরয়ী পরিভাষায় এর অর্থ হল, সতর্কতার সাথে শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হতে নিজকে দূরে রাখা। এক কথায় তাকওয়া মুমিনের এমন একটি অভ্যন্তরীণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা তাকে নিয়তই শিরকসহ আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ সব রকমের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

কুরআনে করিমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিশেষভাবে তাঁর বান্দাদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার জন্য বিভিন্নরূপে তাকিদ করেছেন। আল্লাহ্‌ কুরআনে করিমে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ - (ال عمران ٢)

"হে ঈমানদারেরা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর ভয়ের হক আদায় করে।" (আলে ইমরান-২)

কুরআনে অন্য এক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَاسْتَطَعْتُمْ - (التغابن - ١٦)

অর্থ : "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে চল।" (সূরা তাগাবুন : ১৬)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ - (الطلاق ٣-٢)

অর্থ : "যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার পথ সুগম করে দেন, আর তাকে এমন পথে রিযক দান করেন যা তার ধারণার বাইরে।" (সূরা তালাক-২,৩)

এভাবে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কুরআনে অসংখ্য জায়গায় মুমিনদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার তাকিদ দিয়েছেন, আর তিনি এও ঘোষণা করেছেন যে, মুত্তাকী ব্যক্তিরাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। যেমন আল্লাহ বলেন, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

অর্থ : "আল্লাহর নিকট তোমাদের সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে চলে।" (সূরা হুজরাত : ১৩)

(١٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ - فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ - (مسلم)

(১৩) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী করীম (স:) হতে বর্ণনা করেছেন, হুযুর (স:) বলেছেন, অবশ্য দুনিয়াটা লোভনীয় ও চাকচিক্যময়। আর আল্লাহ্ এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে খলিফা নিয়োগ করেছেন যাতে তিনি দেখতে পারেন তোমরা দুনিয়ায় কি ধরনের আচরণ করছ। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, আর সতর্ক থাকবে

মহিলাদের ব্যাপারে। কেননা বনি ইসরাইলদের সর্বপ্রথম ফিতনা মহিলাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দুনিয়াকে চাকচিক্যময় ও লোভনীয় করে আল্লাহ তৈরি করেছেন। আর মানুষকে এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা করে। সুতরাং মানুষ যেন তার প্রকৃত পজিসনের কথা মনে রেখে আল্লাহ্ অর্থাৎ তার মুনিব বা মালিকের মরজিকে কার্যকর করে। লোভনীয় দুনিয়ার আকর্ষণে নিজকে জড়িয়ে ফেলে নিজের ইচ্ছা মত দুনিয়াকে ভোগ না করে; এ ব্যাপারে যেমন সাবধান করে দিয়েছেন, তেমনি সাবধান করেছেন মহিলাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে।

(١٤) وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ اَحْمَرَ وَلاَ اَسْوَدَ اِلاَّ اَنْ تَفْضَلَهُ بِتَقْوَى - (احمد)

(১৪) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি লাল বর্ণ কিংবা কালো বর্ণের কোন লোক হতেই উত্তম নও, তবে হাঁ তুমি তাদের থেকে উত্তম হতে পার তাকওয়ার ভিত্তিতে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় ছাহাবী আবুজার গিফারীকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বলেন, আবুজার, মনে রাখবে বর্ণ, গোত্র ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ হয়না। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ – অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে মুত্তাকী সেই হল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল।

যুহ্‌দ (আড়ম্বরহীন জীবন যাপন)

যুহ্‌দ (আরবী) শব্দের অর্থ হল আড়ম্বরহীন, উদাসীন। আর শরীয়তের পরিভাষায় যুহ্‌দ শব্দের অর্থ হল দুনিয়ার আকর্ষণ হতে বিমূখ। যাহেদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি পরকালীন কল্যাণ লাভের আশায় দুনিয়ার আকর্ষণ হতে পরহেয করে চলেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে যুহ্‌দ মুমিন ব্যক্তির একটি উত্তম গুণের নাম। আল্লাহ্‌র রসূল তাঁর উম্মতকে যুহ্‌দ ইখতিয়ার করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। নিম্নে এ প্রসংগে প্রিয় রসূলের (স:) কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।

(١٥) وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ اَنْبَتَ اللّٰهُ اَلْحِكْمَةَ فِىْ قَلْبِهٖ وَاَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَا ئَهَا وَدَوَاءَهَا وَاَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا اِلى دَارِ السَّلاَمِ - (بيهقى)

(১৫) অর্থ : হযরত আবুজার গিফারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় যুহ্‌দ অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তার অন্তরে হেকমতের চারাগাছ জন্মান, আর তার জবানে হেকমত জারি করেন। আর তাকে দুনিযার ত্রুটিসমূহ প্রত্যক্ষ করার দৃষ্টি যেমন দান করেন, তেমনি তার ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যাপারেও জ্ঞান দান করেন। আর দুনিয়া হতে হেফাযতের সাথে বের করে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : দুনিযায় যে মুমিন যাহেদানা অর্থাৎ সাদা সিধে জীবন যাপন করেন এবং দুনিয়ার আকর্ষণ আখেরাতের প্রতি প্রবল ঈমানের কারণে

তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না, আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হেকমত দান করেন। আর তাঁর জবান হতে হেকমতের কথা বের হয়। আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিকে এমন সুদূরপ্রসারী করে দেন যাতে তিনি দুনিযার ত্রুটিসমূহ যেমন অবলোকন করতে পারেন, তেমনি তার চিকিৎসাও করতে পারেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তাঁকে ঈমান ও তাকওয়ার সাথে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে নিরাপত্তা সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(١٦) وَعَنْ مُعَاذٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ - (مسند امام احمد)

(১৬) অর্থ : হযরত মুয়ায (রা:) হতে বর্ণিত, তাঁকে যখন রসূল (স:) ইয়ামানের শাসক করে পাঠিয়েছিলেন, তখন হুযুর (স:) তাঁকে বলেছিলেন, মুয়ায, তুমি বিলাসিতা হতে দূরে অবস্থান করবে। কেননা আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দারা বিলাসীদের দলভুক্ত হয় না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

হায়া (লজ্জাশীলতা)

হায়া বা লজ্জাশীলতা মানুষের এমন একটি মহৎ গুণ যা মানুষকে বহু গর্হিত, অনৈতিক ও অসুন্দর কাজ হতে বিরত রাখে। মানুষ সাধারণত আইন ও শাস্তির ভয়ে অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে। কিন্তু সে আইনকে ফাঁকি দিয়েও অন্যায় কাজ করে। তবে যার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে তাকে নিয়তই এই লজ্জা অন্যায় ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। এই জন্যই ইসলামসহ সমস্ত ধর্মে হায়া বা লজ্জাশীলতাকে মানুষের একটি মহৎ গুণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর আল্লাহ্‌র রসূল বিশেষভাবে এ গুণটির প্রসংশা করে এটিকে ঈমানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্‌র রসূল (স:) বলেন,

(١٧) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِىْ الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ - (بخارى - مسلم)

(১৭) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলেন, সে তার আনসারী ভাইকে হায়ার (লজ্জাশীলতার) ব্যাপারে ভর্ৎসনা করছেন। হুযুর (স:) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, কেননা হায়া হল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আনসারী ছাহাবী তার ভাইকে অতিরিক্ত লজ্জা পরিহার

করার জন্য নছিহত এমন কি ভর্ৎসনা করছিল, ধারণা ছিল অতিরিক্ত হায়া ভাল নয়। হুযুর (স:) তাকে শুধু ভর্ৎসনা ত্যাগ করতে বললেননি; বরং বললেন, দেখ লজ্জা হল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত একটি বৈশিষ্টের নাম। সুতরাং তুমি কি তাকে ঈমানের অপরিহার্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ত্যাগ করতে বলছ? তাকে ধমকাইওনা বরং তাকে লজ্জাশীল থাকতে দাও।

(١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرِنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ - (بيهقى)

(১৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, হায়া এবং ঈমান এক সংগেই অবস্থান করে। এদু'টি হতে একটি উঠে গেলে অপরটিও চলে যায়। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (স:) ঈমান ও হায়া একটি আর একটির সাথে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে কথার দিকে ইংগিত করেছেন। সুতরাং প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি লজ্জাশীল হবে এটিই স্বাভাবিক।

(١٩) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْحَيَاءُ لَايَأْتِى اِلَّا بِخَيْرٍ - (بخارى - مسلم)

(১৯) অর্থ : হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, হায়া অর্থাৎ লজ্জাশীলতা নিয়তই কল্যাণ বয়ে আনে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে কেউ মনে করতে পারে, অতিরিক্ত

লজ্জাশীলতার কারণে কোন কোন সময় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আসলে এ ধারণাটা যে অমূলক একথাই রসূল (স:) আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বাহ্যিক দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি মনে হলেও পরিণামে হায়া কল্যাণই বয়ে আনে।

(٢٠) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ - (بخارى)

(২০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, নবুয়তের অতীত বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তার একটি হল এই যে, "তুমি যখন লজ্জাই কর না, তখন যা ইচ্ছে তাই কর।" (বুখারী)

ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী নবীগণের হেদায়াত ও বাণীসমূহের অনেক কিছুই বর্তমানে যথাযথভাবে রক্ষিত নেই এবং খুঁজে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে মুশকিল। কিন্তু কিছু কিছু বাণী প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে, যা বহু শতাব্দীর পরেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। এই ধরনের প্রবাদ বাক্যের একটি হল, "তুমি যখন লজ্জা করনা তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পার।" হাদীসে এই প্রবাদ বাক্যটিরই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

(٢١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا يَانَبِىَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَسْتَحْيِىْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا

وَعَى تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَاحَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيٰى يَعْنِى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ - (ترمذى)

(২১) **অর্থ :** হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল (স:) (আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে সম্ভ্রম করে চলবে সম্ভ্রমের হক আদায় করে। আমরা বললাম; হে আল্লাহর রসূল! (আমরা আল্লাহ্‌কে যথেষ্ট পরিমাণ সম্ভ্রম করে চলি এবং এজন্য) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। হুযুর বললেন, না তোমরা যা বলতে চাচ্ছ বিষয়টা সেরূপ নয়, বরং আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে সম্ভ্রম করে চলার অর্থ হল, তুমি তোমার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কে যেসব চিন্তা-ভাবনা আসে তার প্রতি কড়া নজর রাখবে, আর তুমি তোমার উদর এবং উদরে যা গ্রহণ কর তার প্রতি নজর রাখবে, তুমি মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা স্মরণ রাখবে। আর যে পরকালের (নাজাতের) আশা রাখে সে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখেরাতকে প্রাধান্য দিবে। উপরোক্ত কাজগুলি যে করে সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে পুরোপুরি সম্ভ্রম করে চলে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে সম্ভ্রম করে চলার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। তার একটি হল মস্তিষ্ক বা ব্রেন। কেননা ভাল-মন্দ কাজের চিন্তা প্রথমতঃ মস্তিষ্কেই আসে। মস্তিষ্কই হল মানুষের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্কের প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ হল সব রকমের গর্হিত ও অন্যায় কাজের কল্পনা হতে মস্তিষ্ককে হেফাযত করবে। রেল গাড়ী যেমন ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি মানুষ মস্তিষ্ক বা ব্রেন দ্বারা পরিচালিত হয়। ভাল বা মন্দ কাজের কল্পনা প্রথমতঃ মস্তিষ্কেই আসে; পরবর্তী পর্যায় হাত পা তাকে কার্যে পরিণত করে। সুতরাং যার মস্তিষ্ক ভাল

চিন্তা করবে, তার হাত পা ভাল কাজ করবে। আর যার মস্তিষ্ক মন্দ কাজের কল্পনা বা চিন্তা করবে তার হাত-পা বা অংগ-প্রত্যঙ্গ ঐ মন্দ কাজই করবে। এ জন্যই আল্লাহর রসূল (স:) মস্তিষ্ককে কুচিন্তা মুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনটি বিষয়ের দ্বিতীয়টি হল পেট বা উদর। মানুষ উদরে যে খাদ্য গ্রহণ করে, ঐ খাদ্য নিসৃত শক্তিই মস্তিষ্ককে শক্তি যোগায়। সুতরাং খাদ্য যদি হারাম ও অপবিত্র হয়, তাহলে ঐ হারাম খাদ্য নিসৃত শক্তি কিছুতেই ভাল চিন্তা করতে পারবে না। তাই হুযুর (স:) খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন।

তৃতীয়টি হল পরকাল। কেননা পরকাল বিশ্বাসই মানুষকে দুনিয়ায় পাপ কাজ হতে বিরত রাখে। পরকালের বিশ্বাসহীন লোক মনযিল বিহীন যাত্রীর ন্যায় অলিগলি ঘুরে বেড়ায়, আর রাস্তার প্রতিটি চাকচিক্যই তাকে আকৃষ্ট করে। তেমনি পরকালের বিশ্বাসহীন লোক দুনিয়ার মায়াজালে আকৃষ্ট হয়ে দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়।

পারস্পরিক ভালবাসা

(٢٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَالَفٌ - وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَالَفُ وَلاَيُؤْلَفُ - (احمد-بيهقى)

(২২) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মুমিন হল মহব্বত ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। আর ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণই নেই যে অন্যকে ভালবাসেনা এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসেনা। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ পরস্পর পরস্পরকে মহব্বত করবে ও ভালবাসবে, এটাই মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। মানুষের আরবী প্রতিশব্দ হল انسان। আরবী ভাষাবিদদের মতে انسان শব্দের উৎপত্তি হয়েছে انسيت হতে। আর انسيت শব্দের অর্থ হল মহব্বত বা ভালবাসা। যেহেতু انسيت বা ভালবাসা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ শামিল করে দিয়েছেন, তাই ইনসান (انسان) নামে তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে ঈমানদার ব্যক্তিকে ভালবাসার প্রতীক বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা স্রষ্টার ঐকান্তিক ইচ্ছা, মানুষ পরস্পরকে ভালবাসুক। আর ভালবাসা ঈমানদার ব্যক্তির ভূষণ। সুতরাং যার দেলে অন্যের জন্য ভালবাসা নেই প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানদারই নয়।

(٢٣) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

(ص) مَااَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ اِلاَّ اَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ -

(مسند امام احمد)

(২৩) **অর্থ :** হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যখন অন্য একজন বান্দাহ্কে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, সে যেন তার রবকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করল। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

(٢٤) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِىْ اللّٰهِ - (ابوداؤد)

(২৪) **অর্থ :** হযরত আবুজার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, (বান্দার কাজসমূহের মধ্যে) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসা অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ ২৩ নং হাদীসে বলা হয়েছে, কোন লোক যখন কোন লোককে দুনিয়ার কোন স্বার্থের বিনিময়ে নয় বরং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, সে যেন তার মহান রবকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করল। কেননা সে যে তার অন্য ভাইকে মহব্বত করেছে তা করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য।

২৪ নং হাদীসে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহর কোন বান্দা কোন বান্দাকে কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়, বরং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে। আবার কারও সাথে পার্থিব স্বার্থের দ্বন্দের কারণে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য শত্রুতা করে। এমন বান্দার এই উভয় কাজটিই আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়।

(٢٥) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّى - (مسلم)

(২৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার কারণে যারা পরস্পর মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তারা কোথায়? আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কারো ছায়া থকবেনা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কিয়ামতের দিন সকলের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের এই ধরনের ঘোষণা এজন্য নয় যে, তারা কোথায় আছেন তা আল্লাহ জানেন না। বরং এটা এই জন্য যে, সকলে শুনে রাখুক যে, যারা নিছক লিল্লাহ-ফিল্লাহ্ পরস্পরকে ভালবেসেছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে কত উচ্চে। এখানে আল্লাহর ছায়া বলতে যথাসম্ভব আল্লাহর আরশের ছায়া বুঝান হয়েছে, যেমন অন্য হাদীসে আছে। এই হাদীসটি হাদীসে কুদসী।

হাদীসে কুদসী বলা হয় ঐ হাদীসকে যে হাদীসে আল্লাহর রসূল স্বয়ং আল্লাহর কথা নকল করেছেন। যেমন রসূল বলেন, "আল্লাহ্ বলেন অথবা আল্লাহ একথা বলেছেন" একথা বলার পরে রসূল আল্লাহর কথাটাই পেশ করে দিয়েছেন।

(٢٦) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ

وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ - (موطا امام مالك)

(২৬) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন, যারা নিছক আমার জন্য পরস্পর ভালবাসায় লিপ্ত হয়েছে, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর উঠাবসা করেছে, যারা আমার জন্যই পরস্পর দেখা সাক্ষাত করেছে আর একই উদ্দেশ্যে তারা পরস্পরের জন্য খরচ করেছে। তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিও হাদীসে কুদসী। এখানে রসূল (স:) আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, যারা পরস্পর ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে একত্রে উঠাবসা, দেখা-সাক্ষাত ও পরস্পরের জন্য খরচ-খরচা করেছে তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে মহব্বত করবেন অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অল্পে তুষ্টি

(٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ - (مسلم)

(২৭) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে তার প্রয়োজন পরিমাণ রুজী (খাদ্য বা পানীয়) দান করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ তাকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপরেই সে তুষ্ট আছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যাকে আল্লাহ্ সর্বোত্তম নিয়ামত ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য দান করেছেন, সাথে সাথে আল্লাহ্ তাকে প্রয়োজনীয় রুজিও দান করেছেন, আর আল্লাহ তাকে অল্প-বিস্তর যা কিছু দিয়েছেন তার উপরেই সে সন্তুষ্ট থাকে, সেই প্রকৃত পক্ষে সফল হয়েছে।

(٢٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوْضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ - (بخارى)

(২৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে ধনী বানায়না। প্রকৃতপক্ষে সেই ধনী যার দেল ধনী। অর্থাৎ যার দেল মুখাপেক্ষীহীন তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধনী।

(٢٩) وَعَنْ اَبِى ذَرٍ (رض) قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَبَا ذَرٍّ تَقُوْلُ كَثْرَةُ الْمَالِ الْغِنٰى - قُلْتُ نَعَمْ قَالَ تَقُوْلُ قِلَّةُ الْمَالِ الْفَقْرُ - قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اَلْغِنٰى فِى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِى الْقَلْبِ - (طبرانى)

(২৯) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল (স:) আমাকে বললেন, কি বল আবুজার, অতিরিক্ত ধন-সম্পদ কি ধনাঢ্যতা? আমি বললাম হ্যাঁ। হুযুর বললেন, তুমি কি বলতে চাও কম সম্পদ হওয়া দরিদ্রতা? আমি বললাম হ্যাঁ। এভাবে হুযুর তিন বার কথাটা বললেন। অতঃপর হুযুর বললেন, (শুনে রেখ আবুজার) ধনী হওয়াটা অন্তরে এবং দরিদ্র হওয়াটাও অন্তরে। (তিবরানী)

ব্যাখ্যা : মানুষের মানবিক গুণাবলীসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক গুণ হল "অল্পে তুষ্টি"। আরবী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় কানায়াত। অতিরিক্ত চাহিদা যার অন্তরে, সম্পদের প্রাচুর্য তাকে শান্তি দিতে পারে না। কেননা সে যত পাবে তার অন্তরে আরও পাওয়ার চাহিদা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রাচুর্য তাকে আরও অধিক পাওয়ার মুখাপেক্ষী করে রাখবে। আর যে ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পরিমাণ পেয়ে তুষ্ট থাকে, সে আরো অধিক পাওয়ার জন্য কারো মুখাপেক্ষী হয় না। ফলে সে পরিতৃপ্ত ও অন্তরের দিক দিয়ে ধনী। একথাই উপরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, তুমি যদি এই হিসাব কর তোমার কি কি প্রয়োজন ও কি কি লাগবে, তাহলে তোমাকে যত অধিক দেয়া হোকনা কেন তোমার দেল পরিতৃপ্ত হবে না। তবে হাঁ তুমি যদি এভাবে হিসাব কর তোমার কি কি না হলে চলে, তাহলে দেখবে তুমি অভাবহীন ও পরিতৃপ্ত। আর এ ধরনের লোকই প্রকৃতপক্ষে মনের দিক দিয়ে ধনী।

দয়া

(٣٠) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ - (بخارى - مسلم)

(৩০) অর্থ : হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী, মুসলিম)

(٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ - (ابوداؤد - ترمذى)

(৩১) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দয়া প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ দয়া করেন। সুতরাং তোমরা জমিনে বিচরণকারীদের উপর দয়া কর, তাহলে আসমানের অধিবাসীরা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণের মধ্যে একটি হল "দয়া" অর্থাৎ মানুষ মাত্রই দয়াবান হওয়া উচিত। আর দয়া জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই করতে হবে। প্রথম হাদীসে "রহম" দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত শেখ সাদীর (র.) একটি সুন্দর নছিহত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "গোলেস্তায়" লিখিত আছে। আমি তাঁর ফারসী লিখিত নছিহতের কবিতা ও তার বাংলা অর্থ নিম্নে তুলে ধরছি :

بنى ادم اعضاء يكے ديگرند * كه در آفرينش زيك زهورند
چو عضو بدرد آورد روزگار * ديگر عضوهارانماند قرار .

توکز محنت دیگران هے غمی * نشاید که نامت نهاند آدمی

অর্থ : আদমের (আ.) সন্তানেরা একে অপরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্বরূপ। কেননা একই মূল হতে তাদের উৎপত্তি। যখন মানুষের কোন অংগে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন অন্যান্য অংগেও ঐ বেদনার অনুভূতি জাগে। তুমি যদি অন্যের দু:খ-বেদনায় দু:খিত না হও, তাহলে তুমি মানুষ নামের উপযোগী নও। অর্থাৎ তুমি মনুষত্বহীন।

(٣٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ (ص) يَقُوْلُ لاتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِىٍّ - (احمد - ترمذى)

(৩২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি সাদেক, মাসদূক আবুল কাসেমকে (স:) বলতে শুনেছি। (তিনি বলেন) হতভাগ্য ব্যক্তির দেল হতেই দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : হাদীসে এখানে রসূলকে সাদেক মাসদূক আবুল কাসেম নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবুল কাসেম হল রসূলের কুনিয়াত। আর সাদেক-মাসদূক হল তাঁর গুণবাচক নাম।

রসূল (স:) বলেছেন, যার অন্তরে দয়ামায়া নেই সে হল চরম ভাগ্যহীন ও হতভাগা।

(٣٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَى النَّبِىِّ (ص) قَسْوَةَ قَلْبِهٖ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ - (مسند امام احمد)

(৩৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি

রসূলের কাছে অভিযোগ করলেন, তার দেল খুব শক্ত। রসূল (স:) বললেন, তুমি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে আর মিসকিনকে খাওয়াবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : জনৈক ছাহাবী রসূলের কাছে নিজের একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধির ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, হুযুর আমি অনুভব করছি, আমার দেল খুব শক্ত অর্থাৎ দয়া-মায়াহীন। এর প্রতিকারের জন্য আমি কি করতে পারি? রসূল তাকে বললেন, "তুমি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে এবং মিসকিনকে খাওয়াবে, তাহলেই তোমার এই ব্যাধি সেরে যাবে এবং তোমার দেল নরম হবে।"

ব্যাখ্যা : সব মানুষের দেল এক রকম নয়; কারো দেল নরম, অন্যের দু:খ-কষ্টে সহজেই দেল ব্যথিত হয়। আবার কারো দেল কঠিন, শক্ত ও দয়ামায়াহীন। সহজে দেল কারো দু:খ-কষ্টে প্রভাবান্বিত হয় না। একে হাদীসে ভাগ্যহীন বলে অভিহিত করেছে। তবে কেউ যদি এটি তার ঈমানী তাকিদে অনুভব করে যে, তার দেল অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সে চিকিৎসা করে দেলকে রোগমুক্ত করে নরম করতে চায়, তাহলে তার ইয়াতিমের মাথায় স্নেহ পরবশ হয়ে হাত বুলানো এবং মিসকিনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য অন্নদান করা উচিৎ।

অনুগ্রহ

(٣٤) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ عَلَى عِيَالِه - (بيهقى شعب الايمان)

(৩৪) **অর্থ** : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন স্বরূপ। আর যে আল্লাহর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। (বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান)

(٣٥) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَّسُرَّهٗ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِى وَمَنْ سَرَّنِى فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ - (بيهقى شعب الايمان)

(৩৫) **অর্থ** : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যদি কোন বক্তি আমার উম্মতের কারও একটি প্রয়োজন পূরণ করে দেয়; ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাহলে সে যেন আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল সে যেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল। (প্রতিদানে) আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

(٣٦) وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ ((رض)) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايُحَقِّرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ وَاِذْ اِشْتَرَيْتَ لَحْمًا وَطَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ - (ترمذى)

(৩৬) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অনুগ্রহের সামান্য কাজকেও যেন কেউ ছোট বিবেচনা না করে। (এমনকি দেয়ার জন্য) তার কাছে যদি কিছুই না থাকে, তাহলে যেন সে তার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করে। আর তুমি যখন গোস্ত খরিদ করবে ও রান্না করবে তখন একটু ঝোল বেশি দিবে। আর তা থেকে চামিচ ভরে প্রতিবেশীকে কিছু দিবে (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল নির্বিশেষে সকলকেই অন্যের প্রতি অনুগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছেন, দেয়ার ব্যাপারে তোমরা ছোট-খাট বস্তুকে অবজ্ঞা করবে না। অর্থাৎ যার অধিক কিছু নেই সে সামান্য বস্তু দিয়ে হলেও তার প্রতিবেশী ও পড়শীর খোঁজ নিবে। আর যদি দেয়ার জন্য তার কাছে কিছুই না থাকে, তাহলে যেন হাসিমুখে তার ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে। (তিরমিযি)

নম্রতা

(٣٧) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ - (مسلم)

(৩৭) **অর্থ :** হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে মেহেরবান। তিনি নম্র স্বভাবকে পছন্দ করেন। আর নম্রতার বিনিময়ে যে পুরস্কার তিনি দেন তা কঠোরতার বিনিময়ে দেন না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রসূল হাদীসে বলেন, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সৃষ্টির প্রতি খুবই মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি মখলুকের উপর কঠোরতা আরোপ করেন না। আল্লাহ নম্র স্বভাবের লোককে পছন্দ করেন এবং নম্র স্বভাবের উপরে যে বিনিময় দেন কঠোর স্বভাব ব্যক্তিকে তা দেন না। সুতরাং মুমিন মাত্রই কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও অন্যের প্রতি দয়াপরবশ হবেন এটাই আল্লাহ চান। স্বয়ং আল্লাহর রসূল ছিলেন খুবই কোমল স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ রসূলকে লক্ষ্য করে বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (سروة ال عمران - ١٥٩)

অর্থ : আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রদর্শন করছেন। যদি আপনি রুক্ষ মেজাজ ও কঠোর দেল হতেন তাহলে এরা সব আপনার কাছ থেকে সরে পড়তো। (আল-ইমরান-১৫৯)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে আরও বলেন,

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - (سورة حم السجدة - ٣٤)

অর্থ : আপনি উত্তম আচরণের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিন, তাহলে দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা সে পরম বন্ধুতে পরিণত হবে। (সূরা হা-মিম সাজদাহ-৩৪)

ব্যাখ্যা : মুমিন মাত্রই আল্লাহর দ্বীনের দা'য়ী। সুতরাং দা'য়ী যদি কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও নম্র আচরণের না হয়, তাহলে সে তার কথা ও আচরণ দ্বারা অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। উপরোক্ত আয়াতে তারই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

(٣٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ - (ابوداؤد - ترمذى)

(৩৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির খবর দেব, যাকে দোজখের জন্য হারাম করা হয়েছে, আর দোজখ যার জন্য হারাম করা হয়েছে? (সে এমন ব্যক্তি) যে নম্র স্বভাবের, নরম প্রকৃতির, বন্ধু ভাবাপন্ন ও সহজ-সরল। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

(٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - (بغوى شرح السُّنَّةِ)

(৩৯) **অর্থ** : হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে নরম স্বভাবের অধিকারী করেছেন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর যাকে কোমল স্বভাবের অধিকারী করা হয়নি তাকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। (বগবী-সরহে সুন্নাহ)

ছবর

(٤٠) وَعَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - (بخارى - مسلم)

(৪০) অর্থ : হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ছবর করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ছবর করার তওফীক দিবেন। আর ছবর হতে উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর আর কোন নিয়ামত বান্দার জন্য হতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করাকে বলা হয় ছবর, অর্থাৎ পরম ধৈর্য সহকারে বিপদের মোকাবিলা করা আর ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য হাসিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টার নাম ছবর। বিপদ দেখে হাত-পা গুটিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসে থাকার নাম ছবর নয়। এ ধরনের ছবর বা ধৈর্যগুণের অধিকারী সেই হতে পারে, আল্লাহ তায়ালার উপরে যার পূর্ণ ঈমান ও আস্থা আছে। হাদীসে বলা হয়েছে, যে মুমিন ব্যক্তি বিপদ-আপদে ছবর করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ছবর করার তওফীক দান করেন। আর মুমিন বান্দার জন্য ছবরের চেয়ে উত্তম আর কোন নিয়ামত নেই।

(٤١) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ قَالَ ثَلَاثًا وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا - (ابوداؤد)

(৪১) অর্থ : হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা:) বলেন, আমি

রসূলুল্লাহকে (স:) একথা বলতে শুনছি যে, "ভাগ্যবান হল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ফিতনা হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একথাটা রসূল (স:) তিনবার বললেন। (তিনি আরও বললেন) হাঁ তবে যে ফিতনায় জড়িয়ে গেল, অত:পর ধৈর্য ধারণ করল, সে কতই না ভাগ্যবান। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : দেশ যখন ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক শাসিত না হয় এবং শাসক নীতিহীন হয় তখনই ঈমানদারদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়; এমতাবস্থায় যাকে আল্লাহ ফিতনা হতে বাঁচিয়ে রাখেন সে ভাগ্যবান বটে। তবে তার চেয়েও ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে ফিতনায় নিপতিত হয়ে ছবর ইখতিয়ার করে।

(٤٢) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (ترمذى)

(৪২) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জনগণের উপর এমন একটি সময় আসবে, যখন দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকা জ্বলন্ত আঙ্গার হাতের মুঠোয় রাখার সমতুল্য হবে। (তিরমিযি)

শোকর

(٤٣) وَعَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ مُعَاوِيَةُ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) خَرَجَ عَلٰى حَلَقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ - فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا - فَقَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا - (مسلم)

(৪৩) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, হযরত মুয়াবিয়া (রা:) বলেছেন, একদা আল্লাহর রসূল (সা:) ছাহাবীদের এক সমাবেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে একত্র হয়ে কি করছ? ছাহাবাগণ জওয়াব দিলেন, আমরা এখানে একত্র হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর গুণকীর্তন করছি, এ কারণে যে, তিনি ইসলামরূপ নিয়ামতের দিকে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলামরূপ নিয়ামত দ্বারা আমাদের উপর করুণা করেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : শোকর অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা মানুষের একটি উত্তম গুণ যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই প্রশংসনীয়। কোরআন ও হাদীসে শোকর শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। শোকরের আভিধানিক অর্থ হল কৃতজ্ঞতা। আর ইসলামের পরিভাষায় শোকর বলা হয়, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মানুষকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর মরজি মোতাবেক ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ মানুষকে সম্পদরূপ নিয়ামত দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত সম্পদকে আল্লাহর মরজি মোতাবেক ব্যবহার করা। আল্লাহ যাতে রাজী নয় এমন খাতে অর্থ ব্যয় না করা।

(٤٤) وَعَنْ صُهَيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ - وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلَّا

لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ - (مسلم)

(৪৪) অর্থ : হযরত সুহাইব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির অবস্থাটাই চমৎকার। সে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার সবটাই কল্যাণকর। এটি শুধু মুমিন ব্যক্তির জন্যই। যদি সে বিপদগ্রস্থ হয়, তাহলে ছবর করে। আর এ ছবর তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর সে যদি কল্যাণ লাভ করে, তাহলে শোকর করে। আর এ শোকর তার জন্য অশেষ কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

(٤٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَاتَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - (مسلم)

(৪৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা তার দিকে তাকাও, যে (ধন-সম্পদে) তোমার চেয়ে নীচে অবস্থান করছে। আর তোমরা তার দিকে তাকিয়ো না, যে তোমাদের চেয়ে উর্ধ্বে অবস্থান করছে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার যেসব নিয়ামত এ পর্যন্ত লাভ করেছ তাকে কম বিবেচনা করবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মানুষের স্বাভাবিক একটি স্বভাব যে, সে আল্লাহর যেসব নিয়ামত পেয়েছে তাতে তুষ্ট না হয়ে আরও অধিক পাওয়ার জন্য অস্থির থাকে। আর যে তার চেয়ে অধিক পেয়েছে সে তার দিকে তাকিয়ে নিয়তই পেরেশান থাকে। এ ধরনের অতিকাঙ্খী ও লোভী কখনও মানসিক প্রশান্তি পায় না। এজন্য হুযুর (স:) তাঁর উম্মতকে পরামর্শ দিয়েছেন, সে যেন স্বাস্থ্য-সম্পদ ইত্যাদির দিক দিয়ে যে তার চেয়ে উপরে অবস্থান করছে তার

দিকে না তাকায়। তাহলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা তার পক্ষে যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি আল্লাহ তাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তারও শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না। অথচ আল্লাহ কোরআনে মানুষকে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য শোকরগুজারীর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ - (سورة ابراهيم -٧)

অর্থ : "যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে অধিক দিব। আর যদি তোমরা কুফরী কর অর্থাৎ নাশুকরী কর তাহলে মনে রাখবে আমার আজাব খুবই ভয়াবহ।" (সূরা ইবরাহীম : ৭)

হুযুর আমাদেরকে উপরের লোকদের দিকে না তাকিয়ে যারা স্বাস্থ্য-সম্পদের দিক দিয়ে নীচে অবস্থান করছে তাদের দিকে তাকাতে বলেছেন। এতে যেমন মনের প্রশান্তি লাভ করা যাবে, তেমনি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শুকরিয়াও মন থেকে বের হয়ে আসবে। এ প্রসংগে বাংলাভাষী একজন কবির নিম্নোক্ত কবিতাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

"একদা ছিল না জুতো চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে,
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুখাকুল মনে,
গেলাম ভোজনালয়ে ভোজন কারণে।
তথা একজন দেখি পদ নাহি তার,
অমনি জুতোর ক্ষেদ ঘুচিল আমার ॥

কবিতায় জনৈক ব্যক্তি জুতো না থাকার জন্য যে মর্মবেদনায় ভুগছিল তার সে বেদনা একজন পদবিহীন লোককে দেখে একেবারেই প্রশমিত হয়ে গেল।

কতিপয় নৈতিক বিষয়ে রসূলের (স:) গুরুত্বপূর্ণ নছিহত

(٤٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ - (احمد وبيهقى)

(৪৬) **অর্থ :** হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, চারটি উত্তম চরিত্রের অধিকারী যদি তুমি হতে পার, তাহলে দুনিয়ায় আর কিছু যদি না পাও তবুও তোমার আফসোস থাকা উচিত নয়। (১) আমানতের হিফাযত (২) সত্যকথা বলার অভ্যাস (৩) উত্তম চরিত্র (৪) পবিত্র খাদ্য। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : আমানত এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হকের আমানত, মানুষের সব রকমের আমানত; মাল-দৌলত হোক অথবা দায়িত্ব-কর্তব্য হোক-এ সবকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে মুমিন ব্যক্তি সব রকমের আমানতের হেফাযতের সাথে সাথে সত্য কথা বলে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় এবং হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে তার মত ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি দুনিয়ায় অন্য কিছু নাও পায়, তবুও তার আফসোস করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম চারটি নিয়ামতই দিয়েছেন, যা দ্বারা সে শুধু এই দুনিয়াতেই নয়, আখিরাতেও লাভবান হবে।

(٤٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ثَلَاثَةٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِىْ الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِىْ الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ - (بيهقى)

(৪৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তিনটি বস্তু মানুষকে মুক্তি দান করে। আর তিনটি এমন আছে যা মানুষকে ধ্বংস করে। মুক্তি দানকারী তিনটি বস্তু হল : (১) প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) সুখ-দু:খে নিয়তই হক কথা বলা (৩) সচ্ছল হোক কি অসচ্ছল- সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসাত্মক তিনটি বস্তু হল ঃ (১) প্রবৃত্তি (নফস), যার অনুসরণ করা হয় (২) কৃপণতা, যার পায়রবী করা হয় (৩) অহমিকা, যা মানুষের জন্য খুবই ভয়াবহ।

ব্যাখ্যা : প্রিয় রসূল (স:) পরিবেশ ও উপস্থিতিদের অবস্থা ইত্যাদিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দান করেছেন। বর্ণিত হাদীসটি এ ধরনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত। রসূল (স:) তিনটি উত্তম আমল যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণ থেকে মুক্তি দান করে তার উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল, সর্বাবস্থায় তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয়টি হল, কোন কিছুর পরওয়া না করে সর্বত্রই হক কথা বলা। তৃতীয়টি হল, ধনী হোক কিম্বা দরিদ্র থাকুক সর্বাবস্থায় খরচ-খরচার ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

ধ্বংসাত্মক তিনটি বস্তু হল ঃ (১) প্রবৃত্তির দাসত্ব করা (২) ব্যয়-বিনিয়োগ ও দান-খয়রাতের ব্যাপারে কৃপণতা অবলম্বন করা (৩) নিজকে নিজে বড় মনে করা।

(٤٨) وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِى (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ عِظْنِى وَاَوْجِزْ قَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ وَلاَ تُكَلِّمْ بِكَلاَمٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا وَاَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِى اَيْدِى النَّاسِ - (مسند امام احمد)

(৪৮) অর্থ : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলের (স:) কাছে এসে আরয করলেন, হুযুর! আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিছু নছিহত করুন। হুযুর (স:) তাকে বললেন, তুমি নামায এই মনে করে আদায় করবে যেমন এটি তোমার (জিন্দিগীর) শেষ নামায, তুমি লোকদের সাথে এমন কথা বলবে না যার জন্য পরদিনই তার কাছে ঐ কথার জন্য অনুশোচনা করতে হবে। আর মানুষের হাতে যা কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছ তা পাওয়ার আশা হতে নিজকে দূরে রাখবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

জিকর

(٤٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ - (مسلم)

(৪৯) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কতক বান্দাহ কোথাও একত্রে বসে আল্লাহর জিকরে মগ্ন হয়, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে চতুর্দিক হতে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহর রহমত তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাকুলের) কাছে তাদের প্রসংগে আলোচনা করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে মুমিনদের জিকরের মজলিসের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে :

(১) এই মজলিসকে আল্লাহর ফেরেশতারা বেষ্টনি নির্মাণ করে ঘিরে রাখে।

(২) আল্লাহর রহমত তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখে।

(৩) এই মজলিসের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে পরম প্রশান্তি নাযিল হয়।

(৪) আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাকুলের কাছে তাদের প্রসংগে আলোচনা করেন।

হাদীসে আল্লাহর জিকর বলতে যেমন আল্লাহর পবিত্র নামের জিকরের

মজলিস বুঝান হয়েছে, তেমনি আল্লাহর দ্বীন শরীয়ত আলোচনার মজলিস এবং কোরআন-হাদীসের দরস-তাফসীরের মজলিসকেও বুঝান হয়েছে।

ذكر আরবী শব্দ, এর বাংলা হল স্মরণ করা। ইয়াদ বা স্মরণ সাধারণত: মনের কাজ। তবে যে প্রসংগ বা যার প্রসংগ মনে গেঁথে থাকে তার কথা মুখেও উচ্চারিত হয়। কোরআনে করিমে ও হাদীসে রসূলে জিকর কলবী ও লেসানী উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের উচিত তার সৃষ্টিকর্তার জিকর মনেও রাখবে আর মুখেও করবে, যেমন আল্লাহ কোরআনে করিমে মৌখিক জিকর সম্পর্কে বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً - (سورة الاحزاب - ٤٢-٤١)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে স্মরণ কর বেশী বেশী করে। আর সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ্ পড়। (আহযাব-৪১, ৪২)

এ আয়াতে সাধারণত: মৌখিক জিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ - (سورة الاعراف - ٢٠٥)

অর্থ : আর আপন মনে আল্লাহকে স্মরণ কর, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আর সামান্য আওয়ায সহকারে সকাল ও সন্ধ্যায়। (সূরা আল-আরাফ-২০৫)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে দেলের সাথে অর্থাৎ মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সকাল সন্ধ্যায় সামান্য আওয়াজ সহকারে জিকরকে অনুমোদন করা হয়েছে। কোথাও কোথাও দেখা যায়, কিছু লোক একত্র হয়ে হালকায়ে জিকরের নামে খুব চীৎকার সহকারে এক জোট হয়ে জিকর করে। কোরআন হাদীসের মধ্যে এই

ধরনের জিকরের কোন অনুমোদন পাওয়া যায়না। আর ছাহাবীরা এই ধরনের চীৎকার সহকারে জিকরের মজলিস করেছেন বলেও কোথাও প্রমাণ পাওয় যায়না। সুতরাং মনে মনে আল্লাহ্‌কে অব্যাহতভাবে স্মরণ রাখতে হবে। আবার কখনও কখনও হালকা আওয়াজসহকারে মুখেও আল্লাহর জিকর করবে।

(٥٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً وَمَنْ اِضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً - (ابو داؤد)

(৫০) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যদি কেউ কোথাও বসল আর ঐ বৈঠকে আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার এই বৈঠকটি অর্থহীন ও ক্ষতিকর। আর কোন লোক যদি কোথাও বিশ্রামের জন্য শুয়ে গেল আর সে শোয়ার সময় আল্লাহকে আদৌ স্মরণ করল না তার ঐ বিশ্রামও তার জন্য অকল্যাণকর। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিয়তই তাঁকে স্মরণ রাখা ও স্মরণ করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ (سورة النساء - ١٠٠)

অর্থ : যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়ান অবস্থায় হোক, বসা অবস্থায় হোক, আর শোয়া অবস্থায় হোক (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করবে। (সূরা নিছা-১০০)

স্বয়ং কোরআনে আল্লাহ নামাযকে শ্রেষ্ঠ জিক্‌র বলে অভিহিত করেছেন।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ – অর্থ : নামায হল সর্বশ্রেষ্ঠ জিকর।

এতদসত্তেও নামাযান্তে বান্দাহ যেন আল্লাহকে ভুলে না যায় সে জন্যই জিকরের নির্দেশ দিয়েছেন। জুম্য়ার নামায প্রসংগে মহান আল্লাহ্ কোরআনে করিমে বলেন,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِىْ الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – (سورة الجمعه –١١)

অর্থ : যখন তোমরা (জুম্য়ার) নামায সমাপ্ত করবে, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (রিযক) অনুসন্ধান করতে থাকবে। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করবে, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা জুময়া-১১)

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কোরআনে করিমে আরও এক জায়গায় মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِى وَلَاتَكْفُرُوْنَ–(سورة البقرة – ١٥٢)

অর্থ : মুমিনগণ! আমাকে তোমরা স্মরণে রাখ তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। আর আমার শোকর কর, নাশুকরী কর না। (সূরা বাকারা-১৫২)

উপরের আয়াতেও জিক্র কলবী জিকরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে কোরআনে করিমে ও হাদীসে রসূলে অসংখ্য জায়গায় মৌখিক জিকরের অর্থেও জিকর ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً - (سورة الاحزاب - ٤٢-٤١)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, আর সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তাস্‌বীহ পড়। (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে জিকর মৌখিক জিকরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে যেমন মহান আল্লাহকে দেলে অব্যাহতভাবে স্মরণ রাখতে হবে, তেমনি বিভিন্ন সময় যেমন নামাযান্তে ও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্র নামের জিকর অর্থাৎ তসবীহ্ পাঠ করতে হবে।

(٥١) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ (ص) فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - (احمد وترمذى)

(৫১) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক আরাবী রসূলের খেদমতে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন লোক সবচেয়ে ভাল? হুযুর (স:) জওয়াবে বললেন, সে হল ঐ লোক যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং উত্তম আমল করেছে। পুনরায় সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? হুযুর বললেন, তুমি দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিদায় হবে যে, তোমার জিহবা আল্লাহর জিকরে শিক্ত থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ও তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে যে জিকরের কথা বলা হয়েছে তাও জিকরে লেছানী অর্থাৎ মৌখিক জিকর।

(٥٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبْوَابَ الْخَيْرِ كَثِيْرَةٌ وَلاَ اسْتَطِيْعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ شَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ وَلاَ تُكْثِرْ عَلَىَّ فَاَنْسٰى قَالَ لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - (ترمذى)

(৫২) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন বুস্‌র (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন লোক বললেন, হে আল্লাহর রসূল! নেক কাজ তো অনেক আছে, আর আমার পক্ষে সব ধরনের নেক কাজ করা সম্ভব নয়। তবে আপনি আমাকে এমন কয়েকটি নেক কাজের সন্ধান দিবেন, যেটা আমি শক্ত করে ধারণ করে থাকব। আর আপনি আমাকে অধিক বলবেন না, হয়ত আমি ভুলে যাব। হুযুর (স:) বললেন, শুন, তোমার জিহবা যেন সব সময় আল্লাহর জিকর দ্বারা শিক্ত থাকে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসেও জিকর, জিকরে লেসানী অর্থাৎ মৌখিক জিকরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(٥٣) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَتُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ - (ترمذى)

(৫৩) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল

(স:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার জিকরবিহীন অধিক কথা বলবে না। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার জিকরশূন্য অধিক কথা দেলকে শক্ত করে। আর কঠিন দেল আল্লাহর রহমত হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : মানুষ তার প্রয়োজনে অনেক কথা বলে। আবার কেউ অহেতুক অধিক কথা বলে। আল্লাহর নির্দেশ হল, মানুষের যে কোন সময়ের কথা বা আলোচনা যেন আল্লাহর স্মরণ ছাড়া না হয়। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (سورة حم السجدة : ٣٣)

অর্থ : ঐ ব্যক্তির কথা হতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে তার কথা দ্বারা আল্লাহর দিকে (লোকদেরকে) আহবান করে। অত:পর সে নিজেও নেক আমল করে, আর ঘোষণা দেয় যে, আমি মুসলমানদের দলভুক্ত। (সূরা হা-মিম সাজদাহ-৩৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, তার কথা হল সব রকমের কথাসমূহের মধ্যে উত্তম কথা যে তার কথা দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করে। উপরের হাদীসে আল্লাহর রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি অধিক কথা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বলে, আর তার কথা বা আলোচনার মধ্যে আল্লাহর কথা আদৌ থাকে না, তার দেল শক্ত হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর রহমত হতে দূরে অবস্থান করে।

(٥٤) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَلْاَشْعَرِى (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ -

(৫৪) অর্থ : হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (স:) আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে এমন কথা বাতলিয়ে দেব যা হবে বেহেশতের সম্পদ? আমি বললাম, হ্যাঁ হুজুর অবশ্যই আপনি আমাকে তা বাতলাবেন। হুযুর বললেন, তা হল :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –

ব্যাখ্যা : হাদীসে এভাবে বিভিন্ন দোয়ার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন দোয়া ও দরূদের দ্বারা আল্লাহকে জানা ও স্মরণ করা উত্তম।

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ –

অর্থ : হযরত জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সর্বোত্তম জিকর হল : – لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

দোয়া

(৫৫) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ - (احمد - ترمذى - ابوداؤد - نسائ - ابن ماجه)

(৫৫) অর্থ : হযরত নুমান বিন্ বসির (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, (মনে রাখবে) দোয়া হল ইবাদাত। অত:পর তিনি (নিম্নের) এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ الاية

অর্থ : তোমাদের রবের নির্দেশ হল, "আমার কাছে তোমরা চাও, তাহলে আমি তোমাদের আকাংখা পূরণ করব। যারা আমার ইবাদত হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, তারা অপদস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা : কারো কারো হয়ত ধারণা হতে পারে যে, দোয়া হল আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের কাছে কাম্যবস্তু চাওয়া। সুতরাং কাম্যবস্তু যদি না পাওয়া যায়, তাহলে দোয়া নিষ্ফল হয়ে গেল। এই ধারণা অপনোদনের জন্য যথাসম্ভব বলা হয়েছে যে, মনে রাখবে, দোয়া একটি ইবাদাতও। সুতরাং কাম্যবস্তু পাওয়া যাক আর নাই যাক, দোয়া কখনও নিষ্ফল হবে না। কেননা, দোয়া স্বয়ং একটি ইতাদাতও।

(٥٦) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ - (ترمذى)

(৫৬) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত। রসূল (স:) বলেছেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজস্বরূপ। অর্থাৎ আসল। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বান্দাহ্ যখন আল্লাহর দরবারে তার মনের সমস্ত আবেগ মিলিয়ে পূর্ণ আন্তরিকতাসহকারে আবেদন নিবেদন করে তখন তার পূর্ণ আব্‌দিয়াতের প্রতিফলন তার মধ্যে ঘটে। আর এটাই হল আসল ইবাদত।

(٥٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ - (ترمذى - ابن ماجه)

(৫৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়ার চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছুই নেই। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : উপরের এক হাদীসে বলা হয়েছে, দোয়াই হল ইবাদতের আসল। আর মানুষের সৃষ্টিই ইবাদতের জন্য। সুতরাং ইবাদতের মূল বা আসল বস্তু যে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

(٥٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ - (ترمذى)

(৫৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে (অনুগ্রহ) চায় না, আল্লাহ তার উপরে নারাজ হন। (তিরমিযি)

(٥٩) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْأَلَ - وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ - (ترمذى)

(৫৯) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ চান তাঁর (বান্দাহ)তাঁর কাছে (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করুক। আর সর্বোত্তম ইবাদত হল, (বিপদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা) বিপদ মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : এখানেও উল্লেখিত হাদীসে রসূল (স:) আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমাদের কাম্যবস্তু চাই। আর তা পাওয়ার জন্য আমরা তাড়া-হুড়া না করি অথবা ধৈর্যহারা না হয়ে পড়ি। বরং ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে থাকি। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকাটাও আল্লাহর ইবাদত রূপে গণ্য হয়।

(٦٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ - (ترمذى - مسند اماً احمد)

(৬০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে মুছিবত নাযিল হয়েছে তা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যাপারে দোয়া যেমন উপকারী তেমনি দোয়া উপকারী ঐ বিপদেও যা এখনও নাযিল হয়নি। (তিরমিযি, মুসনাদে ইমাম আহ্মদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য মতে বান্দাহকে যে মুছিবত এসে গিয়েছে

তার জন্য যেমন দোয়া করতে হবে তেমনি যে বিপদ এখনও আসেনি কিন্তু আসার আশংকা আছে, তার থেকেও মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে।

(٦١) وَعَنْ سَلْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِى مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ تَرُدَّهُمَا صِفْرًا - (ترمذى - ابوداؤد)

(৬১) অর্থ : হযরত সালমান (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের রব চিরজাগ্রত ও দয়ালু। তাঁর কোন বান্দাহ যখন দু'হাত তুলে তাঁর কাছে দোয়া করে, তখন ঐ হাত দু'টি খালি ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

বিভিন্ন জিকর ও দোয়া সম্পর্কীয় বিবরণ

(٦٢) وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

(৬২) অর্থ : হযরত জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম জিকর হল – لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

ব্যাখ্যা : মুমিন বিভিন্ন কালেমা বা কালাম দ্বারা আল্লাহর জিকর করে থাকে। আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) বলেছেন, যেসব কালেমা বা কালাম (বাক্য) দ্বারা মুমিন ব্যক্তিগণ আল্লাহর জিকর করে থাকে সেসব কালেমাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কালেমা হল – لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(٦٣) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُ الْكَلاَمِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - (مسلم)

(৬৩) অর্থ : হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কালাম হল চারটি (তা হল)

(١) سُبْحَانَ اللّٰهِ (٢) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (٣) وَلَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (٤) وَاللّٰهُ اَكْبَرُ - (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য এক হাদীসে اَفْضَلُ الْكَلاَمِ

এর জায়গায় اَحَبُّ الْكَلَامِ আছে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কালাম হল চারটি।

(٦٤) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - (بخارى - مسلم)

(৬৪) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়বে তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা (আধিক্যের দিক দিয়ে) সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (বুখারী, মুসলিম)

(٦٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِىْ الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ - (بخارى - مسلم)

(৬৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দু'টি কালেমা হল এমন, যা জিহ্বার উপরে সহজ, তবে মিযানে তা ভারী, আর রহমানের কাছে প্রিয়। তা হল :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ (বুখারী, মুসলিম) الْعَظِيْمِ

(٦٦) وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِى (رض) قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ - فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - (بخارى - مسلم)

(৬৬) **অর্থ :** হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমার সন্ধান দিব, যা জান্নাতের খাজানায় রক্ষিত আছে? আমি বললাম, হাঁ হুযুর আপনি অবশ্যই আমাকে তার সন্ধান দিবেন। হুযুর (স:) বললেন, তা হল :

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ (বুখারী, মুলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) হাদীসের মাধ্যমে দোয়া ও জিকরের জন্য যেসব কালেমা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, সুন্নত হল, দোয়া ও জিক্‌রে ঐসব কালেমা ব্যবহার করা। ঐসব দোয়া ও জিক্‌রের কালেমার বাইরে কিছু সংখ্যক সুফী ও তরীকতপন্থী পীর জিক্‌র ও দোয়ায় এমন কিছু কালেমা ব্যবহার করার তালিম দেন যার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই। সুতরাং হাদীস বহির্ভূত ঐসব দোয়া ও জিকর হতে পরহেয করাই উত্তম।

তওবা

(٦٧) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِىْ الْيَوْمِ اِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ - (مسلم)

(৬৭) অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, "হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। আমি নিজে আল্লাহর কাছে দৈনিক শতবার তওবা করি। (মুসলিম)

(٦٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - (بخارى)

(৬৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহকে (স:) একথা বলতে শুনেছি, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর হুযুরে তওবা করি এবং তাঁর কছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (বুখারী)

ব্যাখ্যা : তওবার আভিধানিক অর্থ হল ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, আর শরীয়তের পরিভাষায় তওবার অর্থ হল, অনুতপ্ত মনে পাপের কাজ হতে নিজকে ফিরিয়ে আনা। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অসংখ্য স্থানে মুমিনদেরকে তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

(سُوْرَةُ النُّوْرِ - ٣١)

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আমার কাছে তওবা কর, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা নূর-৩১)

আল্লাহ আরও বলেন,

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ - (سَوْرة هود - ٣)

অর্থ : তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অত:পর তাঁর হুযুরে তওবা কর। (সূরা হুদ-৩)

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে আর এক জায়গায় বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا -
(سورة التحريم - ٨)

অর্থ : "হে ঈমানদারেরা! আল্লাহর কাছে আন্তরিকতা সহকারে খাঁটি তওবা কর। (সূরা তাহরীম-৮)

উপরোক্ত কোরআনী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিজ্ঞ আলেমদের সম্মিলিত মত হল, গুনাহ্ হতে বান্দার তওবা করা ফরজ। নবীগণ ব্যতীত কোন মুমিনের পক্ষে ছগীরা-কবীরা সব রকমের গুনাহ হতে পবিত্র (মাসূম) থাকা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র নবীগণই গোনাহ হতে পবিত্র ও মাসূম। সুতরাং মুমিনদেরকে অবশ্যই গুনাহ হতে তওবা করতে হবে। ছগীরা গুনাহ মহান আল্লাহ বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাফ করতে থাকেন। তবে কবীরা গুনাহ খালেস তওবা ব্যতীত আল্লাহ কিছুতেই মাফ করবেন না।

উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টিতে আল্লাহর রসূল (স:) সমস্ত মুমিনদেরকে তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, আমি নবী হিসেবে মাসূম হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক আল্লাহর দরবারে সত্তর বারের অধিক এমনকি একশত বার পর্যন্ত তওবা করে থাকি।

তবে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

(১) যে গুনাহের কাজে সে লিপ্ত ছিল অচিরেই ঐ কাজটি ত্যাগ করবে।

(২) যে অপরাধমূলক পাপের কাজটি সে করে ফেলেছে তার জন্য চরমভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

(৩) ভবিষ্যতে ঐ ধরনের পাপের কাজে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবে।

যে অন্যায় বা পাপের কাজটি সে করেছে তা যদি শুধু আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে তওবা কবুল হওয়ার জন্য উপরের তিনটি শর্ত প্রযোজ্য হবে। আর তা যদি বান্দাহর অর্থাৎ মানুষের হকের ব্যাপার হয়, তাহলে ঐ তিনটি শর্তের সাথে আর একটি শর্ত যোগ হবে। তা হল, (৪) হক যার সাথে সংশ্লিষ্ট তার কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

কোরআনে তওবা সম্পর্কীয় বিভিন্ন আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে উক্ত শর্তসমূহের কথা অবহিত হওয়া যায়, যেমন আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (سورة المائدة -٣٩)

অর্থ : যে জুলুম করার (পাপে লিপ্ত হওয়ার) পরে পাপ কাজ হতে প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ তওবা করবে এবং সংশোধিত হবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(সূরা মায়েদা : ৯৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী যদি অনুতপ্ত মনে পাপ কাজ ছেড়ে দেয় এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, অর্থাৎ পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(٦٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب (رض) عَنِ

النَّبِىْ (ص) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - (ترمذى)

(৬৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বান্দার রুহ গলা পর্যন্ত পৌছার আগ পর্যন্ত তার তওবা কবুল করে থাকেন। (তিরমিযি)

(٧٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - (مسلم)

(৭০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, পশ্চিম আকাশ হতে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে পশ্চিম গগণ হতে সূর্য উদিত হওয়া একটি অন্যতম আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে হুযুর (স:) বলেছেন, কিয়ামতের এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ বান্দার তওবা কবুল করবেন।

তওবা কবুলের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে যে বিবরণমূলক আয়াত নাযিল করেছেন তা নিম্নে দেয়া হল :

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ

حَتّٰى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ ○

(سورة النساء -١٨-١٧)

অর্থ : অবশ্য আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশত পাপের কাজ করে অনতিবিলম্বে তওবা করে। আল্লাহ এই প্রকারের লোকদের তওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী; মহা রহস্যবীদ। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের তওবা কিছুতেই কবুল করবেন না, যারা অব্যাহতভাবে পাপের কাজ করতে থাকে। অত:পর মৃত্যু যখন এসে হাজির হয় তখন বলে যে, "আমি তওবা করলাম।" (সূরা নিসা : ১৭-১৮)

ব্যাখ্যা : ছাহাবায়ে কেরাম এ প্রসংগে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে, সে জ্ঞাতসারে করুক, অথবা ভুলবশত করুক, উভয় অবস্থায়ই সে জাহেল বা অজ্ঞ। সুতরাং আল্লাহ তার তওবা (যদি খালেস দেলে করে) কবুল করবেন। আয়াতে قريب বা অনতিবিলম্বের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণ জাহের না হওয়া পর্যন্ত। মৃত্যুর সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর তওবা করলে সে তওবা আল্লাহ কিছুতেই কবুল করবেন না। এ ধরনের তওবা ফেরাউন সাগরের পানিতে ডুবে মরার মুহূর্তে করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পরিষ্কার ঘোষণা দিলেন এখন আর তোমার তওবা কবুল হবে না।

(٧١) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَوْ اَنَّ لِاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ - (بخارى - مسلم)

(৭১) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, আদম সন্তানের কারও যদি সোনা ভর্তি একটি উপত্যকা থাকে, তাহলে সে দু'টি সোনা ভর্তি উপত্যকার আকাঙ্খা করবে। আর আদম সন্তানের মুখ মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা যায় না। তবে যে আল্লাহর হুযুরে তওবা করে (অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে) আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে স্বভাবত: মানুষের অতি আকাঙ্খার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় মানুষ যতই অধিক পাক, আরও অধিক পাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। এমনকি একটি ময়দান ভর্তি সোনার মালিক হলে আরো একটি সোনা ভর্তি ময়দান পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর এ ধরনের মানুষের গ্রাস কিছু দিয়ে ভরা যায় না। অবশ্য মৃত্যুর পর কবরের মাটিই তার গ্রাস ভর্তি করবে। তবে যিনি আল্লাহওয়ালা, আল্লাহতে নিবেদিতপ্রাণ তিনি এর ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে শেখ সাদী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব গোলেস্তায় সুন্দর একটি কবিতার মাধ্যমে বলেছেন :

هفت اقليم گر بگيرد بادشاه * بچنان دربند اقليم ديگر

نيم نان گرخورد مرد خدا * بزل درويشان كند نيم ديگر

অর্থ : যদি কোন অধিশ্বর (বাদশাহ) সাতটি রাজ্যেরও মালিক হয়; তাহলে সে আরও একটি রাজ্য কি করে দখলে আনবে তার ফেকেরে থাকে। অন্য দিকে কোন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যদি একটি রুটির অর্ধেক সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তার অর্ধেক একজন অভাবীকে দান করে বাকী অর্ধেক খেয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করে।

(٧٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ

يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ - (بخارى - مسلم)

(৭২) **অর্থ :** আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দুই ব্যক্তির প্রসংগ নিয়ে মহান আল্লাহ হাসেন, যারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেছে। তারা উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। তার একজন হল যিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন। অতপর হত্যাকারী ব্যক্তি তওবা করে ইসলাম কবুল করল এবং আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করল। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : প্রথম শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে আল্লাহর দুশমনের হাতে জীবন দিলেন তাঁর বেহেশতে যাওয়া তো অবধারিত ও আকাঙ্খিত। কিন্তু তাঁকে যে হত্যা করল তার তো জাহান্নামী হওয়া অবধারিত ছিল, কিন্তু তিনি তওবা করলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন, অত:পর আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। ফলে ইনি যদিও এক সময় হত্যাকারী ছিলেন। কিন্তু তওবা ও ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেল। অত:পর তিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করার ফলে ১ম শহীদের ন্যায় জান্নাতের অধিকারী হলেন। এটাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আনন্দিত হওয়ার কারণ।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ

মিথ্যা

(٧٣) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا (بخارى - مسلم)

(৭৩) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশ্‌তের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক নিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। আর মিথ্যা লোকদেরকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর খারাপ কাজ লেকদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক যখন নিয়তই মিথ্যা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যের মধ্যে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এমন উত্তম আসর বা প্রভাব রেখেছেন, যে প্রভাব সত্যবাদী লোককে নেক কাজের

দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ফলে সত্যবাদী লোক নেককার লোকে পরিণত হয়, আর নেককার লোকই বেহেশতী হয়। অন্যদিকে মিথ্যার এমন খারাপ প্রভাব বা আসর মিথ্যাবাদীর দেলে পড়ে; যার ফলে সে পাপ কাজ করতে থাকে। আর পাপী ব্যক্তি জাহান্নামী হয়ে থাকে।

(٧٤) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (رض) اِنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ بَخِيْلاً قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لاَ (موطا، بيهقى)

(৭৪) **অর্থ :** হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রা:) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন ব্যক্তি কি ভীরু হতে পারে? জওয়াবে হুযুর বললেন, হাঁ (মুমিন ব্যক্তি) ভীরু হতে পারে। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, মুমিন ব্যক্তি কি কৃপণ হতে পারে? হুযুর বললেন, হাঁ হতে পারে। অত:পর জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? আল্লাহর রসূল (সা:) বললেন, না। (মুয়াত্তা, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : ভীরুতা ও কৃপণতা অবশ্যই কুস্বভাব। একজন দুর্বল ঈমানদারের মধ্যে এ দুটি অথবা এর কোন একটি থাকতে পারে। এ স্বভাব দু'টি খারাপ হলেও ঈমানের পরিপন্থী নয়। তবে মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও ঘৃণিত স্বভাব যা ঈমানের পরিপন্থী। সুতরাং একজন ঈমানদার ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

(٧٥) وَعَنْ مَالِكٍ اَنَّه بَلَغَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَتُنْكَتُ فِىْ

قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتّٰى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ (موطا امام مالك)

(৭৫) অর্থ : হররত ইমাম মালেকের (র:) কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) বলতেন, মানুষ যখনই মিথ্যা কথা বলে, তখন তার দেলে একটি কালো দাগ পড়ে এবং এভাবেই (মিথ্যা বলার কারণে) তার দেল একেবারেই কালো ও মলিন হয়ে যায়। অত:পর আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যাবাদীদের দলে লিখিত হয়। (মুয়াত্তা মালেক)

মিথ্যা সাক্ষ্য দান

(٧٦) وَعَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَن اَبِيْهِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) اَلاَاُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثَلاَثًا اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ يَسْكُتُ (بخارى - مسلم)

(৭৬) **অর্থ :** হররত আবু বকরা (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদা রসূল (স:) বলেন, আমি কি তোমাদের গুনাহসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, হাঁ, হুযুর আপনি অবশ্যই আমাদেরকে তা বলবেন। হুযুর (স:) বললেন, তা হল, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ পর্যন্ত হুযুর হেলান দেয়া অবস্থায় বসা ছিলেন, হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, সাবধান! আর হল মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া– এভাবে বার বার এই বাক্যটি বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতে থাকলাম, আহা! হুযুর যদি কথা বন্ধ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মিথ্যা কথা বলা গুনাহে কবীরা। তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দান মিথ্যা কথার চেয়েও ভয়াবহ। এ জন্যই হুযুর সোজা হয়ে বসে বার বার মিথ্যা সাক্ষ্য দান সম্পর্কীয় বাক্যটি উচ্চারণ করতেছিলেন।

মিথ্যা কখন জায়েয হয়

(৭৭) وَعَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ (رض) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا - (بخارى- مسلم)

(৭৫) অর্থ : হররত উম্মে কুলসুম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূলকে (স:) একথা বলতে শুনেছেন, "পরস্পর দু'জনের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য যে অসত্য কথা বলে সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী নয়। কেননা সে কল্যাণার্থে অথবা কল্যাণ সাধনের জন্য চেষ্টা করছে।" (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : প্রকৃতির দিক দিয়ে মিথ্যা কথা হারাম। তবে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যদি কখনও মিথ্যা বলতে হয়, তাহলে মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে ঐ মিথ্যা বৈধ হয়ে যায়। যেমন ধরুন, কোন ঘাতক কাউকে হত্যা করার লক্ষ্যে যদি কারও কাছে তার ঠিকানা বা অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়, আর সে যদি মিথ্যা বলে হত্যার হাত থেকে এ লোকটিকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তার এই মিথ্যা বলা শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিব। পরস্পর দু'জনের মধ্যে ঝগড়া মিটাবার উদ্দেশ্যে কোন অসত্য কথা বললে তাও জায়েয হওয়ার ফতওয়া ওলামায়ে কেরাম দিয়েছেন।

গীবত

(٧٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِى اَخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ - (ترمذى)

(৭৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (স:) বললেন, তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ জওয়াব দিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। রসূল (স:) বললেন, গীবত হল তুমি তোমার ভাইয়ের বর্ণনা তার অসাক্ষাতে এমন ভাষায় দিবে যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। একজন বললেন, হুযুর! আমি যা বলছি সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে? হুযুর বললেন, তুমি যা বলছ সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই হবে গীবত। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তা তবে বুহতান। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : আলেমগণ গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। গীবত করাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ, কোরআনে করিমে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ

اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ - (سورة الحجرات - ١٢)

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা কারও ত্রুটি অন্বেষণ করবে না। একে অপরের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত-১২)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ গীবতকে মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়ার মত ঘৃণিত কাজের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব, এ ধরনের জঘন্য কাজ হতে অবশ্যই আমাদের সকলকে দূরে সরে থাকতে হবে।

(٧٩) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؛ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِى فَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ - (بيهقى)

(৭৯) অর্থ : হররত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, গীবত হল জেনার চেয়ে মারাত্মক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গীবত জেনার চেয়েও মারাত্মক হল কি করে? হুযুর (স:) বললেন, একটি লোক জেনা করার পর যখন সে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আর গীবতকারীর গুনাহ মাফ করা হবে না যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে দেয়। (বায়হাকী)

(٨٠) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اِغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ (بيهقى)

(৮০) **অর্থ :** হররত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হল, তুমি যার গীবত করছ তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে মাফ করো। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : ৭৯ নং হাদীসে বলা হয়েছে, গীবতকারীর গুনাহ নিছক আল্লাহর কাছে তওবা করলেও আল্লাহ মাফ করবেন না যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া হয়। আর ৮০ নং হাদীসে গীবতকারী কিভাবে গীবতের গুনাহ হতে তওবা করবে তার তরীকা বা পন্থা বাতান হয়েছে। এ পন্থা অবলম্বন করবে তখন, যখন যার গীবত করা হয়েছে সে জীবিত না থাকে। জীবিত থাকলে তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে।

চুগলখোরী

(٨١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ - (بخارى - مسلم)

(৮১) **অর্থ :** হররত হুযায়ফা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, চুগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : চুগলখোরী হল, পরস্পরের মাঝে ঝগড়া লাগাবার উদ্দেশ্যে একজনের কথা রং চড়িয়ে অন্যের কাছে বলা। সমাজে বেশির ভাগ ঝগড়া-ফাসাদ চুগলখোরীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ইসলাম যে ধরনের শান্তিপূর্ণ সমাজ কামনা করে, ঐ সমাজে চুগলখোরের কোন স্থান নেই। আর নবী করীম (স:) সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, চুগলখোর কখনও আল্লাহর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

(٨٢) وعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ بَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعٰى بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ - (البخارى)

(৮২) **অর্থ :** হররত আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (স:) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই দু'টি কবরের লোক আযাবে লিপ্ত আছে। তাদের এ আযাব এমন বড় কোন কাজের জন্য নয়। (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্য সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় কাজ দু'টি বেশ বড় ছিল। এর একজন চুগলখোরী করত। (ঝগড়া লাগাবার জন্য একের কথা অন্যের কাছে পৌছাত) অপর জন পেশাব করে ভাল করে পবিত্র হতনা। (বুখারী)

ঈর্ষা (হাসাদ)

(٨٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ - (ابو داؤد)

(৮৩) অর্থ : হররত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ঈর্ষা হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা আগুন যেভাবে শুকনা কাঠকে জালিয়ে ভস্ম করে দেয়, তেমনি ঈর্ষাও মানুষের নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। (আবু দাউদ)

(٨٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَاتَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَاتَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا - (بخارى - مسلم)

(৮৪) অর্থ : হররত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা আন্দাজ-অনুমান হতে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা নিছক ধারণার ভিত্তিতে কথা বলার চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করবে না, ঘৃণা করবে না, শত্রু জানবে না। আর আল্লাহর বান্দারা সকলেই ভাই ভাই হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মুসলিম সমাজ যাতে একটি শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজে

পরিণত হতে পারে, আর যেসব পারস্পরিক দোষক্রটির কারণে সমাজে অশান্তি, ঝগড়া-ফাসাদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করে তা পরিহার করার জন্য হাদীসে আল্লাহর প্রিয় রসূল বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীস কোরআনে বর্ণিত সূরা হুজুরাতের নিম্ন লিখিত আয়াতেরই যেন ব্যাখ্যা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরায়ে হুজুরাতে মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (سورة حجرات -١٣)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমরা অধিকাংশ ধারণা পরিহার করবে। কেননা বেশ কতক ধারণা অবশ্যই গুনাহ। আর তোমরা পরস্পর পরস্পরের গোপনীয় ব্যাপার অনুসন্ধান করবে না। তোমরা পরস্পরে গীবত করবে না। তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের (দেহের) গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তা তোমরা পছন্দ করবে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা হুজুরাত-১৩)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মারাত্মক তিনটি অপরাধ চিহ্নিত করে মুমিনদেরকে তা পরিহার করার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন, অপরাধ তিনটি হল :

(১) কারো ব্যাপারে ধারণার ভিত্তিতে কথা বলা; অনুসন্ধান বা তাহকীকের ভিত্তিতে নয়। হাদীসে অনুমান ভিত্তিক কথাকে 'বড় মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (২) অন্যের গোপন দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা। (৩) গীবত করা অর্থাৎ কারো অসাক্ষাতে তার ব্যাপারে এমন কিছু

বলা যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হত। গীবত অপরাধের দিক দিয়ে এত মারাত্মক যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গীবত করাকে মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের গোস্ত ভক্ষণ এমনিতেই হারাম। তার উপরে মরা মানুষের গোস্ত যা খাওয়া বা ভক্ষণ করা একেবারেই চূড়ান্ত হারাম। বর্ণিত তিনটি অপরাধই সামাজিক অপরাধ যা সামাজিক শান্তি ব্যাহত করে। তাই আল্লাহ এই মারাত্মক সামাজিক অপরাধ হতে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অহংকার

(٨٥) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ مَا اَخْطَأَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيْلَةٌ - (بخارى)

(৮৫) অর্থ : হররত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যা ইচ্ছে তুমি খাও, আর যা ইচ্ছে তুমি পরিধান কর। তবে শর্ত হল, তুমি দুটি বস্তু পরিহার করবে, বাহুল্য ব্যয় ও অহংকার। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: বুখারী শরীফে লিখিত হাদীসটি রসূলের (স:) চাচাত ভাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন। ছাহাবীদের কথা ও কাজও হাদীস। তবে ছাহাবীদের হাদীসকে 'হাদীসে মওকুফ' বলা হয়। উপরোক্ত হাদীসটি হাদীসে মওকুফ। হাদীসে খাওয়া ও পরার ব্যাপারে একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। তা হল, হালাল বস্তু হতে মুমিন যা ইচ্ছা তাই খেতে পারে এবং হালাল লেবাস হতে মুমিন যা ইচ্ছে তা পরিধান করতে পারে। তবে শর্ত হল, ইসরাফ অর্থাৎ বাহুল্য ব্যয় এবং অহংকারের মিশ্রণমুক্ত হতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বাহুল্য ব্যয় যেমন পছন্দ করেন না তেমনি পছন্দ করেন না অহংকার বা গর্বকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا - (سورة الاسراء - ٢٧)

অর্থ : অবশ্যই বাহুল্য ব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান হল আল্লাহর নাফরমান। (সূরা ইস্‌রা, আয়াত নং-২৭)

অহংকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - (سورة القمان - ١٨)

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ প্রতিটি অহংকারী গর্বিত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান-১৮)

উত্তম খাদ্য ও উত্তম পরিধেয় প্রসংগে মহান আল্লাহ কোরআনে বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ - (سورة الاعراف - ٣٢)

অর্থ : হে নবী! আপনি (এদেরকে) বলুন, কে হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম পরিধেয় যা আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কেই বা হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম খাদ্য। (সূরা আল আরাফ ঃ ২৩)

(٨٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبَهٗ حَسَنًا وَنَعْلَهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - (مسلم)

(৮৬) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যার দেলে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললেন, হুযুর, কেউ যদি তার লেবাস-পোশাক ও জুতা সুন্দর হওয়া পছন্দ করে? (সেটা কি অহংকার হবে না?) হুযুর (স:) বললেন, আল্লাহ অবশ্যই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য

পছন্দ করেন। অহংকার হল আল্লাহর গোলামী হতে বেপরওয়া হওয়া ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যেসব চরিত্রগত ত্রুটি মানুষকে মনুষত্বহীন করে ফেলে, তার মধ্যে আত্মাভিমান ও অহংকার হল অন্যতম। মানুষ সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী তো বটেই, বরং পদে পদে সে দুনিয়ায় মুখাপেক্ষী। ফলে তার পক্ষে আত্মাভিমানী বা অহংকারী হওয়া আদৌ শোভা পায় না। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম লেবাস পরা বা উত্তম খাদ্য খাওয়া অহংকার নয়। অহংকার হল আল্লাহর বন্দেগী হতে বেপরওয়া হওয়া ও অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

গোস্বা

(٨٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بخارى)

(৮৭) **অর্থ :** ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং (প্রকৃত) শক্তিশালী সেই যে রাগের সময় নিজকে সংবরণ করতে পারে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (স:) যে শক্তির উল্লেখ করেছেন, তা'হলো নৈতিক ও মানসিক শক্তি। অর্থাৎ শরীরে যখন রাগ উঠে এবং কোন কারণে রাগান্বিত হয়, তখন যে তার মানসিক শক্তি বলে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে প্রকৃতপক্ষে সেই হল শক্তিশালী।

(٨٨) وَعَنْ عَطِيَّةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ – (ابو داؤد)

(৮৮) **অর্থ :** হযরত আতিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, গোস্বা হল শয়তানী কাজ। আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়, সুতরাং তোমাদের কারও রাগ উঠলে সে যেন অজু করে নেয়। (আবু দাউদ)

জুলুম

(٨٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخارى - مسلم)

(৮৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, জুলুম কিয়ামতের দিন জালেমের জন্য প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٩٠) وَعَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ - (مشكوة)

(৯০) অর্থ : হযরত আউস বিন শুরাহবীল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলকে (স:) একথা বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি জালেমকে শক্তি দানের জন্য তার পশ্চাদধাবন করবে, অথচ তার জানা আছে ঐ ব্যক্তি জালেম, সে অবশ্যই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা : হাদীসে বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে জুলুমের কাজে জালেমকে শক্তি যোগায় তার ব্যাপারে কঠিন ঘোষণা আল্লাহর রসূল (স:) দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি তার এ কাজ দ্বারা ইসলামের সীমা হতে বের হয়ে গিয়েছে।

অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা

(٩١) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهٖ (مشكوة)

(৯১) অর্থ : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি হবে সে, যে অন্যের দুনিয়া বানাতে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে। (মিশকাত)

(٩٢) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رَدِىَ فَهُوَ يَنْزَعُ بِذَنَبِهِ - (ابو داؤد)

(৯২) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন, অন্যায় বা গর্হিত কাজে কেউ যদি আপন গোত্র বা সম্প্রদায়ের লোককে মদদ দেয় তার দৃষ্টান্ত যেমন একটি উট কুয়ায় পতিত হচ্ছে আর সে তার লেজ ধরে টানছে। (আবু দাউদ)

(٩٣) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ - (ابو داؤد)

(৯৩) অর্থ : হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি (জাতি, গোত্র বা দলীয়) সংকীর্ণতার দিকে লোককে উদ্বুদ্ধ করে সে আমার উম্মত নয়। সে ব্যক্তিও আমার উম্মত নয় যে (না হক গোত্রগত) স্বার্থের জন্য লড়াই করে। অনুরূপভাবে যে (নাহক দল বা গোত্র) স্বার্থের কারণে নিহত হল সেও আমার উম্মত নয়। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি হাদীসেই অন্যায় ও পাপের কাজে পাপীকে সাহায্য না করার জন্য আল্লাহর রসূল (স:) তাকিদ দিয়েছেন। এমনকি হুযুর (স:) বলেছেন, জাতি, গোত্র কিম্বা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যদি যুদ্ধ করে সে যেমন আমার উম্মত নয়, তেমনি যদি কেউ এই ধরনের যুদ্ধে প্রাণ হারায় সেও আমার উম্মত নয়। তিনি ন্যায় ও হিতকর কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (سورة المائدة ٢)

অর্থ : তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নেক ও তাকওয়ার কাজে সাহায্য কর, আর গোনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্য আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি দানকারী।

(সূরা মায়েদাহ্-২)

অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিপাটি

(٩٤) وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِيَدِهٖ كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْتِىَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ - (موطأ مالك)

(৯৪) অর্থ : হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল যার মাথার চুল এবং দাড়ি এলো-মেলো ছিল। রসূল (স:) হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করলেন যাতে সে তার চুল-দাড়ি পরিপাটি করে আসে। লোকটি চলে গিয়ে (চুল-দাড়ি) পরিপাটি করে আসল। তখন হুযুর (স:) বললেন, এখন যেভাবে আসল এটা কি উত্তম? না তোমাদের কেউ এলো-মেলো চুল-দাড়ি নিয়ে (জনসমক্ষে) শয়তানের মত হয়ে আসাটা উত্তম? (মুয়াত্তা মালিক)

ব্যাখ্যা : কিছু দ্বীনদার লোকের ধারণা শরীর ও লেবাসের ব্যাপারে উদাসীন থাকা এবং এলো-মেলো চুল-দাড়ী ও অপরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় ব্যবহার করা দ্বীনদারী বা পরহেযগারীর লক্ষণ। উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) উপরোক্ত ভুল ধারণা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(٩٥) وَعَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِىْ اَلَكَ مَالٌ- فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ - قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ - (مسند امام أحمد)

(৯৫) অর্থ : হযরত আবুল আহওয়াস (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রসূলের দরবারে একেবারেই সাধারণ লেবাসে হাজির হলাম। হুযুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সম্পদ আছে? আমি বললাম হাঁ হুযুর আছে। হুযুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ধরনের সম্পদ? আমি বললাম, সব রকমের সম্পদই আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া ও দাস-দাসীসহ সব ধরনের সম্পদই দিয়েছেন। হুযুর (স:) বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন, তখন আল্লাহর নিয়ামতের কিছু লক্ষণ তোমার (পোশাক ও চেহারায়) প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, বর্ণনাকারী একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি হুযুরের দরবারে যেখানে বেশ কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন সেখানে দরিদ্র লোকের মত একেবারেই সাধারণ কাপড় পরে এসেছিলেন। যাতে প্রকাশ পাচ্ছিল না যে, তিনি একজন ধনবান লোক। তাই হুযুর তাকে সাবধান করে দিলেন যে, দেখ, তোমাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তুমি যে সম্পদশালী আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ তার কিছু চিহ্ন তোমার লেবাস-পোশাকে থাকা উচিত। কেননা ধনী লোক যদি অনুগ্রহ প্রার্থী ফকির-মিসকীনদের মত চলে, তাহলে মিসকীন তাকে তাদের মতই মনে করে তার কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে না।

(٩٦) وَعَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَرَاٰى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ اَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَايُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلاً اٰخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ - (مشكورة - ابوداود)

(৯৬) অর্থ : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (স:) আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি এখানে একজন লোক দেখলেন, যার (মাথার ও দাড়ীর) চুলগুলি ছিল এলো-মেলো। হুযুর বললেন, এর কি একটা চিরুনী জোটেনা যার দ্বারা সে তার চুলগুলি আচড়িয়ে রাখতে পারে। রসূল আর একজন লোক দেখতে পেলেন যার কাপড় ছিল ময়লা। হুযুর বললেন, এ ব্যক্তি তার কাপড় পরিষ্কার করার জন্য কি কিছু সংগ্রহ করতে পারল না। (মিশকাত আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি দেহ ও লেবাস পরিধানের জন্য রসূল (স:) তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এমনকি নামাযে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন লেবাস গ্রহণ করা ফরজ করা হয়েছে। ইসলাম হারাম করেছে অহংকার ও বাহুল্য ব্যয়কে। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যকে নয়।

রিয়া

(٩٧) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّ فِى جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَسْتَعِيْذُ جَهَنَّمُ مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِى فِىْ كُلِّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِأَةِ مَرَّةٍ اُعِدَّ ذٰلِكَ الْوَادِى لِلْمُرَائِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ص) لِحَامِلِ كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ لِغَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ وَالْحَاجِّ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلِلْخَارِجِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (مجمع الزوائد)

(৯৭) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জাহান্নামের অভ্যন্তরে এমন একটি উপত্যকা আছে; স্বয়ং ঐ জাহান্নাম সেই উপত্যকা হতে দৈনিক চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। ঐ উপত্যকাটি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে মুহাম্মদ (স:) এর চার শ্রেণীর উম্মতের জন্য। আল্লাহর কিতাবের রিয়াকার আলেম, আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্যে দানকারী, আল্লাহর ঘরের রিয়াকার হাজী ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জিহাদে গমনকারী মুজাহিদ। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : রিয়ার শাব্দিক অর্থ হল প্রদর্শনী। আর শরীয়তের পরিভাষায় রিয়া বলা হয়, ইবাদতসহ যে কোন ভাল কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং লোক দেখানোর জন্য করা; যাতে লোকেরা তাকে ভাল লোক হিসেবে গণ্য করে। অথচ রিয়া একটি মারাত্মক পাপ। আর রিয়াকার ইবাদতকারীকে আল্লাহ খুবই নাপছন্দ করেন। হাদীসে রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানো বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার নিয়তে যে লোক আল্লাহর

কিতাবের ইলম শিখেছে, দান করে, হজ্ব করে; এমন কি জিহাদ করে তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন জাহান্নামের অভ্যন্তরে ভয়ানক আজাবে পরিপূর্ণ এমন একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যার শাস্তির ভয়াবহতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং জাহান্নাম দৈনিক চারশত বার আল্লাহর কাছে পানাহ চায়।

(৯৮) وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الاَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ قَالَ لاَشَىْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَشَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لاَيَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ وَجْهُهُ - (ابو داؤد -نسائ)

(৯৮) অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করে পরকালের পুরস্কারের জন্য এবং দুনিয়ায় সুখ্যাতি পাওয়ার জন্য? হুযুর বললেন, তার জন্য (আল্লাহর কাছে) কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি হুযুরকে তিনবার প্রশ্নটি করলেন, আর হুযুর (প্রতিবারই) তাকে একই জওয়াব দিলেন, তার জন্য কোন কিছুই নেই। অত:পর আল্লাহর রসূল (স:) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তো সেই আমলকেই কবুল করেন যা শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। (আবু দাউদ, নাছাঈ)

(৯৯) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا

اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ (ص) يَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِىْ شَئٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ - (مشكوة)

(৯৯) **অর্থ :** হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি একদিন মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) রসূলের কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের জন্য কাঁদছ? জওয়াবে বললেন, হুযুরের একটি উক্তি আমাকে কাঁদাচ্ছে, যা আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম। রসূল (স:) বলতেন, রিয়ার সামান্যটুকুও শিরক। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা : মুর্তি বা প্রতিমার সামনে অবণত হওয়াটাই শুধু শিরক নয়; বরং মানুষ বড় বড় নেক কাজও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্য না নিয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে করে তাও শিরক। কেননা যাবতীয় ভাল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হওয়া উচিত।

বখিলি (কৃপণতা)

(١٠٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَجْمَعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا - (نسائي)

(১০০) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কৃপণতা ও ঈমান আল্লাহর কোন বান্দার দেলে একত্র হতে পারে না। (নাছাঈ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, ঈমান এবং কৃপণতা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তি কিছুতেই কৃপণ হতে পারে না।

(١٠١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ - (ترمذى)

(১০১) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহর যেমন নিকটবর্তী, তেমনি নিকটবর্তী মানুষেরও। আর সে বেহেশতের যেমন নিকটবর্তী, তেমনি জাহান্নাম থেকে বেশ দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি (এর বিপরীত) আল্লাহ হতে যেমন দূরে, তেমনি দূরে মানুষের কাছ থেকে ও বেহেশ্‌ত থেকে। অপর দিকে সে

জাহান্নামের খুব নিকটবর্তী। আর একজন অশিক্ষিত দাতা ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। (তিরমিযি)

(١٠٢) وَعَنْ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ - (ترمذى)

(১০২) অর্থ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতারক, কৃপণ ও (দান করে) খোঁটা দানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত তিনটি মারাত্মক অপরাধ এতই ভয়াবহ যে উহা অপরাধীর বেহেশতে প্রবেশের পথের প্রতিবন্ধক। সুতরাং বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী মুমিনের এসব পাপ হতে দূরে অবস্থান করা অপরিহার্য।

(١٠٣) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - (بخارى - مسلم)

(১০৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, (হে আদম সন্তান) তুমি অন্যের জন্য খরচ কর, তাহলে আমি তোমার জন্য খরচ করব। অর্থাৎ তোমাকে দিতে থাকব। (বুখারী,মুসলিম)

পাঁচটি অভিশপ্ত কাজ

(١٠٤) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خِصَالٌ خَمْسٌ اِنِ اِبْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَنَزَلْنَ بِكُمْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلَّافَشَا فِيْهِمُ الاَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنْ فِى اَسْلَافِهِمْ وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلَّا مُنِعُوْا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَا يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَافِى اَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ اِلَّا جُعِلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ - (بيهقى فى شعب الايمان - ابن ماجة)

(১০৪) **অর্থ :** হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) (মুহাজিরদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, হে মুহাজিরগণ! পাঁচটি খারাপ কাজ এমন আছে, যদি তোমরা তাতে জড়িয়ে যাও অথবা ঐ কাজগুলি যদি তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে খুবই খারাপ হবে। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি যেন ঐ পাপ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে।

(১) জেনা, কোন জনতার মধ্যে যদি প্রকাশ্যে জেনার প্রচলন শুরু হয় তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন ভয়াবহ ব্যাধি দেখা দিবে যা ইতিপূর্বে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কখনও ছিল না।

(২) পরিমাণে কম দেয়া। এটা যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন এবং শাসকের জুলুম চাপিয়ে দেন।

(৩) জাকাত না দেয়া, এ পাপ যখন কোন জনপদে শুরু হয়ে যায়, তখন আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ বন্ধ করে দেন; যদি ঐ জনপদে পশুপক্ষী না থাকত তাহলে বর্ষণ একবারেই বন্ধ করে দিতেন।

(৪) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে গাদ্দারী। এটা যখন কোন জাতির মধ্যে দেখা দেয় তখন আল্লাহ অমুসলিম দুশমনকে তাদের উপরে চাপিয়ে দেন যারা তাদের অনেক কিছু ছিনিয়ে নেয়, যা তাদের ছিল।

(৫) যখন মুসলমানদের শাসকরা আল্লাহর কিতাব দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করবে না তখন তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের কঠিন আযাবে নিপতিত করা হবে। (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ্)

ব্যাখ্যা : মুহাজিরদেরকে লক্ষ্য করে একথাগুলি বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রসূলের তিরোধানের পরপর তাদের হাতেই শাসন ক্ষমতা আসবে। আর মুহাজির কুরায়শরাই ছিল ইসলামের অগ্রবর্তী কাফেলা, যারা আল্লাহর শরীয়তের ইলম সবচেয়ে বেশী রাখত। হাদীসে যে পাঁচটি অভিশপ্ত পাপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ থেকে অবশ্যই মুসলমানদের দূরে অবস্থান করা উচিত।

কিয়ামতের পূর্বে উম্মতের মধ্যে যে পাঁচটি অভিশপ্ত কাজের প্রচলন ঘটবে

(١٠٥) وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) جُلُوسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ أُقِيْمَتْ الصَّلٰوةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوْعًا فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِيْ صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إِلٰى أَهْلِهِ جَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعضٍ أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ فَقَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْئَلُهُ فَسَأَلَهُ حِيْنَ خَرَجَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّوْرِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُوْرَ الْقَلَمِ (مسند اما احمد)

(১০৫) **অর্থ :** হযরত তারেক বিন শিহাব বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম, হঠাৎ এক লোক এসে বলল, নামায শুরু হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ উঠে পড়লেন এবং আমরাও তাঁর

সাথে উঠলাম, যখন আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম মসজিদের অগ্রভাগে লোকেরা রুকুতে চলে গেছে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তাকবির বলে রুকুতে চলে গেলেন এবং আমরাও রুকু করলাম। অত:পর আমরা (কাতারে শামিল হওয়ার জন্য) আগে এগিয়ে গেলাম। আমরা তাই করলাম যা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ করছিলেন, (নামায শেষে) একটি লোক দ্রুত এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! (عَلَيْكَ السَّلَامُ) আলাইকাস সালাম। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ঠিকই বলেছেন। অত:পর আমরা নামায শেষ করে যখন ফিরে আসলাম তখন আবদুল্লাহ ঘরে প্রবেশ করলেন, আমরা বসে থাকলাম। আমাদের কেউ কেউ অন্যকে বলল, তোমরা কি শুনেছ, আবদুল্লাহ কিভাবে সালামের জওয়াব দিলেন। (তিনি বললেন) আল্লাহ ঠিকই বলেছেন এবং রসূলগণও ঠিকই পৌছিয়েছেন। আমাদের মধ্যে হতে কে তাঁকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করবে? হযরত তারেক বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব। অত:পর আবদুল্লাহ যখন বের হলেন, তখন তারেক এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জওয়াবে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রসূলের নিম্নোক্ত হাদীসটি শুনালেন, (১) কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা মজলিসের মধ্যে হতে বিশেষ লোককে সালাম করবে। (২) আর ব্যবসার দিকে লোকেরা সাধারনভাবে ঝুঁকে পড়বে। এমনকি মহিলারাও ব্যবসায় তার স্বামীকে সাহায্য করা শুরু করবে। (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (৪) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করবে। (৫) আর সাধারণভাবে সমাজে জুয়ার প্রচলন ঘটবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) রসূলের (সা:) উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে, কিয়ামতের আগে মুসলমান সমাজে যে পাঁচটি ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে তা নিম্নরূপ। তার ১মটি হল, লোকেরা বিশেষ বিশেষ লোককে সালাম করবে। অথচ সালাম ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল মুসলমানের হক। ২য় হল, সাধারণভাবে লোকেরা এমন কি মহিলারাও ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়বে। ৩য় হল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ৪র্থ হল, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে এবং সত্যকে গোপন করবে। ৫ম হল সমাজে ব্যাপকভাবে জুয়ার প্রচলন ঘটবে।

দু'টি বিষয়ে রসূলের (স:) সাবধান বাণী

(١٠٦) وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِى اَلْهَوٰى وَطُوْلَ الْاَمَلِ فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِىْ الْاٰخِرَةَ. هٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بَنُوْنَ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَاتَكُوْنُوْا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِى دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَاَنْتُمْ غَدًا فِىْ دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلَ. (بيهقى شعب الإيمان)

(১০৬) **অর্থ :** হযরত জাবির (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য দু'টি বিষয়ের সবচেয়ে বেশী ভয় করি। তার একটি হল প্রবৃত্তির দাসত্ব। আর অন্যটি হল দীর্ঘ দুরাশা। প্রবৃত্তির দাসত্ব তাদেরকে হক হতে বিরত রাখবে, আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলবে। (শুনে রাখ) দুনিয়া রওয়ানা দিয়েছে ও চলে যাচ্ছে। আর আখেরাত রওয়ানা হয়ে আসতেছে, আর এর প্রত্যেকেরই (দুনিয়া ও আখেরাতের) সন্তানাদি আছে। তোমাদের চেষ্টা করা উচিত দুনিয়ার সন্তান না হওয়ার। তোমরা কিন্তু এখন কাজের (আমলের) ঘরে অবস্থান করছ যেখাণে এখনই কোন হিসাব

দিতে হচ্ছে না। আর যখন তোমরা আখেরাতের ঘরে পৌঁছবে সেখানে কাজ (আমল) থাকবে না। (বায়হাকি শুআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (স:) বিশেষভাবে নিজ উম্মতকে দু'টি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তার একটি প্রবৃত্তির দাসত্ব আর অপরটি হল দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ। কেননা ১ম কাজটি মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে ফেলে। আর ২য়টি মানুষকে আখেরাত বিমুখ করে। রসূল (স:) আরও বলেছেন, দুনিয়া কিন্তু চলে যাচ্ছে এবং এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে, আর আখেরাত অনন্তকালের হায়াতসহ আসতেছে। সুতরাং তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সন্তান না হয়ে আখেরাতের সন্তান হও। কেননা আখেরাতই অনন্ত ও অবিনশ্বর।

পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন

(١٠٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. (مستدرك حاكم)

(১০৭) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, হুযুর (স:) এক ব্যক্তিকে নছিহত করতে গিয়ে বলেছিলেন, তুমি পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি অবস্থা আসার আগে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করবে অর্থাৎ গনিমত মনে করবে। (১) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে (২) রোগগ্রস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতা আসার আগে স্বচ্ছলতাকে (৪) আর কাজে জড়িয়ে পড়ার আগে অবসরকালীন সময়কে (৫) মৃত্যু আসার আগে হায়াতকে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

ব্যাখ্যা : মানুষ অধিকাংশ সময় নিয়ামত থাকা অবস্থায় নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে না। কিন্তু নিয়ামত যখন চলে যায় তখন সে নিয়ামতের কদর বা মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। তবে নিয়ামত চলে যাওয়ার পরে নিয়ামতের কদর বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ আর সম্ভব হয় না। যেমন বার্ধক্য আসার পর যৌবনের কদর বুঝলেও যৌবন আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মৃত্যু হাজির হওয়ার পর হায়াতের কদর বুঝলেও হায়াত আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাই যিনি মুমিন এবং বুদ্ধিমান তিনি নিয়ামত থাকতেই নিয়ামতের মূল্যায়ন করে নিয়ামতকে যথাযথ ব্যবহার করে দুনিয়া আখেরাতে লাভবান হন।

মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জিন্দেগী

(١٠٨) وَعَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ - (مسلم)

(১০৮) **অর্থ** : হযরত মুসতাওরিদ বিন সাদ্দাদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালার কসম, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার নিয়ামত শুধু এতটুকু যেমন তোমাদের কেউ তার একটি অংগুলি সাগরের পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে বের করে আনে এবং দেখে ঐ অংগুলি কতটুকু পানি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) দুনিয়ার অসারতা, স্বল্পতা ও স্বল্প স্থায়ীত্বের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আখেরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের স্থায়ীত্ব ও বিশালতার তুলনায় এই দুনিয়ার স্থায়ীত্ব ও নিয়ামত যেমন অথৈ সাগরের পানির তুলনায় অংগুলির সাথে লেগে আসা এক বিন্দু পানি মাত্র। সুতরাং কোন ঈমানদার ব্যক্তি আখেরাতের অফুরন্ত নিয়ামতকে উপেক্ষা করে অস্থায়ী দুনিয়ার সামান্যতম নিয়ামতের জন্য ছুটাছুটি করতে পারে না।

(١٠٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ

صِحَّتَكَ لِمَرَضِكَ وَلِحَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (بخارى)

(১০৯) অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল (স:) আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি দুনিয়ায় এমন ভাবে বসবাস কর যেমন তুমি একজন পথিক-রাস্তা অতিক্রমকারী। ইবনে উমর (রা:) প্রায়ই বলতেন, সন্ধায় তুমি ভোরের অপেক্ষা করবে না, আর ভোরে তুমি সন্ধার অপেক্ষা করবে না। তুমি রোগগ্রস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ কর। আর মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে কাজে লাগাও। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার জিন্দেগী মানুষের জীবনের শুরুও নয় এবং শেষও নয়। আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রূহ জগত হতে মানুষ দুনিয়ায় আগমন করেছে। আবার এখানের জীবনের শেষে মৃত্যুর মাধ্যমে আলমে বারযাখে প্রবেশ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় মানুষের অবস্থানকে আল্লাহর রসূল (স:) পথচারীর সাথে তুলনা করেছেন। বুদ্ধিমান পথচারী পথকে নিজের স্থায়ী আবাসস্থল যেমন মনে করেন না, তেমনি পথের চাকচিক্যও তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াকে পথ চলার একটি মনজিল হিসেবেই গ্রহণ করবে, এর অধিক নয়।

(١١٠) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (مسلم)

(১১০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দুনিয়া হল মুমিনের জন্য জেলখানা তুল্য এবং কাফেরের জন্য বেহেশত তুল্য। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : জেলখানায় কয়েদীরা যেমন নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে না; বরং জেল কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। তারা যে খাদ্য দিবে তাই খেতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেভাবে থাকতে এবং চলা-ফেরা করত বলবে সেইভাবে থাকতে ও চলা-ফেরা করতে হবে। ঠিক দুনিয়ায় মুমিন

তার ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পূরণ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়। বরং আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি মেনেই তাকে দুনিয়ায় চলতে হবে; যেমন চলতে হয় জেলখানার কয়েদীকে। জেলখানার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হল এই যে, কয়েদী কখনও জেলকে নিজের ঘর-বাড়ী মনে করে না, বরং জেলখানা হতে বের হওয়ার জন্য সব সময় পেরেশান থাকে। তেমনি মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াকে একটি অস্থায়ী আবাসস্থল মনে করে দুনিয়ায় জীবনযাপন করে। অন্যদিকে কাফেরের জন্য দুনিয়া জান্নাত তুল্য। কেননা বেহেশতে যেমন বেহেশতী নিজের ইচ্ছা মোতাবেক চলবে, তার উপরে কোন বাধা বিপত্তি থাকবে না তেমনি কাফের দুনিয়ায় শরীয়তের বন্ধনহীন প্রবৃত্তির ইচ্ছামত জীবনযাপন করে থাকে।

(١١١) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هَلْ مِنْ اَحَدٍ يَمْشِى عَلَى الْمَاءِ اِلاَّ اِبْتَلَّتْ قَدَمَاهُ، قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَذٰلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لاَيَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوْبِ - (بيهقى)

(১১১) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) একদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ রকম আছে যে, পানির ভিতর দিয়ে হেঁটে আসবে অথচ তার পা ভিজবে না? সকলে জওয়াবে বলল, না হে আল্লাহর রসূল! এ রকম হতে পারে না। হুযুর (স:) বললেন, দুনিয়াদারও অনুরূপ গোনাহ্ হতে বাঁচতে পারে না। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে দুনিয়াদার বলতে তাকে বুঝান হয়েছে যে দুনিয়াকে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে যিনি দুনিয়াকে আখিরাতের ফসল-ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে বুঝান হয়নি। কেননা তিনি শরীয়তের সীমার ভিতরে থেকেই দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করেন।

(١١٢) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَتَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ (مسلم)

(১১২) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মানুষ ক্রমশ: বার্ধক্যে উপণীত হয়, কিন্তু তার দুটি স্বভাব ক্রমশ: যৌবনপ্রাপ্ত হতে থাকে। একটি সম্পদের লালসা, দ্বিতীয়টি হায়াত বৃদ্ধির আকাঙ্খা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার আবহমানকালের নিয়ম মানুষ শিশুকাল হতে যৌবনে এবং যৌবন হতে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং বয়সের একটি সীমায় এসে সে মৃত্যুকে আলিংগন করে। অথচ দেখা যায়, কেউই সাধারণভাবে মৃত্যুকে যেমন বরণ করতে চায় না, তেমনি কোন মানুষই সম্পদের লোভ হতে মুক্ত নয়। অথচ ইচ্ছা করলেই যেমন ধনী হওয়া যায় না, তেমনি বেঁচে থাকার যতই আগ্রহ থাকুক না কেন অনন্তকাল কেউ বেঁচেও থাকে না। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেন :

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ (سورة الجمعة- ٨)

অর্থ : হে নবী! আপনি বলে দিন যে, মৃত্যু হতে তোমরা ভাগতেছ, অবশ্যই এই মৃত্যু তোমাদেরকে আলিংগণ করবে। (সূরা জুমুয়া-৮)

(١١٣) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ. (بخارى - مسلم)

(১১৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, নিয়তই বৃদ্ধ মানুষের দেলে দুটি বস্তুর ব্যাপারে যৌবন থাকে। একটি দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আর অপরটি হল দীর্ঘ আশা। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি স্বভাব যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে সাধারণভাবে সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়, তবে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃঢ় ঈমান ও তাকওয়ার পথে যারা দৃঢ়তা অবলম্বন করে তারাই কেবল এর ব্যতিক্রম।

(١١٤) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ. (بخارى - مسلم)

(১১৪) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, দু'টি উপত্যকা (ময়দান) ভর্তি সম্পদও যদি কাউকে দেয়া হয়, তাহলেও সে তৃতীয় আর একটি পাওয়ার লোভ করবে। আর মানুষের পেট একমাত্র মাটি দ্বারাই ভরা সম্ভব। (মাল-দৌলত দ্বারা নয়) আর যে মাল-দৌলত হতে মুখ ফিরায় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীসের ভাষ্য প্রায় এক ও অভিন্ন। আর এই তিনটি হাদীসই হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ (বুখারী ও মুসলিম) শরীফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত তিনটি হাদীসের বক্তব্য অনুধাবন করে প্রতিটি মুমিনের দুনিয়ায় প্রতিটি আচরণের নিয়ম-নীতি ঠিক করা প্রয়োজন।

(١١٥) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)

قَالَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ اِنَّمَا لَهُ مِنْ مَّالِهٖ ثَلَاثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاَقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ وَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. (مسلم)

(১১৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মানুষ নিয়তই বলতে থাকে আমার মাল, আমার মাল, অথচ এসব মালের মধ্যে তার মাত্র তিনটি। একটি হল ঐ খাদ্য যা খেয়ে হযম করে ফেলেছে, দ্বিতীয়টি ঐ কাপড় যা পরে সে পুরান করে ফেলেছে, আর তৃতীয়টি ঐ মাল যা সে আল্লাহর রাহে খরচ করে জমা করে দিয়েছে। এ ছাড়া আর যা কিছু আছে তা চলে যাবে এবং অন্যের জন্য রেখে যাবে। (মুসলিম)

(١١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهٖ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهٖ. قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهٗ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ مَالِ وَارِثِهٖ قَالَ فَاِنَّ مَالَهٗ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهٖ مَا اَخَّرَ - (بخارى)

(১১৬) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে নিজের মালের চেয়ে তার ওয়ারেসীনদের মালকে বেশী মহব্বত করে? সবাই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কেউই এমন নেই যার নিকট তার উত্তরাধিকারীদের মাল তার মালের চেয়ে বিশী প্রিয়। হুযুর (স:) বললেন, ব্যক্তির মাল হল সেটা যেটা সে খরচ করে ফেলেছে। আর যেটা (মৃত্যুর সময়) রেখে যাচ্ছে সেটা হল তার ওয়ারেসীনদের মাল। (বুখারী)

(١١٧) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلَكِنْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنَ - (شرح السنة)

(১১৭) অর্থ : হযরত জুবাইর বিন নুফাইর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমার কাছে এ মর্মে কোন অহি পাঠান হয়নি যে, আমি সম্পদ জমা করব এবং ব্যবসায়ীদের দলভুক্ত হব। বরং আমার কাছে এই মর্মে অহি পাঠান হয়েছে যে, আমি আমার রবের তসবীহ পড়ব। আর আমরণ (আল্লাহর হুযুরে) সিজদারতদের দলভুক্ত থাকব। (সরহে সুন্নাহ)

ব্যাখ্যা : হালাল পন্থায় ব্যবসা ও সম্পদ কামাই করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। বরং হাদীসে সত্যবাদী ব্যবসায়ীর প্রশংসা করা হয়েছে। তবে ব্যবসা ও সম্পদ সংগ্রহের আকাঙ্খা যখন মুমিন ব্যক্তিকে তার মূল দায়িত্ব হতে গাফেল বা উদাসীন করে ফেলে, তখনই তা দোষণীয় হয়ে যায়। যেহেতু নবীর মূল ও প্রধানতম দায়িত্ব হল, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তিনি যদি ব্যবসা বা সম্পদ সংগ্রহের কাজে লেগে যান, তাহলে তাঁর মূল দায়িত্বই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই প্রিয় নবী (স:) এবং তাঁর নিকটবর্তী ছাহাবীগণ দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন।

মুমিনের দৃষ্টিতে পরকালের জিন্দেগী

(١١٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰٓئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ - (طبرانى)

(১১৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে কোন মানুষটি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। হুযুর (স:) বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে আর তার জন্য অধিক প্রস্তুতি রাখে। এরাই হল সবচেয়ে বুদ্ধিমান। এরা দুনিয়ার মর্যাদা যেমন লাভ করে তেমনি পরকালেরও। (তিবরানী)

(١١٩) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ الْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ - (ترمذى - ابن ماجه)

(১১৯) অর্থ : হযরত সাদ্দাদ বিন আওস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, বুদ্ধিমান হল ঐ ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে (নফসকে) বস করেছে, আর প্রতিটি কাজ করে মৃত্যুর পরবর্তীকালীন জিন্দেগীকে সামনে

রেখে। আর বেয়াকুফ হল ঐ ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির ইচ্ছামত চলে। আর আল্লাহর কাছে আশা করে বসে থাকে। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : যে কয়টি বস্তুর প্রতি ঈমান এনে একজন লোক মুমিন হয় তার অন্যতম একটি বস্তু হল আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ –

অর্থ : বরং বড় নেক কাজ এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, শেষ দিনের উপর ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবীগণের উপর। (সূরা বাকারা-১৭৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে উল্লেখিত শেষ দিনই হল পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী সময়কাল। মৃত্যুর মাধ্যমেই পরকালের সূচনা হয়ে থাকে। পরকাল বিশ্বাসের অর্থ হল, মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের জিন্দেগীর সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে না, যেমন ধারণা কাফেরদের। বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জীবনের অন্য একটি স্তরে প্রবেশ করে, যার নাম হল পরকাল। আর এ কালটি হবে অনন্ত ও অসীম। এ কালেই এক স্তরে মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে এবং তার দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের হিসেব নেয়া হবে। একজন মুমিন ব্যক্তির দৃষ্টিতে দুনিযার এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর তুলনায় পরকালের দীর্ঘ ও স্থায়ী জীবনের গুরুত্ব অনেক। তাই মুমিন ব্যক্তি এই দুনিযার কাজ-কর্মে সব সময় আখেরাতের জিন্দেগীকে সামনে রাখে। সে দুনিয়ায় নফসের খাহেশ মোতাবেক এমন কোন কাজ করে না যা তার আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য ক্ষতিকর। আর হাদীসে আল্লাহর প্রিয় নবী ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলেছেন, যিনি দুনিযায় প্রতিটি কাজ করতে গিয়ে পরকালীন জিন্দেগীর কথা স্মরণ রাখে। আর আল্লাহর রসূল (স:) ঐ ব্যক্তিকে আহাম্মক ও বেয়াকুফ বলে

আখ্যায়িত করেছেন যে প্রবৃত্তির কথা মত চলে, আর সে আশা করে বসে আছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। অর্থাৎ কাজ করবে নফসের কথা মত আর পুরস্কার আশা করবে আল্লাহর কাছে।

(١٢٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَاِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ - (ابن ماجة)

(১২০) **অর্থ** : হযরত আবুদল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কোন মুমিন বান্দার (আল্লাহ তায়ালার ভয়ে) যদি চোখ হতে অশ্রু নির্গত হয় আর তা পরিমাণে যদি একটি মাছির মাথা সমতুল্যও হয়। আর তার সে অশ্রু যদি তার চেহারার উপরে বয়ে আসে, তাহলে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

(١٢١) وَعَنْ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِذَا اِقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَاتَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَتْ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَقُهَا - (بزار)

(১২১) **অর্থ** : হযরত আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভয়ে কোন বান্দাহর শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন করে পড়ে পুরান বৃক্ষ হতে শুকনা পাতা।

ব্যাখ্যা : মানুষের মনে যখন বেশী ভয় সৃষ্টি হয় তখন এই ভয়ের প্রভাব তার শরীরে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অত্যধিক ভয়ের কারণে তার

শরীরের পশমসমূহ খাড়া হয়ে যায়। হুযুর (স:) হাদীসে উপরোক্ত ভয়ের বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, যখন আল্লাহর ভয়ে মানুষের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়, তখন তার গুনাহসমূহ গাছের শুকনা পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে।

(١٢٢) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلاَ اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ جَنَّةٌ - (ترمذى)

(১২২) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বার্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে (রাস্তার দূরত্ব সম্পর্কে) ভয় রাখে সে রাতের প্রথম অংশেই রওয়ানা করে। আর যে রাতের প্রথম অংশে রওয়ানা করে সে মনজিলে পৌঁছে যায়। মনে রাখবে আল্লাহ তায়ালার পণ্য সস্তা নয়। আর আল্লাহ তায়ালার পণ্য হল বেহেশত। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : আরব এলাকায় মরুভূমির দেশে অত্যধিক গরম থাকার কারণে রসূলের (স:) জামানায় যখন বাস, ট্যাক্সী, গাড়ী ইত্যাদি ছিল না, তখন পথযাত্রীরা কাফেলার আকারে রাতে পথ চলত। যাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই পথ অতিক্রম করে মনজিলে দিনে রোদের সময় ঘরে বিশ্রাম করা যায়। এমতাবস্থায় যারা রাত হওয়ার সাথে সাথে রওয়ানা হত তারা ভোর হওয়ার আগেই মনজিলে পৌঁছে যেত এবং এভাবেই তারা দিনের তাপ আর ভোর বেলার ডাকাত হতে রক্ষা পেত। কেননা ডাকাত ভোরে কাফেলাকে আক্রমণ করে তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে যেত।

বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) মুমিনদেরকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দুনিয়ায় চলার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। রসূল (স:) আরও বলেছেন, আল্লাহর পণ্য হল বেহেশত, আর বেহেশতরূপ মূল্যবান পণ্য খরিদ করতে হলে অধিক মূল্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আর যে মূল্য দিয়ে বেতেশ্‌ত খরিদ করা যায়, তাহল মুমিন ব্যক্তির জান ও মাল।

বেহেশ্‌ত ও বেহেশ্‌তের নিয়ামত

ইয়াওমে আখির অর্থাৎ পরকাল বিশ্বাস বা ইয়াকিন করা ব্যতীত কোন লোকই মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না। আর পরকাল বিশ্বাসের অন্যতম হল বেহেশ্‌ত ও দোজখে বিশ্বাস করা। এই বেহেশ্‌ত ও দোজখই হল পরকালীন জিন্দেগীতে মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ঠিকানা। কোরআনে করিমে ও হাদীসের কিতাবে বেহেশ্‌ত ও তার নিয়ামতের যেমন বিবরণ আছে তেমনি বিবরণ আছে দোজখের ও তার আজাবের। নীচে বেহেশ্‌ত ও তার নিয়ামতের বিবরণের উপর রসূলের (স:) কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে :

(١٢٣) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَوْضِعُ سَوْطٍ فِىْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا – (بخارى – مسلم)

(১২৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জান্নাতের একখানা ছড়ি পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চেয়ে মূল্যবান। (বুখারী, মুসলিম)

(١٢٤) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مَائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَلَقَابَ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِىْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ – (بخارى – مسلم)

(১২৪) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, বেহেশ্‌তে এমন একটি গাছ আছে, যে গাছের ছায়া একজন আরোহী একশত বছর ভ্রমণ করেও ঐ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। আর বেহেশ্‌তের ধনুক পরিমাণ জায়গাও সমগ্র দুনিয়া – যার উপর সূর্য উদয় হয় এবং অস্ত যায় – তার চেয়ে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

(١٢٥) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) غَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ اِمْرَأَةً مِّنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا – (بخارى)

(১২৫) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সকাল কিংবা সন্ধ্যায় একবার মাত্র আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের তুলনায় উত্তম। আর বেহেশ্‌তের কোন রমণী যদি দুনিয়ায় আসত তাহলে সমগ্র দুনিয়া (তার সৌন্দর্যে) আলোকিত হয়ে যেত, তার ঘ্রাণে সমগ্র দুনিয়া সুগন্ধময় হয়ে যেত। তার মাথার ওড়না খানাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে মূল্যবান। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : হাদীসের প্রথম অংশে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর রাহে বের হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাবলীগে দ্বীনের অথবা জিহাদের কাজে বের হওয়া। সকাল-সন্ধ্যা বলতে এখানে যে কোন সময়ে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে অল্পক্ষণের জন্য কেউ যদি বের হয়ে পড়ে, তাহলেও তার এই অল্প সময়ের কোরবানী দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের তুলনায় মূল্যবান। হাদীসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বেহেশ্‌তী পুরুষের জন্য সাথী হিসাবে যে পরমা সুন্দরী মহিলাদেরকে প্রস্তুত রেখেছেন তার সৌন্দর্যের বর্ণনাও দিয়েছেন। যাতে

ঈমানদারের উপরোক্ত নেয়ামত লাভের জন্য দ্বীনের কাজে বেশী বেশী বের হয়ে সময় ও অর্থ দান করে।

(١٢٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاَقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ – (بخارى-مسلم)

(১২৬) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান সে সম্পর্কে শুনেনি আর কোন মানুষের অন্তকরণ তা ধারণায়ও আনতে পারেনি। তোমরা ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতে পার।

فَلاَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ –

অর্থ : চোখ জুড়ান যে সব বস্তু আল্লাহ মানুষের জন্য (বেহেশতে) গোপন করে রেখে দিয়েছেন তার খবর কোন মানুষই রাখে না। (বুখারী,মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ায় মানুষের ইন্দ্রীয় শক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রীয় শক্তির সাহায্যে পরকালীন জিন্দেগীর যাবতীয় বিষয়ের সঠিক ধারণা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং বেহেশতের নিয়ামতসমূহের ব্যাপারে এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ইত্যাদি প্রসংগে কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু একটা ধারণা দেয়ার জন্য। নতুবা ঐ সব বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা পরকালীন জিন্দেগীতে হাজির হয়েই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। দুনিয়ার জিন্দেগীতে তার সঠিক উপলব্ধি মোটেই সম্ভব নয়।

দোজখ ও দোজখের আজাব

(١٢٧) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا - (بخارى - مسلم - موطا امام مالك)

(১২৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমাদের এখানকার আগুন (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। বলা হল হে আল্লাহর রাসুল! (দুনিয়ার) এই আগুন কি যথেষ্ট ছিল না? রসূল (স:) বললেন, দুনিয়ার আগুন হতে জাহান্নামের আগুনের (দাহিকা শক্তি) অতিরিক্ত উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ভাগই দুনিয়ার আগুনের সমান। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : আরবী পরিভাষা হিসেবে সত্তর বা একশত অধিক বুঝাতে ব্যবহার হয়। সুতরাং এখানে সত্তরগুণের অর্থ হবে অত্যধিক। আর দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে দুনিয়ার আগুনেরও তারতম্য দেখা যায়। যেমন মোমবাতির আগুনের চেয়ে কাঠের আগুনের দাহিকা শক্তি যেমন বেশী, তেমনি কাঠের আগুনের চেয়ে পাথর কয়লার আগুনের তাপ অত্যধিক। দাবানলের তাপ আরও অধিক। হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) দুনিয়ার আগুনের চেয়ে দোজখের আগুন অত্যধিক দাহিকা শক্তি সম্পন্ন হবে, সে কথাই বলেছেন।

(١٢٨) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ (ص) إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَايَرٰى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا - (بخارى - مسلم)

(১২৮) অর্থ : হযরত নু'মান বিন বসির (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে তার যার পায় এমন দু'খানা জুতা পরিয়ে দেয়া হবে যে জুতা এবং তার তলদেশ হবে আগুনের। আর তার তাপে তার ব্রেণ এমনভাবে টগ-বগ করবে যেভাবে চুলার উপরে ডেগ টগ-বগ করে। তার ধারণা হবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ তাকে দেয়া হচ্ছে সব চেয়ে হালকা শাস্তি। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দোজখের শাস্তি যে কত ভয়াবহ হবে তার কিছু বিবরণ কোরআন ও হাদীসে আসলেও শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখানে বসে সম্ভব নয়। উপরে বর্ণিত হাদীসে দোজখের সব চেয়ে হালকা শাস্তির যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকেই অনুমান করা যায় যে, কঠিন শাস্তি কত ভয়াবহ ও কত কঠিন হবে।

(١٢٩) عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَقُ فِى الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا - (ترمذى)

(১২৯) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যদি গাচ্ছাকের এক বালতি পরিমাণ পৃথিবীতে ঢেলে দেয়া হতো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : غسّاق (গাচ্ছাক) বলা হয় ঐ পুজকে যা জাহান্নামী ব্যক্তিদের শরীরের পঁচা ও আঘাত প্রাপ্ত জায়গা হতে নির্গত হয়ে এক জায়গায় জমা হবে। জাহান্নামী ব্যক্তিরা যখন জাহান্নামের অসহ্য গরম ও তাপে ভয়ংকর পিপাসিত হয়ে পানি চাবে, তখন তাদেরকে গলিত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ (গাচ্ছাক) পানের জন্য দেয়া হবে। যেমন কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَاشَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا –

অর্থাৎ জাহান্নামীরা সেখানে (দোজখে) পান করার জন্য কোন ঠান্ডা পানি কিম্বা শরবত পাবে না বরং পাবে হামিম ও গাচ্ছাক অর্থাৎ গরম পানি ও ক্ষত জায়গা থেকে নির্গত কদর্য পানি। (সূরা আন-নাবা ঃ ২৪,২৫)

(١٣٠) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ – اِتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ – قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِىْ دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ – (ترمذى)

(১৩০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (স:) এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

اِتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ –

অর্থাৎ আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় কর এবং মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন অবস্থার উপরে মৃত্যুবরণ করবে না। (সূরা বাকারা : ১০২) অতপর রসূল (স:) বললেন, যাক্কুম বৃক্ষ হতে এক ফোটাও যদি এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহলে এ পৃথিবীকে সকল জীবের বাসের অনুপোযোগী করে ফেলবে। তাহলে যে ব্যক্তি তা পান করবে তার অবস্থা কেমন হবে?

ব্যাখ্যা : যাক্কুম হল জাহান্নামের জন্মান একটি বিষাক্ত উদ্ভিদ। জাহান্নামীদেরকে এই বিষাক্ত উদ্ভিদ হতে ক্ষেতে দেয়া হবে। যার বিবরণ কোরআনে হাকিমে আছে। যাক্কুম বৃক্ষ এবং তার রস বা কস যে কত ভয়াবহ ও বিষাক্ত তার বিবরণ উপরোক্ত হাদীসে দেয়া হয়েছে।

(١٣١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ اِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلَى تَرْقُوَتِهِ (مسلم)

(১৩১) অর্থ : হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, দোজখের আগুন কারো কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌছে যাবে, কারো কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কারো কারো পৌছবে গলা পর্যন্ত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যারা দোজখের অধিবাসী হবে পাপের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণে তাদের শাস্তির মাত্রাও কম-বেশী হবে। হাদীসে সে শাস্তির তারতম্যের কথাই বলা হয়েছে।

(١٣٢) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ (بخارى - مسلم)

(১৩২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রবৃত্তির (পাশবিক) আকাঙ্ক্ষা ও কামনা দ্বারা দোজখ ঘিরে দেয়া হয়েছে, আর বেহেশত ঘিরে দেয়া হয়েছে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা।

(বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যে সব অন্যায় ও অবৈধ কাজ মানুষের দোজখে যাওয়ার কারণ হবে তা দুনিয়ায় মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে সুখকর ও আরামদায়ক মনে হবে। আর যে সব কাজ মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে তা নফস বা প্রবৃত্তির কাছে কঠিন ও কষ্টকর বলে মনে হবে। অর্থাৎ দুনিয়াদার ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তা না করে দুনিয়ার আরাম-আয়েশে মশগুল থাকবে, যার পরিণতি হবে দোজখ। আর মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার আরামের কথা চিন্তা না করে আখেরাতের জিন্দেগীকে সামনে রেখে মুজাহেদানা জিন্দেগী যাপন করবে, যেখানে সে দুঃখ ও মুসিবত বরদাস্ত করবে। আর এরই পরিণতিতে সে বেহেশত লাভ করবে।

(١٣٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا (ترمذى)

(১৩৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দোজখের মত কোন (ভয়াবহ) বস্তু আমি দেখিনি যা থেকে মুক্তিকামীরা ঘুমিয়ে থাকতে পারে। আর বেহেশতের মত কোন (লোভনীয়) বস্তু আমি দেখিনি যার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী ঘুমাতে পারে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে এমন এক মুমিন ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে দোজখের ভয়াবহ শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়। আর এরই কারণে সে উদাসীনের মত ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। তাকে পাপের পথ পরিহার করে সতর্ক অবস্থায় চলতে হয়। আর যে দোজখ থেকে বাঁচতে চায় সে নিশ্চয়ই বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আর বেহেশত পাওয়ার জন্য তাকে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চলাতে হয়।

হাদীসের আলোকে মানব জীবন

حَيَاةُ الإِنْسَانِ عَلَى ضَوْءِ الْحَدِيْثِ

৪র্থ খণ্ড

অছিয়ত অংশ

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
(মুমতাজুল-মুহাদ্দেসীন)

খেলাফত পাবলিকেশন্স

প্রকাশক
খেলাফত পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মাহবুবুর রহমান
২২, দেলখোলা রোড, খুলনা

প্রথম প্রকাশ
বাংলা ১৪১০
হিজরী ১৪২৪
ইসায়ী ২০০৩

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরিবেশক ঃ
জামায়াতে ইসলামী পাবলিকেশন্স
৫০৪, এলিফেন্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস ঃ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ৯৩৪২২৪৯, ০১৫২৪২৯৬৪৭

মুদ্রণ ঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

সূচিপত্র

১. কোরআনে করীম সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত ১১
২. সুন্নাহ সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত ১৫
৩. তাকওয়া ও আনুগত্য সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত ১৮
৪. হযরত মুয়ায বিন জাবালের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ১০টি অছিয়ত ২২
৫. হযরত মুয়ায বিন জাবালকে (রা:) প্রিয় নবীর (স:) আরও ৩টি অছিয়ত ৪০
৬. হযরত আবু হুরায়রার (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৩টি অছিয়ত ৪২
৭. হযরত আবুজার গেফারীর উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৫টি অছিয়ত ৪৫
৮. হযরত আবুজারের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ৮টি অছিয়ত ৪৯
৯. জনৈক সাহাবীর উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৫টি অছিয়ত ৫৩
১০. রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জনৈক সাহাবীকে রসূলের (স:) অছিয়ত ৫৪
১১. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত ৫৬
১২. প্রতিবেশীদের হক প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত ৬১
১৩. মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত ৬৫
১৪. মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত ৬৯
১৫. মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত ৭৪
১৬. ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত ৭৬
১৭. হযরত মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রলূলের (স:) আরও ১০টি অছিয়ত ৮৪
১৮. হযরত আব্বাসের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৯টি অছিয়ত ৯০
১৯. খলিফাদের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) অছিয়ত ৯৫
২০. আনসারদের প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত ৯৭
২১. ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত ১০২

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান রব্বুল আলামিনের অসংখ্য শুকরিয়া, বহু প্রত্যাশিত "হাদীসের আলোকে মানব জীবন"-এর আরো একটি খন্ড পাঠকদের জন্য হাজির করতে সক্ষম হলাম। হাদীসের এই খন্ডটি বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক কোন হাদীসের কিতাব নয়। বরং এ খন্ডটিতে আমি বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত মহানবী (স:)-এর অছিয়ত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহকে একত্র করে একখানা বইয়ের আকারে প্রিয় পাঠকদের বরাবরে হাজির করে দিলাম। অছিয়ত সম্পর্কীয় প্রিয় রসূলের হাদীসসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমি একাজে হাত দিয়েছিলাম। আমি এ কাজে যখন হাত দেই তখন আমি চিকিৎসা সংক্রান্ত সফরে সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে ছিলাম। যেহেতু চিকিৎসার জন্য হয়ত আমাকে দীর্ঘদিন রিয়াদে অবস্থান করতে হতে পারে, তাই বন্ধুরা আমার থাকার জন্য স্নেহবর মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের বাড়িতে ব্যবস্থা করেছিলেন। সিদ্দিকুর রহমানের সাথে আমার স্নেহ মমতার সম্পর্ক ব্যক্তি পর্যায় অতিক্রম করে পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত ব্যপৃত ছিল। ফলে আমার রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে এবং তার পরিবারের সবাই আমার যে সেবা করেছে তার জন্য আমি তার ও তার পরিবারের দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের জন্য নিয়তই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি। রোগী হিসেবে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন রিয়াদে অবস্থানকারী প্রিয় দ্বীনি সাথীদের মধ্যে মওলানা আবদুচ্ছামাদ, সালেহ সিদ্দিকি, কিং ফয়সল হাসপাতালে কর্মরত স্নেহের গোলাম রব্বানী ও ডা. মনজুরের সেবার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও তাদের জন্য দোয়া করছি।

বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মাঝখানে কিছু অপ্রাসংগিক কথা লিখছি বলে পাঠকদের মনে হতে পারে। আসলে এই চিকিৎসা সফরই এই বইখানা তৈরী করার উপলক্ষ ছিল। আমার অস্থায়ী আবাস জনাব সিদ্দিকুর

রহমানের বাড়ী তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে আমি বেশ কয়েক খানা মূল্যবান কিতাব পাই। ঐ কিতাবসমূহ আমার এই বই তৈরীতে বেশ কিছু উপাদান যুগিয়েছে।

দেশে থাকাকালীন সময় নিয়মিত অফিস ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে অস্বাভাবিক ব্যস্ত থাকায় হাদীসের আলোকে মানব জীবন বইয়ের ৩য় খন্ড তৈরীতে হাত দিয়ে সামান্যই অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু চিকিৎসা সফরে রিয়াদে এক মাস এবং চিকিৎসা শেষে দুবাইতে বিশ্রাম উপলক্ষে মেয়েদের বাসায় একমাস এই মোট দুই মাস সময় ঝামেলা মুক্ত থাকায় এই সময়ের মধ্যে দিবা-রাত্রি সময় লাগিয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে পুস্তকখানা সমাপ্ত করে ফেলি। দীর্ঘ এ দুমাসের সফরে আমার স্ত্রী আমার সংগে থাকায় সেও বই লিখার সময় বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। ফলে তার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এ কিতাব খানা হবে হাদীসের আলোকে মানব জীবন সিরিজের ৪র্থ খণ্ড। ইনশাআল্লাহ! ৩য় খণ্ড ও ৪র্থ খন্ড অল্প সময়ের ব্যবধানে একত্রে প্রকাশিত হবে আশা রাখি।

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডে বিষয়ভিত্তিক যে হাদীসসমূহ আমি সংকলন করেছি তা ছিল উম্মতের জন্য রসূলের (স:) নছিহত। আর ৪র্থ খন্ডে আমি যে হাদীসসমূহ জমা করেছি তাহল উম্মতের জন্য বিভিন্ন সাহাবীকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় প্রদত্ত রসূলের (স:) অছিয়ত। এ বইতে বিষয়ের ধারাবাহিকতা নেই। মনে রাখা দরকার যে, অছিয়তের গুরুত্ব নছিহতের চেয়ে অধিক। কোরআনে করীমেও আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ বিশেষ নির্দেশনাকে কয়েক জায়গায় অছিয়ত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ - (شورى : ١٣)

অর্থ : তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছি সেই দ্বীনকে যে দ্বীনের অছিয়ত (বিশেষ নির্দেশনা) করেছিলাম নূহকে (আ:) আর এই দ্বীনেরই অছিয়ত করেছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ইসাকে (আ:), আর সকলের জন্যই আমার নির্দেশনা ছিল সম্মিলিতভাবে আমার দ্বীনকে কায়েম কর। আর একাজে তোমরা পরস্পর মতভেদ করবেনা। (সূরা শুরা : ১৩)

আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অন্য এক জায়গায় ইব্রাহীম ও ইয়াকুবের (আ:) তাদের আওলাদের উদ্দেশ্যে অছিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -

(البقرة : ١٣٣)

আর এরই অছিয়ত করেছিলেন ইব্রাহীম (আ:) তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও (আ:) যে, হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং, তোমরা মুসলমান ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না। (সূরা বাকারা : ১৩৩)

আল্লাহ কোরআনের আর এক স্থানে বলেন,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

(النساء - ١١)

অর্থ : তোমাদের সন্তানদের প্রসংগে আমার অছিয়ত (বিশেষ নির্দেশনা) হল যে, প্রতিটি পুত্র সন্তান পাবে কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ। (সূরা নিছা : ১১)

অছিয়ত (وصية) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চুক্তি, নির্দেশনা,

ইংগিত। আর পারিভাষিক অর্থ হল, নিজের অতীব আপনজনকে বিশেষ বিশেষ সময় গুরুত্ব সহকারে বিশেষ বিশেষ নির্দেশনা দান। যেমন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে, ওস্তাদ তার সাগরেদদেরকে এবং নবী তাঁর ছাহাবী অথবা উম্মতকে বিশেষ বিশেষ সময় মমত্ববোধ সহকারে যে বিশেষ উপদেশ দিয়ে থাকেন তাকেই ইসলামী পরিভাষায় অছিয়ত বলা হয়।

অছিয়ত সাধারণত দুই প্রকারের। এক হল, وصية بالمال সম্পদ সম্পর্কে অছিয়ত। দ্বিতীয় হল وصية بغير المال অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অছিয়ত। সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয় কোরআনের নির্দেশ হল,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - (البقرة : ١٨٠)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যুর সময় হাজির হয়, আর সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায় তাহলে (উক্ত সম্পদ হতে) অছিয়ত করা ফরজ করা হল। মুত্তাকীনদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়। (সূরা বাকারা : ১৮০)

মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অছিয়ত সকলের জন্যই ফরজ ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকার অর্থাৎ মিরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে মিরাস প্রাপ্তদের ব্যাপারে অছিয়ত বাতিল করা হলেও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা মিরাস পাবেনা তাদের ব্যাপারে তা বহাল আছে। তবে শরীয়ত অছিয়তকে এক ৩য় অংশ সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। বাকী দুই ৩য় অংশ অবশ্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হবে।

পবিত্র হাদীসের কিতাবে রসূলের নিম্ন লিখিত মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে, যেমন :

(١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهُ (ص) يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ -

(১) অর্থ : হযরত আমর বিন খারেজা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) এই মর্মে বক্তব্য দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, "অবশ্য আল্লাহ প্রতিটি হকদারের হক (সম্পদে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিস অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য (সম্পদে) কোন অছিয়ত করা যাবে না।

ইবনে কাছির তার বিখ্যাত তাফসীরে অছিয়ত সম্পর্কীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অছিয়তের ব্যাপারে ২টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। ওয়ারিসদের জন্য সম্পদে কোন অছিয়ত করা যাবে না। কেননা তারা পরিত্যক্ত সম্পদ হতে তাদের হক পেয়েছে। এ সম্পর্কে রসূলের আরও একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল :

(২) وَعَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ - (دار قطنى)

(২) অর্থ : হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (স:) বলেছেন, ওয়ারিসদের জন্য অছিয়ত করা যাবে না।

২। এক ৩য় অংশের অধিক সম্পদের অছিয়ত করা যাবে না। কেননা ওয়ারিসদের জন্য দুই ৩য় অংশ রেখে দিতে হবে। এ ব্যাপারে রসূল (স:) বলেছেন,

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

অর্থ : তোমরা অছিয়ত এক ৩য় অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ, কেননা অছিয়তের জন্য এক ৩য় অংশ যথেষ্ট।

উপরে অছিয়ত সম্পর্কীয় যে হাদীসসমূহ আমি পেশ করেছি তা ছিল মাল বা সম্পদ সম্পর্কীয় অছিয়ত। তবে মাল ব্যতীত প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে

অন্যান্য বিষয়ও অছিয়ত হতে পারে। যেহেতু নবীগণ তিরোধানের সময় কোন সম্পদ রেখে যান না, যেমন আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন,

إِنَّا لَا نُوْرَثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ - (مسند احمد)

অর্থ : আমরা নবীরা কারও ওয়ারিস হইনা এবং কাউকে ওয়ারিস করিনা। আমরা যদি কিছু রেখে যাই তা হবে উম্মতের জন্য সদকা স্বরূপ।

বুখারী শরীফে হযরত আমর বিন হারিস হতে বর্ণিত আছে,

(٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عِنْدَ مَوْتِهٖ دِرْهَمًا وَلَادِيْنَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً وَلَا شَيْئًا اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً - (بخارى)

(৩) অর্থ : হযরত আমর বিন হারিস (রা:) বলেন, নবী করীম (স:) মৃত্যুর সময় কোন দেরহাম, দিনার, দাস-দাসী কিম্বা কোন বস্তুই রেখে যাননি। তবে হাঁ তিনি তাঁর সাদা খচ্চরটি, অস্ত্র ও দানকৃত কিছু জমি রেখে গিয়েছিলেন। (বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা:) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং নবীগণ নবুয়তের ইলম অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তের ইলম উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা তাঁদের আওলাদ, ছাহাবী ও উম্মতকে দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কেই অছিয়ত করে গিয়েছেন। যার বিবরণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে। আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বনবী ও শেষ নবীও বটে। তিনি তাঁর প্রিয় ছাহাবীদেরকে সামনে রেখে উম্মতের জন্য অনেক জরুরী বিষয় অছিয়ত করে গিয়েছেন, যা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। তা হতেই তালাশ করে বেশকিছু হাদীস সংগ্রহ করে কিতাবাকারে প্রকাশ করে দিলাম। আশা করি প্রিয় পাঠকমন্ডলী এ সকল হাদীসের মাধ্যমে প্রিয় রসূলের অছিয়ত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়ে

তার উপর আমল করার ব্যাপারে যত্নবান হবেন। যাদের সাথে পরম মমত্বের সম্পর্ক থাকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বিশেষ বিশেষ মওকায় যে বিশেষ উপদেশ ও নির্দেশনা দেয়া হয় তাকেই বলা হয় অছিয়ত। মুহাজির ও আনসারদের যেসব অগ্রবর্তী ছাহাবাদের সাথে রসূলের (স:) বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং যারা রসূলের সোহবতে অধিক সময় কাটিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন জনকে সামনে রেখে উম্মতের জন্য সময় সময় হুযুর (স:) যে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন সেটাই হল রসূলের অছিয়ত সম্পর্কীয় হাদীস। অছিয়তের গুরুত্ব নছিহতের চেয়ে অধিক।

মহান রব্বুল আলামীন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন

কোরআনে করীম সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٤) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَصْرِفٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى أَوْفٰى (رض) هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَوْصٰى - فَقَالَ : لاَ، قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ اَوْ اَمَرَ بِالْوَصِيَّةِ - قَالَ : اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ - (فتح البارى)

(৪) অর্থ : তালহা বিন মুসরিফ বলেন, আমি (রসূলের ছাহাবী) আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা:) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হুজুর কি কোন অছিয়ত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে মানুষের উপরে কিভাবে অছিয়ত ফরজ করা হল এবং মানুষকে অছিয়ত করার নির্দেশ দেয়া হল কেন? তখন আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা:) বললেন, হুযুর (স:) আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অছিয়ত করে গিয়েছেন। (ফতহুল বারি)

ব্যাখ্যা : হযরত তালহা হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফাকে (রা:) হুযুরের অছিয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, হুযুর মৃত্যুর পূর্বে কারও জন্য কোন অছিয়ত করে গিয়েছেন কি না? জওয়াবে আবু আওফা (রা:) বললেন, যি না, আল্লাহর রসূল বিশেষভাবে কারও জন্য কোন অছিয়ত করেননি। তখন তালহা (রা:) বললেন, তাহলে কিভাবে মানুষের উপর অছিয়ত ফরজ করা হল এবং মানুষকে (কোরআনে) অছিয়তের নির্দেশ দান

করা হল? এখানে তালহা (রা:) কোরআনের ঐ নির্দেশের দিকে ইংগিত করেছেন যাতে আল্লাহ বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ – (البقرة ١٨٠)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন সে যেন তার পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে অর্থাৎ সম্পদ হতে পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করে যায়। যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য এটা অবশ্য করণীয়। (সূরা বাকারা : ১৮০)

ব্যাখ্যা : মিরাসের হুকুম নাযিলের পূর্বে এই অছিয়ত ফরজ ছিল। কিন্তু যখন উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়ে কোরআনে হুকুম নাযিল হল যেমন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء : ١١)

অর্থ : সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হল যে, (তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে) পুত্র সন্তানেরা কন্যা সন্তানদের দ্বিগুণ পাবে। (সূরা নিসা : ১১)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরে উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদের অছিয়ত আর ফরজ থাকল না। বরং বাতিল করা হল এবং সর্বোচ্চ এক তৃতীয় অংশ অন্য কোন উত্তম কাজের জন্য অথবা উত্তরাধিকারীদের বাইরের কোন আপনজনদের জন্য অছিয়ত মুসতাহাব করা হল। যেমন হুযুর (স:) বলেছেন,

(٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ - (حديث)

(৫) **অর্থ :** রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ প্রতিটি হকদারের হক নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন হতে আর উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়ত করা যাবে না। (হাদীস)

হাদীসে হযরত তালহার (রা:) প্রশ্ন ছিল এই খাস ধরনের অছিয়ত সম্পর্কে। ফলে আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা:) জওয়াবে বললেন, না, হুযুর এই ধরনের কোন খাস অছিয়ত করেননি, তবে উম্মতের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে আল্লাহর কিতাবকে শক্ত করে ধারণ করার ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন।

হুযুরের উপরোক্ত ধরনের আম অর্থাৎ সকল উম্মতের জন্য কোরআনকে শক্তভাবে ধারণ করার অছিয়তের গুরুত্ব আর একটি হাদীস হতে অনুধাবন করা যায়। তা হল, হুযুরের জিন্দেগীর শেষ হজ্জে আরাফাতের বিস্তীর্ণ ময়দানে লক্ষাধিক ছাহাবায়ে কেরামকে সামনে রেখে উম্মতের উদ্দেশ্যে যে শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন, এ ভাষণের শেষাংশের শেষ বাক্য ছিল,

(٦) تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ -

(৬) **অর্থ :** "আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। এ দু'টি যদি তোমরা শক্তভাবে আকড়ে ধরে থাক, তাহলে আর তোমাদের গোমরাহ হওয়ার আদৌ কোন আশঙ্কা থাকবেনা। তাঁর একটি হল আল্লাহর কিতাব আর একটি হল আমার সুন্নাত।"

এখানে কোরআনের সাথে সুন্নতের কথা উল্লেখ করা হলেও আসলে সুন্নাত কোরআন হতে আলাদা কোন বস্তু নয়। বরং কোরআনেরই আমলী বা কাংখিত ব্যাখ্যা। প্রিয় রসূল (স:) তার ২৩ বছরের রেসালতের জীবনে

আল্লাহর কোরআনের আমল করে কোরআনের যে আমলী ব্যাখ্যা উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছেন তা হল রসূলের সুন্নাত বা তরীকা। এ তরীকা রসূলের তৈরী (উদ্ভাবিত) নয়। বরং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً - (اسراء - ٧٨)

অর্থ : "হে রসূল! আমি আপনাকে যে সুন্নাত (পথ-পন্থা) দিয়েছি, আপনার পূর্ববর্তী রসূলদেরকেও এই সুন্নাতই দিয়েছিলাম। আর আপনি আমার সুন্নাতে (তরীকায়) কোন পরিবর্তন পাবেন না। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৭৮) ফলে কোরআন ও সুন্নাহ বাহ্যিক দিক দিয়ে দু'টি বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি। সুতরাং রসূল (স:) তাঁর শেষ জীবনের শেষ হজ্জের শেষ ভাষণের শেষ বাক্যে সেই একমাত্র বস্তুটির (কোরআনের) ব্যাপারে অছিয়ত বা উপদেশ দান করেছেন। উপরে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফার (রা:) হাদীসে উম্মতের উদ্দেশ্যে কোরআনকে ধারণ করার সেই আম বা সাধারণ অছিয়তের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সুন্নাহ সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৭) وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الْفَجْرَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْاَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ قُلْنَا اَوْ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا قَالَ اُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرٰى بَعْدِىْ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَبِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ - (مسند امام احمد)

(৭) অর্থ : ইরবায ইবনে সারিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স:) একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অত:পর তিনি আমাদের দিকে ফিরে (আমাদের উদ্দেশ্যে) এমন একটি উত্তম ভাষণ দিলেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রুশিক্ত হল এবং অন্তরে কাপন ধরল। আমরা বললাম, অথবা তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মনে হয় এটা আপনার বিদায়কালীন ভাষণ। (যদি তাই হয়) তাহলে আপনি আমাদেরকে অছিয়ত করুন। হুযুর (স:) বললেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার অছিয়ত করছি। আর অছিয়ত করছি তোমাদের

নেতা (আমির) যদি হাবসী গোলামও হয়, তবুও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। কেননা আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে তোমাদের মধ্যে বেশ মতভেদ দেখা দিবে। তখন তোমাদের জন্য অপরিহার্য হবে আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে (পথকে) শক্তভাবে ধারণ করা। তোমরা উপরোক্ত পথকে মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়িয়ে ধরবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হতে বুঝা যায় যে, রসূলের (স:) ফজর নামাযের পরের এই ভাষণটি ছিল মসজিদে নববীতে তাঁর জীবনের শেষ দিকে। কেননা ভাষণের মাধ্যমে ছাহাবাগণ অনুভব করছিলেন যে, এটা রসূলের (স:) বিদায়কালীন বক্তব্য। তাই তারা রসূলের কাছে অছিয়ত (বিদায়কালীন বিশেষ উপদেশ) দানের অনুরোধ করলেন। জওয়াবে রসূল (স:) তাদেরকে সামনে রেখে সমস্ত উম্মতের জন্য দু'টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অছিয়ত করলেন, একটি হল তাকওয়া এবং অপরটি হল আমিরের আনুগত্য। কোরআনে করিমে মহান আল্লাহ অসংখ্য বার তাঁর বান্দাদেরকে তাকওয়া ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - (سورة الزنفال-١)

অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমঝোতা সৃষ্টি কর। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। (সূরায়ে আনফাল : ১)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - (سورة النساء-٥٩)

অর্থ : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর আনুগত্য কর তোমাদের (ইসলামী জামায়াত অথবা রাষ্ট্রের) নেতার। (সূরা নিছা : ৫৯)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (স:) দুটি বিষয়ের অছিয়ত করার পর রসূলের (স:) তিরোধান পরবর্তী সময়ের উম্মতের মধ্যে ব্যাপক ইখতেলাফ সৃষ্টি হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে ঐ সময় উম্মতের করণীয় একটি কাজের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নির্দেশ দান করলেন। রসূল (স:) বললেন, উপরোক্ত অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে, তখন তোমাদের বাঁচার একমাত্র পথ হবে আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে শক্ত করে ধারণ করা। এখানে আল্লাহ্‌র রসূল (স:) রসূল হিসেবে তাঁর এবং শুধু খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা এ জন্যই উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাক্তিজীবন হতে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে রসূলের পূর্ণ সুন্নাতের বাস্তবায়ন ঘটেছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের জিন্দিগিতে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতের অনুসরণ রসূল (স:) এবং তাঁর স্থলাভিশিক্ত প্রতিনিধি খোলাফায়ে রাশেদীনের আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইরবায ইবনে সারিয়ার (রা:) বর্ণনায় ফজর নামায বাদ রসূলের (স:) দেল হেলান যে বক্তব্যের কথা বলা হয়েছে যা শুনে ছাহাবাদের দেলে কাঁপন সৃষ্টি হয়েছিল এবং চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল সে বিষয়ের বিবরণ এ হাদীসে নেই। তবে ঐ ওয়াজ শুনে ছাহাবারা রসূলের কাছে যে অছিয়তের (বিশেষ উপদেশের) অনুরোধ করেছিলেন সেটাই বিশেষভাবে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাকওয়া ও আনুগত্য সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

এ পর্যায়ে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য হাদীস হল ইরবায বিন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস, যা কেবলমাত্র উপরে সুন্নাহ্‌র অনুসরণের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহ্‌র রসূল (স:) তাকওয়া ও আনুগত্য উভয় সম্পর্কেই অছিয়ত করেছেন। পাঠকদেরকে উক্ত হাদীসটি আবার পাঠ করার অনুরোধ করছি :

(٨) وَعَنْ اَبِى ذَرٍ (رض) قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلَاثَةٍ اِسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْاَطْرَافِ (مسند امام احمد)

(৮) **অর্থ** : হযরত আবুজার গেফারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অগংহীন কোন দাসকেও যদি আমির করা হয় তবুও তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

(٩) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيَقُوْلُ لَنَا "فِيْمَا اِسْتَطَعْتُمْ"

(بخارى - مسلم-ترمذى)

(৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযুরের (স:) নিকট নেতার আদেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতাম। তিনি আমাদেরকে বলতেন, তোমাদের সাধ্যানুসারে তা কর। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি)

(١٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَسَمْعَ وَلاَطَاعَةَ -

(بخارى - مسلم)

(১০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই তার আমীরের কথা শুনতে ও মানতে হবে, (যে বিষয় সে নির্দেশ দিয়েছেন) তা তার মনপুত হোক আর নাই হোক। তবে হাঁ যদি সে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে তার সে নির্দেশ মানা যাবেনা। (বুখারী, মুসলিম)

(١١) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى - (بخارى - مسلم)

(১১) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহর নাফরমানী করল। অনুরূপভাবে যে আমিরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের নাফরমানী করল সে আমার নাফরমানী করল। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের জন্য জামায়াতী জিন্দেগী অপরিহার্য করেছেন এবং জামায়াত বিহীন বিশৃংখল জিন্দেগী যাপন হারাম করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র নির্দেশ -

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا – (ال عمران – ١٠٣)

অর্থ : আল্লাহর দ্বীনকে অবলম্বন করে তোমরা সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও, আর তোমরা (জামায়াত বিহীন) বিশৃংখল জীবন যাপন করোনা।

(সূরা আল ইমরান : ১০৩)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মুমিনদের জন্য ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন ফরজ করেছেন এবং জামায়াত বিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনকে হারাম করেছেন। আর জামায়াতী জিন্দেগীর অপরিহার্য শর্ত হল নেতৃত্বের আনুগত্য। ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং আল্লাহর নির্দেশ মত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নেতৃত্বের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে রসূল (স:) সর্বাবস্থায় নেতৃত্বের আনুগত্যের অছিয়ত করেছেন। তবে তিনি একথাও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, যদি আমির আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম দেয়, তাহলে সে হুকুম মানা যাবেনা। অন্যথায় মনপুত হোক আর না হোক আমির বা নেতৃত্বের নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে।

আল্লাহ্ আরও বলেন :

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ – (الانفال – ٤٦)

অর্থ : তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর আর পরস্পর ঝগড়া করোনা, তাহলে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চলে যাবে এবং তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন । (সূরায়ে আনফাল : ৪৬)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে পরস্পর ঝগড়া না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর, ঝগড়ার ২টি ভয়াবহ প্রতিফলের দিকে দৃষ্টি আকষর্ণ করেছেন। একটি হল, তোমাদের শত্রুদের উপর হতে তোমাদের প্রতিপত্তি ও ভয় একেবারেই চলে যাবে। আর দ্বিতীয়টি হল, ন্যায় পথ হতে তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। সুতরাং আল্লাহ, আল্লাহ্র রসূল ও ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণের প্রতি তাকিদ দিয়েই রসূল (স:) তাকওয়া ও আনুগত্যের জন্য উম্মতকে অছিয়ত করেছেন।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ১০টি অছিয়ত ·

(۱۲) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اَوْصَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَاتَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ -وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَاتَشْرَبَنَّ خَمَرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مُوْتَانٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طُوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ - (مسند امام احمد)

(১২) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি

বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (স:) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, হে মুয়ায! তোমাকে যদি হত্যা করা হয় অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়েও মারা হয় তবুও আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার মাল ও আওলাদ হতে তোমাকে বের করে দেয় তবুও তাদের অবাধ্য হবেনা। মুয়ায, তুমি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায তরক করবেনা, কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায তরক করে তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র কোন দায়-দায়িত্ব থাকেনা। আর তুমি শরাব পান করবেনা, কেননা শরাব হল পাপের মূল। তুমি পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপ কাজ আল্লাহ্‌র গজব নাযিলের কারণ হয়। আর যদি তোমার সামনে অব্যাহতভাবে মানুষ নিহত হতে থাকে তবুও তুমি যুদ্ধের ময়দান হতে ভাগবেনা। মুয়ায, যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয় এবং তুমি সেখানে অবস্থান করছ, এমতাবস্থায় তুমি সেখান হতে ভাগবেনা। মুয়ায, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত খরচ করবে। তবে তাদের উপর হতে শাসনের ডান্ডা তুলে রাখবেনা। আর তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (স:) তাঁর প্রিয় ছাহাবী মুয়ায বিন জাবালকে উদ্দেশ্য করে যে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন, তা শুধু হযরত মুয়াযের জন্য সীমাবদ্ধ বা খাস নয়। বরং হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে অথবা সাক্ষী রেখে হুযুর কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সমগ্র উম্মতের জন্য এই অছিয়ত করেছেন। কেননা হাদীসে যেসব অপরাধমূলক কাজ হতে বেঁচে থাকার অছিয়ত করা হয়েছে হযরত মুয়ায ঐসব কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করতেন। ফলে হযরত মুয়াযের মাধ্যমে উপরোক্ত পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে অছিয়ত করেছেন। অছিয়ত পর্যায়ে যত হাদীস আমি এই কিতাবে বর্ণনা করেছি, সব হাদীসের ব্যাপারেই উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য। হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে হুযুরের ১ম অছিয়ত ছিল :

১নং অছিয়ত

(১) শিরক থেকে বেঁচে থাকা। কেননা শিরক হল সবচেয়ে বড় গুণাহ্ যা আল্লাহ্ মাফ করবেন না। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيْدًا - (نساء - ١١٦)

অর্থ : আল্লাহ্র সাথে শির্ক করার গুনাহ্ আল্লাহ কিছুতেই মাফ করবেন না। তবে তা ছাড়া অন্যানা গুনাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে সে একেবারেই গোমরাহ্। (সূরা নিছা : ১১৬)

হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে নছিহত করতে গিয়ে প্রথম যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা আল্লাহ্ কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

يَابُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (لقمان - ١٣)

অর্থ : হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করবেনা। কেননা অবশ্যই শির্ক সবচেয়ে বড় গুনাহ্। (সূরা লোকমান : ১৪)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াযের আর একটি হাদীস হাদীসের কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِمُعَاذٍ يَامُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُ

وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا –

(১৩) অর্থ : রসূল (স:) হযরত মুয়াযকে বলেন, হে মুয়ায! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি, আর আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? মুয়ায জওয়াবে বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলই তা ভাল জানেন, (আমার জানা নেই)। রসূল (স:) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল যে, বান্দাহ্ একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, যে বান্দাহ্ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন।

উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত গুনাহ্ কবিরার পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতিটি হাদীসে শিরক অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরীক করাকে ১নং কবিরা গুনাহ্ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর হতে বর্ণিত :

(١٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ – (بخارى)

(১৪) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কবিরা গুনাহ্ হল ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত মুয়ায বিন জাবালের (রা:) হাদীসেও কবিরা গুনাহর্ পর্যায়ে ১ নম্বরে আল্লাহর সাথে শরীক করাকে দেখান হয়েছে।

২ নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে হুযুরের ২য় অছিয়ত ছিল পিতা-মাতার প্রসঙ্গে। হুযুর (স:) বলেন, মুয়ায, তোমার পিতা-মাতা যদি; তোমার উপর রাগ করে তোমাকে তোমার মাল ও আওলাদ অর্থাৎ বাড়ী-ঘর থেকে বের করেও দেয়, তবুও তাদের অবাধ্য হবেনা।" এখানে আল্লাহ্র রসূল (স:) আল্লাহর হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায়ই আল্লাহ্র হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের কথা বলে আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوٰلِدَيْنِ اِحْسٰنًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - (سورة الاسراء : ٢٣)

অর্থ : তোমার রব তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবেনা। আর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। আর তোমার সামনে পিতা-মাতার কোন একজন অথবা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (বার্ধক্যজনিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে) তাদের উদ্দেশ্যে উহ্ শব্দ পযর্ন্ত উচ্চারণ করবেনা। আর তাদের সাথে রাগের ব্যবহার করবেনা বরং পিতা-মাতার সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। (সূরা ইস্রা : ২৩)

মহান আল্লাহ কোরআনে আরও বলেন :

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - (سورة الانعام-١٥١)

অর্থ : হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনাচ্ছি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কি কি হারাম করেছেন। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। (সূরা আনয়াম : ১৫১)

হযরত লুকমানের ছেলের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত নছিহতের প্রসংগ উত্থাপন করে আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسٰنَ بِوٰلِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوٰلِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ - (سورة لقمان - ١٤)

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে অছিয়ত করেছি (উত্তম আচরণ করার)। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে বহন করেছে, আর তাকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক আর কৃতজ্ঞ থাক পিতা-মাতার প্রতি। (তোমাদের সকলকেই) আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান : ১৪)

কোরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলছেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسٰنَ بِوٰلِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (الاحقاف -١٥)

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে যেমন গর্ভে বহন করেছে তেমনি তাকে কষ্টসহ প্রসব করেছে। (সূরা আহকাফ-১৫)

পুনরায় আল্লাহ্ সূরা আনকাবূতে ইরশাদ করেছেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسٰنَ بِوٰلِدَيْهِ حُسْنًا - (العنكبوت-٨)

অর্থ : আমি মানব জাতিকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দশ দিয়েছি। (সূরা আনকাবূত : ৮)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সমগ্র মানব মণ্ডলীকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু মুমিন-মুসলমানদেরকেই নয়। মানব সৃষ্টির সূচনা হতেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব মণ্ডলীই পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণকে একটি মহৎ কাজ বলেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। ফলে আল্লাহ্ সমগ্র মানব মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গে রসূলের (স:) দু'টি হাদীস পেশ করে ২নং অছিয়তের আলোচনা শেষ করতে চাই।

(١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

(১৫) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) প্রশ্ন করেছিলাম যে, মানুষের কোন কাজটি আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? হুযুর (স:) বললেন, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অত:পর কোনটি? হুযুর বললেন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, অত:পর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্র রসূল ঈমানের পরই

পিতা-মাতার হকের কথা বলেছেন। এমনকি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর স্থানও পিতা-মাতার অধিকারের পরে নির্ধারণ করেছেন।

(١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَلاَ أُنَبِّؤُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. (بخارى - مسلم)

(১৬) অর্থ : হুযুর (স:) একদিন ছাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি অবশ্যই আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। হুযুর বললেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী-মুসলিম)

৩নং অছিয়ত

৩নং অছিয়ত ছিল ফরজ তরক না করা প্রসংগে।

وَلاَتَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ -

অর্থ : হে মুয়ায! তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও ফরজ নামায তরক করবেনা। কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায তরক করে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার কোন দায়-দায়িত্ব থাকেনা।

ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও দাস হওয়ার কারণে তার জিন্দেগীর সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহর মরজি মোতাবেক করতে হবে। কেননা সে আবদ্, আর আব্দকে তার মাবুদের ইচ্ছা মোতাবেকই চলতে হয়। এ হিসেবে একজন মানুষ তার নিজের পরিবারের ও সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো যদি আল্লাহ্র মরজি মোতাবেক আঞ্জাম দেয়, তাহলে তার এই

যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র ইবাদতে শামিল হবে। আমলি ইবাদতের বাইরে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতও প্রত্যেক নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য ফরজ করেছেন। এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে এক নম্বরে হল নামায। নামায শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য যেমন ফরজ করা হয়েছে, তেমনি ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের উপরেও। যেমন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কোরআনে করিমে ইব্রাহিমের (আ:) দোয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:

رَبَّنَآ اِنِّىٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ (ابراهيم - ٣٧)

অর্থ : হে পরওয়ারদেগার! শস্য-ফসল বিহীন একটি উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের পার্শ্বে আমার আওলাদের জন্য বসতি স্থাপন করলাম, যাতে তারা এখানে নামায কায়েম করে। সুতরাং, মানুষের দেলকে তুমি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দাও। (সূরা ইব্রাহীম : ৩৭)

হযরত মূসাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন :

لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (طه-١٤)

অর্থ : আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং আমার দাসত্ব কর এবং আমাকে স্মরণ রাখার জন্য তুমি নামায কায়েম কর। (সূরা তোহা : ১৪)

হযরত ইস্‌মাঈলের (আ:) প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (مريم ٥٥)

অর্থ : তিনি তার পরিবার-পরিজনকে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয়।

(সূরা মরিয়ম : ৫৫)

মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসার (আ:) প্রসঙ্গে, বলতে গিয়ে কোরআনে বলেন,

وَاَوْصَانِى بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا - (مريم ٣١)

অর্থ : আর আল্লাহ্ আমাকে জীবিত থাকা অবধি নামায আদায় করার ও যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা মরিয়ম : ৩১)

উপরোক্ত বর্ণনা মতে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর উম্মতের উপর আবহমান কাল হতেই নামায, যাকাত ও রোযাসহ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত ফরজ করে দিয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ওয়াক্তের শর্তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا (النساء . ١٠٣)

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের জন্য নামায ওয়াকতের সাথে ফরজ করেছেন। (সূরা নিছা : ১০৩)

সুতরাং প্রত্যেক ওয়াকতের নামায তার নির্দিষ্ট ওয়াকতেই আদায় করতে হবে, নতুবা নামায হবেনা। অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফরজ নামায জামায়াতের সাথে ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ - (اى صلوا مع المصلين)

অর্থ : আর রুকুকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকু কর। অর্থাৎ নামাযীরা একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদয় কর। সুতরাং বিশেষ ওজর ছাড়া একা একা ফরজ নামায পড়া মোটেই ঠিক হবে না, তাতে নামায পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হবেনা।

৪নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে হুযুরের ৪র্থ অছিয়তটি ছিল শরাব সম্পর্কে। হুযুর বলেন,

وَلَاتَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ -

অর্থ : মুয়ায, "তুমি কখনও শরাব পান করবেনা। কেননা শরাব হল অশ্লীল কাজের জন্মদাতা।" শরাব যে পাপের জন্মদাতা এটি বুঝার জন্য এখন আর তেমন কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়েনা। সমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই এটা প্রতিভাত হয়।

ইসলাম পাপ-পঙ্কিলতাবিহীন যে সুন্দর সমাজ কামনা করে তা শরাবীদের দ্বারা কায়েম হতে পারেনা বিধায় পবিত্র কোরআনে শরাবকে পরিপূর্ণভাবে হারাম করে নির্দেশ দান করেছে। রসূল তাঁর প্রিয় ছাহাবী হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে তাঁর উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শরাবকে হারাম করার অছিয়ত করেছেন ।

৫ নং অছিয়ত

৫ নং অছিয়ত ছিল পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করা সম্পর্কে।

إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

অথ : "হে মুয়ায! তুমি পাপের কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হয়।"

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে হুযুরের (স:) ৫ম অছিয়ত ছিল যে, "হে মুয়ায! তুমি পাপের কাছেও যাবেনা। কেননা পাপকাজ আল্লাহর গজবের কারণ হয়।" অর্থাৎ পাপ কাজের মাধ্যমে পাপী আল্লাহর গজবকে আহবান করে।

আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি রসূলের উপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় ফরজ হয়েছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায ওয়াক্তের সাথে নবুয়তের ১২ বৎসর পর মেরাজের সময় রসূলের মক্কী জিন্দিগীতে ফরজ হয়েছে। বাকী যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি নবুয়তী জীবনের ১৩ বৎসর পর মদীনায় হিজরত করার পরে ফরজ করা হয়েছে।

কিন্তু গুনাহে কবীরাসহ চিহ্নিত পাপের কাজগুলো নবুয়তের প্রথম হতেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

গুনাহ্ সাধারণত: দুই প্রকারের, সগীরা (ছোট গুনাহ্) ও কবীরা (বড় গুনাহ্)।

আল্লাহর পয়গম্বরগণ সগীরা কবীরা সব রকমের গুনাহ্ হতে মা'সূম ছিলেন। কিন্তু পয়গম্বর ব্যতীত অন্য সকল মুমিনের পক্ষে সগীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা যেমন নেই, তেমনি সম্ভবও নয়। তবে মুমিন বান্দা যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কবীরা (বড়) গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাঁর ছোটখাট অপরাধ (সগীরা গুনাহ্) মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন :

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا -(النساء-٣١)

অর্থ : আমার নিষেধ করা বড় বড় গুনাহ হতে যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে তোমাদের ছোট-খাট অপরাধ ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে সম্মানজনক অবস্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা : ৩১)

সগীরা গুনাহ্ আল্লাহ বিভিন্ন নেক কাজের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাফ করতে থাকেন। কিন্তু কবীরা গুনাহ্ অনুতপ্ত মনে আল্লাহর কাছে খালেস তওবা ছাড়া মাফ হবে না। তবে সগীরা গুনাহর ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন এবং অব্যাহতভাবে সগীরা গুনাহ্ করে যাওয়া কবীরায় পরিণত হয়। কোন কোন হাদীসে কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে নীচে দুটি হাদীস পেশ করা হল :

(١٧) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلْكَبَائِرُ سَبْعٌ اَوَّلُهَا اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ

بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَرَمْىُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ - (بخارى مسلم)

(১৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ হল সাতটি ঃ প্রথমটি হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, অত:পর না হক কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান হতে ভাগা, যাদু করা, আর কোন পবিত্র চরিত্রের মুমিন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

কোন কোন হাদীসে কবীরা গুনাহর সংখ্যা নয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন, কবীরা গুনাহ্ হল সত্তরটি।

(١٨) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهٖ مَعَ عَمْرِو بْنِ حزْمٍ قَالَ كَانَ فِىْ الْكِتَابِ اِنَّ اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمْىُ الْمُحْصَنَةِ وَالسِّحْرُ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ -

(১৮) অর্থ : আমর বিন হাযম পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স:) ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একখানা (হেদায়াতমূলক) পত্র পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে ফরজ ও

সুন্নাতসমূহ ও কাফফারা ইত্যাদির বিবরণ ছিল। আর পত্র নিয়ে আমর বিন হাযমকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে একথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হিসেবে গণ্য হবে আল্লাহর সাথে শির্ক করা, নাহক কোন মুমিনকে হত্যা করা, জিহাদের ময়দান হতে ভাগা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন নিরাপরাধ নারীর বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা।

উপরোক্ত হাদীস দুটি ইমাম ইবনে কাছির তাঁর বিখ্যাত তাফসীরের কিতাবে সূরা নিসার اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

৬নং অছিয়ত

اِيَّاكَ وَالْفِرَارَ عَنِ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ .

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে হুযুরের ৬ নম্বর অছিয়ত ছিল যে, হে মুয়ায! জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের চরম মূহুর্তে যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার সামনে তোমার সাথীরা শাহাদত বরণ করছে, এমতাবস্থায়ও তুমি কিছুতেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ভাগবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে নিম্ন লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ○ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ - (الانفال - ١٥-١٦)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! (যুদ্ধের সময়) তোমরা যখন কোন কাফির বহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন কিছুতেই তোমরা ময়দান ছেড়ে ভাগবেনা। আর যে বা যারা ময়দান ছেড়ে ভাগবে সে আল্লাহর গজবের অধিকারী

হবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তবে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে অথবা দল থেকে বিচ্ছিন্ন সৈনিকদের দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ময়দান ত্যাগ করার অনুমতি আছে। (সূরা আনফাল : ১৫-১৬)

আল্লাহ আরও বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - (الانفال - ٤٥)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কোন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন দৃঢ়তা সহকারে মোকাবেলা কর। আর আল্লাহ্‌কে বেশী স্বরণ কর। তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে।

(সূরা আনফাল : ৪৫)

হাদীসের কিতাবে গুনাহ্ কবীরা পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার সর্বত্রই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ভাগাকে গুনাহে কবীরা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহর (স:) ৭নং অছিয়ত ছিল :

اِذَ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ .

অর্থ : হে মুয়ায! যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয়, আর তুমি সেখানে অবস্থান করতেছ, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (সেখান থেকে চলে যাবেনা)

ব্যাখ্যা : কোন জনপদে যদি মহামারী আকারে সংক্রামক মরণব্যাধি দেখা দেয় তাহলে যারা ঐ জনপদে বাস করছে তাদেরকে চলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সুস্থ লোকেরা যদি জনপদ থেকে চলে যায়, তাহলে রোগীদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা যেমন হবেনা, তেমনি যারা মারা যাবে তাদেরও সুষ্ঠুভাবে দাফন-কাফন হবেনা। এ জন্যেই সুস্থ লোকদের জনপদ ছাড়তে মানা করা হয়েছে। তবে অন্য এলাকার সুস্থ

লোকদেরকে মহামারীগ্রস্ত এলকায় আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রসূল (স:) হতে একটি হাদীস আবদুর রহমান বিন আওফ (রা:) থেকে আর একটি হাদীস উসামা বিন যায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত আছে।

(١٩) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُوْنَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا . (بخارى - مسلم)

(১৯) **অর্থ :** উসামা বিন যায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা যখন শুনবে কোন জনপদে মহামারী আকারে তাউন (প্লেগ) রোগ দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যাবে না। আর যদি সেখানে আগে থেকে অবস্থান কর, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৮, ৯ ও ১০ নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রসূলের (স:) শেষের তিনটি অছিয়ত ছিল পরিবার পরিজনদের (স্ত্রী ও সন্তানদের) প্রসংগে। হুযুর বলেন,

يَامُعَاذُ أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَتَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ.

অর্থ : হে মুয়ায! তুমি তোমার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত খরচ করবে, তাদের উপর হতে শাসনের ডান্ডা তুলে রাখবেনা, আর তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ব্যাপারে সতর্ক করবে।

ব্যাখ্যা : হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) দশটি অছিয়তের মধ্যে তিনটি ছিল পরিবার-পরিজনদের প্রসঙ্গে। প্রথমত: হুযুর পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে সাধ্যমত খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃপণতা করে কষ্ট দিতে মানা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত

ইব্নে মাসউদ (রা:) রসূল (স:) হতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

(٢٠) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ . (بخارى ، مسلم)

(২০) **অর্থ** : হযরত ইব্নে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যখন কোন লোক নেক নিয়তে তার পরিবারের জন্য খরচ করে, তার ঐ খরচকৃত অর্থ আল্লাহর দরবারে সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটান অর্থাৎ তাদের খানা-পিনা, বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা পরিবার প্রধানের উপর ফরজ। এই প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ্ কৃপণতা করতে যেমন নিষেধ করেছেন, তেমনি নিষেধ করেছেন অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য ব্যয় করতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ কোরআনে পাকে বলেছেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا - (الاسراء-٢٩)

অর্থ : তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখনা (একেবারেই হাত উপুড় করে কাউকে কিছু দিবেনা) আবার অবারিতভাবে তোমার হাত প্রসারিত করে দিওনা (যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু খরচ করে দিয়ে) তুমি (আর্থিক দিক দিয়ে) অক্ষম ও ভর্ৎসনাযোগ্য হয়ে পড়বে।

(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯)

মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কালামে মাল ও আওলাদ সম্পর্কে বলেছেন :

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - (الكهف - ٤٦)

অর্থ : মাল এবং আওলাদ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ।

(সূরা কাহাফ : ৪৬)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ -(التغابن-١٥)

অর্থ : অবশ্য তোমাদের মাল এবং তোমাদের আওলাদ (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ। (সূরা তাগাবুন : ১৫)

সুতরাং মালের অতিরিক্ত আকর্ষণ, মাল কামাই ও সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন বেপরোয়া না করে তোলে, তেমনি খরচের ব্যাপারেও যেন তাকে ভারসাম্যহীন না করে। এ ব্যাপারেও আল্লাহ্র রসূল (স:) মানুষকে বার বার সাবধান করেছেন। আবার অন্যদিকে আওলাদের অতিরিক্ত মহব্বত ও আকর্ষণ যেন তাকে আওলাদের তরবিয়তের ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদের চাহিদা পূরণে ভারসাম্যহীন করে না তোলে সে ব্যাপারেও সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (منافقون - ٩)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে যেন তোমাদের মাল এবং আওলাদ আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন করে না ফেলে। আর যারা মাল-আওলাদের আকর্ষণে আল্লাহ্কে ভূলে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (সূরা মুনাফিকুন : ১০)

সুতরাং হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে হুযুরের শেষ অছিয়ত তিনটি ছিল একেবারেই পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্য। হুযুর বলেন, মুয়ায , পরিবারের বৈধ ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করবে, তাদের তারবিয়ত ও শাসনের ব্যাপারে উদাসীন হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় প্রদর্শন করবে।

হযরত মুয়ায বিন জাবালকে (রা:) প্রিয় নবীর (স:) আরও ৩টি অছিয়ত

হযরত মুয়ায বিন জাবালকে যখন ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠান হয়, তখন তাঁর অনুরোধে রসূল (স:) তাঁকে নিম্নে বর্ণিত অছিয়ত করেন :

(٢١) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) اَنَّه قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَاكُنْتَ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ اِتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - (ترمذى)

(২১) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবীকে (স:) অনুরোধ করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। আল্লাহ্‌র রসূল (স:) বললেন, হে মুয়ায! তুমি যেখানেই থাকনা কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে। আমি বললাম, হুযুর আরও অছিয়ত করুন। হুযুর (স:) বললেন, মুয়ায, কোন গর্হিত কাজ করে ফেললে সাথে সাথেই একটি উত্তম বা ভাল কাজ করবে। (কেননা ভাল কাজ মন্দ কাজের পাপকে মিটিয়ে দেয়) আমি বললাম, হুযুর আমাকে আরও অছিয়ত করুন, তিনি বললেন, মুয়ায, তুমি জনসাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : প্রাচীন সভ্যতার পাদ-পিঠ ইয়ামানের মত একটি দেশ যখন

হিজরী ৯ম সনে কোনরকম শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে, তখন রসূল (স:) হযরত মুয়ায বিন জাবালের মত একজন নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ ছাহাবীকে শাসক নিয়োগ করে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন। রওয়ানা করাবার সময় হুযুর (স:) নিজে তাঁর সোয়ারীর সাথে সাথে কিছুদূর পায়ে হেটে হেটে তাঁকে বিদায় করার মুহূর্তে বেশ কয়েক দফা নির্দেশনামূলক হেদায়াত দেন, যার বিবরণ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে মওজুদ আছে। হুযুরের নির্দেশনামূলক হেদায়াত সমাপ্ত হলে পরে হযরত মুয়ায তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু অছিয়ত প্রদানের জন্য রসূলকে (স:) অনুরোধ করেন। উপরোক্ত হাদীসে সেই অছিয়তের বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত মুয়াযকে যে কঠিন দায়িত্বভার দিয়ে পাঠান হচ্ছিল সেই দায়িত্বের প্রেক্ষিতেই তাঁকে হুযুর (স:) এই তিনটি অছিয়ত করেছিলেন।

অছিয়ত শেষে হুযুর (স:) হযরত মুয়াযকে (রা:) লক্ষ্য করে আরও বলেছিলেন :

يَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰى اَنْ لاَّ تَلْقَانِىْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِىْ وَقَبْرِىْ فَبَكٰى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ (رض) جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) - (مسند امام احمد)

অর্থ : হে মুয়ায! হয়ত এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাত পাবে না। তুমি হয়ত আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের কাছ থেকে গমনাগমন করবে। হযরত মুয়ায একথা শুনে রসূলের বিচ্ছেদের কথা ভেবে কাঁদতে থাকলেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

হযরত আবূ হুরায়রার (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৩টি অছিয়ত

(٢٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلَاثٍ قَالَ هُشَيْمٌ فَلَا اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ – (مسند امام احمد)

(২২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমার খলিল (প্রিয়বন্ধু) আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা কিছুতেই ছাড়বো না। ঘুমের আগে বেতর নামায পড়া, প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা আর জুময়ার দিনে গোসল করা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ছিলেন, আছহাবে সুফফার অন্তর্গত। তাঁকে হুযুর (স:) যে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন তা ছিল ফরজের অতিরিক্ত। ফরজ ও ওয়াজিব তো অবশ্য পালনীয়। যিনি গুনাহ কবীরা হতে বেঁচে থেকে ফরজ-ওয়াজিব নিয়মিত পালন করবেন তিনি নাজাত পেয়ে যাবেন। তবে আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা প্রাপ্তি ও জান্নাতে উন্নত দরজাহ্ প্রাপ্তি নফল ইবাদাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রসূলের একজন নিষ্ঠাবান ছাহাবী হওয়ার কারণে হযরত আবু হুরায়রার ফরজ ও ওয়াজিব পালনে কোন ত্রুটি ছিলনা বিধায় তাঁকে আল্লাহ্‌র দরবারের অতিরিক্ত মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য রসূল (স:) অতিরিক্ত ইবাদত ক'টি নিয়মিত পালন করার অছিয়ত করেছিলেন।

বিতর নামায অন্যান্য নফলের মত নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে বিতর নামায ওয়াজিব। মুকিম অবস্থায় হোক কিম্বা মুসাফির সর্বাবস্থায় বিতর পড়তে হবে। আর ছুটে গেলে কাজা করতে হবে। অবশ্য মুসাফিরের জন্য ফরজ নামায কসর করে আদায় করতে হবে। তার জন্য সুন্নাত পড়া বাধ্যতামূলক নয় বরং সফর অবস্থায় সুন্নাত নামায তার উপর হতে সাকিত হয়ে যায়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে বিতর সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। সর্বাস্থায় পড়তে হবে। আর কখনও ছুটে গেলে কাজা আদায় করতে হবে। এমনকি ফজরের আজান হওয়ার পরে হলেও বেতর পড়ে নিতে হবে। হুযুর (সা:) বিতর নামায ঘুমের আগে পড়ে নিতে বলেছেন। তবে বিতর শেষ রাতে পড়া উত্তম বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

প্রতি চন্দ্রমাসে তিনদিন রোজা রাখা -

হযরত আবু হুরায়রা ও আবু দারদা (রা:) উভয়কেই হুযুর (স:) প্রতি চন্দ্র মাসের তিন দিন অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার অছিয়ত করেছিলেন। সকল ইমামের ঐক্যমতে এ রোযা নফল। নফল নামাযের মাধ্যমে যেমন নামাযী ব্যক্তির আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নফল রোযার মাধ্যমেও বান্দার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বরগণ কয়েক প্রকারের নফল রোযার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এর একটি হল, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা। যেমন আল্লাহ্‌র রসূল (স:) বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - (مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে, অত:পর শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। অর্থাৎ সারা বছর নফল রোযা রাখার ছওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় হল, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। কেননা নবী করীম (স:) বলেছেন, সপ্তাহের এই দুইদিন বান্দার আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। আর আমি চাই আমার রোযার হালতে যেন আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ হয়। তৃতীয় হল আরাফার দিনের রোযা। এ ব্যাপারে রসূল (স:) বলেছেন :

(٢٣) قَالَ النَّبِىُّ (ص) صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ والسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ - (ترمذى)

(২৩) **অর্থ** : নবী কারীম (স:) বলেছেন, "আমি আশা করি আরাফার দিনের রোযা পূর্ববর্তী দুই বছরের গুনাহর কাফফারা হবে।" এ রোযা যারা হজ্জে থাকবেনা তাদের জন্য। কেননা আরাফা ও মুযদালিফার দিনে হাজীরা সফরে থাকে এবং তাদেরকে খুব কষ্ট করতে হয়। চতুর্থ হল আশুরার রোযা। কেননা এ রোযা নবী করীম (স:) নিজে রেখেছেন এবং ছাহাবীদেরকেও এ রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। (তিরমিযি)

পঞ্চম হল আইয়্যামে বেজের রোযা অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। এই রোযা রাখার জন্যই বিশেষভাবে হুযুর (স:) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ও হযরত আবু দারদাকে (রা:) অছিয়ত করেছিলেন।

হযরত আবুজার গিফারীর (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৫টি অছিয়ত

(٢٤) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ سِتَّةُ اِيَّامٍ اَعْقِلْ يَا اَبَا ذَرٍّ مَااَقُوْلُ لَكَ بَعْدُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِىْ سِرِّ اَمْرِكَ وَعَلَانِيَّتِهٖ وَاِذَا اَسَأْتَ فَاَحْسِنْ وَلَاتَسْئَلَنَّ اَحَدًا شَيْئًا وَاِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَاتَقْبِضْ اَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ - (مسند امام احمد)

(২৪) **অর্থ** : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছিলেন, হে আবুজার! তুমি ছয়দিন অপেক্ষা কর, তারপর আমি তোমার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলব। অত:পর যখন সপ্তম দিন এসে হাজির হল, তখন রসূল (স:) আমাকে বললেন, হে আবুজার! গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার অছিয়ত করছি। আর যদি তোমার সাথে কেউ দুর্ব্যবহারও করে তবুও তুমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। তুমি কারও কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করবেনা, এমনকি তোমার হাতের ছড়িটা তুলে দিতেও। তুমি আমানতের খেয়ানত করবেনা। আর তুমি পরস্পর দু'জনের (বিচারের) ফয়সালা করে দিবেনা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (স:) হযরত আবুজারকে (রা:) ছয়দিন পর কিছু উপদেশ দিবেন বলে ওয়াদা করলেন। এটি এই জন্য যাতে হযরত আবুজার এই ছয়দিন রসূলের কথা শুনার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে

থাকেন। আর এই দীর্ঘ ইনতেজার বা অপেক্ষার পর রসূলের (স:) কাছ থেকে তিনি যা কিছু শুনবেন তা তার মনে একেবারেই গেঁথে থাকবে। কেননা অপেক্ষার পরে যে বস্তু লাভ করা যায় তার কদর অনেক বেশি হয়।

হযরত আবুজার গিফারীর উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) এক নম্বর অছিয়ত ছিল তাকওয়া সম্পর্কে। তাকওয়ার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের (রা:) হাদিসে বিস্তারিত এসেছে। হযরত আবুজারের (রা:) জন্য রসূলের (স:) দ্বিতীয় অছিয়ত এই ছিল যে, হে আবুজার! তোমার সাথে যদি কেউ দুর্ব্যবহারও করে তাহলেও তুমি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা হযরত আবুজার রসূলের (স:) একজন ছাহাবী হওয়ার কারণে তিনি রসূলের (স:) দ্বীনের একজন উত্তম দা'য়ীও ছিলেন। আর দা'য়ীর সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম গুণ হল উত্তম আচরণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন :

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ -

অর্থ : আর তুমি (দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে) উত্তম আচরণ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে, তোমার দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। আবুজারের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) তৃতীয় অছিয়ত ছিল যে, হে আবুজার! তুমি কারও কাছে কিছু চাইবেনা। এমনকি কি তুমি সোয়ারীর উপরে আছ এমন অবস্থায় যদি তোমার হাতের ছড়িটা পড়ে যায় তাহলে তুমি সোয়ারীর উপর থেকে নেমে সেটাকে হাতে তুলে নিবে। ছড়িটা তুলতে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল (স:) উপরোক্ত অছিয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে কারও কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ গ্রহণ করার চেয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

(٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى - (بخارى- مسند امام احمد)

(২৫) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত অনেক উত্তম। অর্থৎ গ্রহণকারীর হাত থেকে প্রদানকারীর হাত অনেক উত্তম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

রসূল (স:) আরও কলেছেন,

وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ - (بخارى)

অর্থ : আর যে মুখাপেক্ষিহীন থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে মুখাপেক্ষিহীন রাখেন। (বুখারী')

আবুজারের (রা:) জন্য হুযুরের ৪র্থ অছিয়ত ছিল আমানত সম্পর্কে। হুযুর (স:) বলেন, হে আবুজার! لَا تَقْبِضُ اَمَانَةً তুমি কখনও আমানতের খেয়ানত করবেনা। আমানত প্রসঙ্গে হুযুর (স:) অন্য এক হাদীসে বলেছেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ -

অর্থ : যে আমানতের হেফাযত করেনা সে ঈমানদার নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

(٢٦) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ - (بخارى مسلم)

(২৬) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন হল তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা

বলে। যখন ওয়াদা করে তা পালন করেনা। আর তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে তার সে খেয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবুজারের উদ্দেশ্যে রসূলের ৫ম অছিয়ত ছিল বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে। আসলে বিচার-ফয়সালা খুবই কঠিন কাজ। এজন্যই রসূল (স:) বলেছেন, "যাকে বিচারক করা হল তাকে বিনা ছুরিতে জবাই করা হল।" বিচারককে আমানতদার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, মোয়ামালাফাহম যেমনি হতে হয় তেমনি হতে হয় তাকে স্থির চরিত্র সম্পন্ন। হয়ত হযরত আবুজারের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হুযুর নিষেধ করেছিলেন।

হযরত আবুজারের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ৮টি অছিয়ত

(٢٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِاَبِىْ ذَرٍّ (رض) اَى اَخِىْ اِنِّىْ مُوْصِيْكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّنْفَعَكَ بِهَا زُرِالْقُبُوْرَ تَذَكَّرْ بِهَا الْاٰخِرَةَ بِالنَّهَارِ اَحْيَانًا، وَلَا تُكْثِرْ مِنْهَا وَاغْسِلِ الْمَوْتَ فَاِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيْغَةٌ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذٰلِكَ يَحْزُنُ قَلْبَكَ فَاِنَّ الْحَزِيْنَ فِىْ ظِلِّ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعْرَضٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَجَالِسِ الْمَسَاكِيْنَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اِذَا لَقِيْتَهُمْ وَكُلْ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاِيْمَانًا بِهٖ وَاَلْبِسْ اَلْخَشِنَ الضِّيْقَ مِنَ الثِّيَابِ لَعَلَّ الْعِزَّ وَالْكِبْرِيَاءَ لَايَكُوْنُ لَهُمَا فِيْكَ مَسَاغٌ وَتَزَيَّنْ اَحْيَانًا لِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَاِنَّ الْمُؤْمِنَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُ تَعَفُّفًا وَتَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا تُعَذِّبْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ اللّٰهُ بِالنَّارِ - (الجامع الصغير)

(২৭) **অর্থ :** রসূল (স:) হযরত আবু জারকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রিয় ভাই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে কিছু অছিয়ত করছি। তুমি তা বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাকে তার

দ্বারা কল্যাণ দান করবেন। দিবা ভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তুমি আখেরাতের কথা স্মরণ করবে। তবে তা (কবর জিয়ারত) অধিক বার করবে না। তুমি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে। কেননা প্রাণহীন দেহ পরিচর্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম নছিহত হাসিল হয়। আর তুমি মৃতের জানাযায় উপস্থিত হবে, এতে তোমার মন চিন্তিত হবে। কেননা চিন্তাশীল ব্যক্তি আল্লাহর ছায়া ও কল্যাণের আবাসস্থল। তুমি মিসকিনের সাথে উঠা-বসা করবে। আর প্রতিবার সাক্ষাতে তাকে সালাম দিবে। আর তুমি বিনয়াবনত অবস্থায় আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান সহকারে বিপদগ্রস্ত লোকের সাথে বসে খাবে। তুমি সংকীর্ণ কাপড় পরবে, তাহলে অহমিকা ও সম্মানবোধ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আর আল্লাহর ইবাদতের জন্য কখনও কখনও তুমি উত্তম লেবাস পরবে। মুমিন ব্যক্তি কখনও কখনও পবিত্রতা, মর্যাদা ও সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্যে তা পরিধান করে থাকে। আর আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবকে আগুনে পোড়ায়ে শাস্তি দিবেনা। (আল জামি আস সাগীর)

ব্যাখ্যা : রসূল (স:) তাঁর বিশিষ্ট ছাহাবীদের যে কজনকে বেশী বেশী অছিয়ত করেছেন, হযরত আবুজার গিফারী (রা:)। হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য হাদীসটিতে রসূল (স:) হযরত আবুজার গিফারীকে মোট আটটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন। এই ৮টির মধ্যে ১ম ৩টি ছিল মৃতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী ৩টি ছিল দরিদ্র বা দরিদ্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট। ৭ম অছিয়তটি ছিল আল্লাহর নিয়ামত উপভোগের ব্যাপারে। আর ৮মটি ছিল আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তিদানের পদ্ধতির ব্যাপারে।

১ম অছিয়ত

আবুজার, তুমি দিবাভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারত করবে। রসূল ১ম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এ অনুমতি পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। আর রাত্রে কবর জিয়ারত করতে নিরোৎসাহিত করেছেন।

আলোচ্য অছিয়তে দেখা যায় হযরত আবুজারকে রসূল (স:) দিবাভাগে কবর জিয়ারত করতে বলেছেন। আর মাঝে-মধ্যেই কবর জিয়ারত করতে বলেছেন যাতে নিজের পরিণতি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে পাপ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখে।

২য় অছিয়ত

২য় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবার ব্যাপারে। প্রাণহীন লাশকে গোসল করাতে গিয়ে নিশ্চয়ই নিজের অনুরূপ পরিণতির কথা মনে করে পাপ কাজ থেকে বিরত ও অধিকতর নেক কাজে আগ্রহী হবে।

৩য় অছিয়ত

৩য় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত ৩টি কাজই আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় এবং তিনি উক্ত কাজ সম্পাদনকারীকে যথেষ্ট ছওয়াব দান করবেন।

৪র্থ ও ৫ম অছিয়ত

৪র্থ ও ৫ম অছিয়ত ছিল দরিদ্রদের সাথে উঠাবসা করা ও বিপদগ্রস্তদের সাথে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত উভয় কাজেই দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তরা যেমন খুশী হয় তেমনি নিজের মনে অহমিকা ভাব সৃষ্টি হতে পারেনা। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনও তাকে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত বান্দার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে অশেষ ছওয়াব দান করবেন।

৬ষ্ঠ ও ৭ম অছিয়ত

৬ষ্ঠ ও ৭ম অছিয়ত ছিল লেবাস-পোষাক প্রসঙ্গে।

আল্লাহর প্রিয় নবী (স:) তাঁর প্রিয় ছাহাবী হযরত আবুজার গিফারীকে সাধারণ লেবাস পরতে বলেছেন। আবার কখনও কখনও আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহকে খুশী করার জন্য উত্তম লেবাস পরিধান করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا - (الاعراف - ٣٢)

অর্থ : তোমরা প্রতি নামাযের সময় উত্তম লেবাস পরিধান কর, আর খাও ও পান কর, তবে বাহুল্য ব্যয় করোনা (সূরা আরাফ : ৩২)

আল্লাহ আরও বলেন :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ - (الاعراف -٣٣)

অর্থ : হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে হারাম করেছে উত্তম লেবাস যা মানুষের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আর কেইবা হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম খাদ্য? (সূরা আরাফ : ৩৩)

৮ম অছিয়ত

হযরত আবুজার গিফারীর উদ্দেশ্যে হুযুরের ৮ম অছিয়ত ছিল, আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবকে যেন আগুনে পোড়ানোর শাস্তি না দেয়া হয়। মানুষের জন্য যেসব জীব পীড়াদায়ক বা ভয়াবহ, যেমন শাপ, বিচ্ছু, বোলতা-ভীমরুল ইত্যাদিকে মারা বৈধ। কোন কোন ক্ষেত্রে মারা অধিকতর ছওয়াবের কাজ। তবে এসব জীবকে পুড়িয়ে মারা যাবে না। অন্যভাবে মারতে হবে।

হযরত আবুজার গিফারীর (রা:) উপরে হুযুরের এসব অছিয়তের প্রভাব এত ছিল যে, তিনি সারা জীবনই খুব সাদা-সিধে জীবন যাপন করেছেন এবং সম্পদের মোহ তাঁকে সামান্যতমও আকৃষ্ট করতে পারেনি।

জনৈক ছাহাবীর উদ্দেশ্যে রসূলের ৫টি অছিয়ত

(٢٨) قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَوْصِنِىْ فَقَالَ اُوْصِيْكَ بِالدُّعَاءِ فَاِنَّ مَعَهُ الْاِجَابَةَ وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فَاِنَّ مَعَهُ الزِّيَادَةَ وَاَنْهَاكَ عَنِ الْمَكْرِ فَاِنَّهُ لَايَحِيْقُ اَلْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ وَعَنِ الْبَغْىِ فَاِنَّهُ مَنْ بُغِىَ عَلَيْهِ نَصَرَهُ اللّٰهُ وَاِيَّاكَ وَاَنْ تَبْغَضَ مُؤْمِنًا اَوْ تُعِيْنَ عَلَيْهِ - (فى كتاب حافظ ابن عبد البر)

(২৮) অর্থ : এক ব্যক্তি (ছাহাবী) রসূলের কাছে আবেদন করল যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার উদ্দেশ্যে কিছু অছিয়ত করুন। রসূল (স:) বললেন, তোমাকে আমি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করার অছিয়ত করছি। কেননা (আল্লাহ) দোয়া কবুল করেন। তোমাকে শোকরের অছিয়ত করছি। কেননা শোকর (আল্লাহর) নিয়ামত বৃদ্ধি করে। আমি তোমাকে কুট-কৌশল থেকে নিষেধ করছি। কেননা তা দ্বারা সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর আমি তোমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছি। কেননা যার সাথে সীমা লংঘনের আচরণ করা হয় তাকে আল্লাহ সাহায্য করেন। খবরদার তুমি কোন মুমিনের সাথে যেমন শত্রুতা করবেনা, তেমনি তার ক্ষতিও করবেনা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত অছিয়ত হাফেযে হাদীস ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিটি অছিয়ত কোরআন-সুন্নার অনুকূলে থাকায় প্রসিদ্ধ কোন হাদীসের কিতাবে এ অছিয়তের উল্লেখ না থাকলেও ফাযায়েলে আমলের পর্যায় হাফেয ইবনে আবদুল বার উপরোক্ত অছিয়তসমূহ বর্ণনা করেছেন।

রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জনৈক ছাহাবীকে রসূলের অছিয়ত

(٢٩) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ (ص) اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ - (بخارى)

(২৯) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীমকে (স:) বললেন, হুযুর আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। হুযুর বললেন, তুমি কখনও রাগ করবেনা, লোকটি বার বার অছিয়ত করার কথা বলতে থাকলে হুযুরও বার বার বলছিলেন, তুমি কখনও রাগ করবেনা। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রিয় রসূল সকলকে একই অছিয়ত করেন নি, বরং প্রশ্নকারীর অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় প্রশ্নকারীকে অছিয়ত করেছেন। কখনও কখনও প্রিয় নবী (স:) কোন কোন ছাহাবীকে সম্বোধন করে নিজেই বিভিন্ন বিষয় অছিয়ত করেছেন। আবার কখনও কখনও ছাহাবী নিজেই হুযুরের কাছে অছিয়ত কামনা করায় কামনাকারীর উদ্দেশ্যে হুযুর অছিয়ত করেছেন। আলোচ্য হাদীসের অছিয়ত ছিল ছাহাবীর আকাংখার জওয়াব।

রাগ অনেক সময় মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। ফলে অনেক অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে যায়, যার জন্য পরে অনুতপ্ত হতে হয়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে গোস্বা সংবরণকারী ও ত্রুটি ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (ال عمران - ١٣٤)

অর্থ : যারা গোস্বা সংবরণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন।

(সূরা আল-ইমরান : ১৩৪)

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন:

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ . (الشورى - ٣٧)

অর্থ : আর আমার যেসব বান্দারা অশ্লীল কাজ ও কবীরা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকে আর গোস্বার মাথায় লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

(সূরা শুরা : ৩৭)

গোস্বা প্রসঙ্গে নিম্নে আর একটি হাদীস পেশ করা হল:

(٣٠) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . (بخارى - مسلم)

(৩০) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল (স:) ইরশাদ করেছেন, কুস্তীতে জিতে বীর হওয়া যায়না। প্রকৃত বীর হল সে যে রাগের মাথায় নিজের নফসকে সামলাতে পারে। (বুখারী-মুসলিম)

পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٣١) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِاٰبَائِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْاَقْرَبِ -(ابن ماجه، مسند اما احمد)

(৩১) অর্থ : মিকদাম বিন মাদিকারাব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন। অবশ্য আল্লাহ অছিয়ত করেছেন, তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে, আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে, অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে। আরও অছিয়ত করেছেন নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম বুখারীও আদাবুল-মুফরাদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রিয় নবী (স:) আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে পিতা-মাতা ও নিকটতমদের ব্যাপারে যে অছিয়ত করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এখানে রসূল (স:) নিজের অছিয়তের কথা বলেননি। অবশ্য রসূলও আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজ থেকে কোন অছিয়ত করেননি।

পিতা-মাতা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَيَّ الْمَصِيْرُ. (لقمان-١٤)

অর্থ : আমি মানব জাতিকে অছিয়ত করেছি তাদের পিতা-মাতার ব্যাপারে। তার মা তাকে কষ্টের পরে কষ্ট করে বহন করেছে আর তাকে বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করেছে পূর্ণ দু'বছর। সুতরাং আমার শোকর আদায় কর, আর শোকর আদায় কর পিতা-মাতার। পরিণামে তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

(সূরা লোকমান : ১৪)

পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনে আরও বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ج الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ- (البقرة -١٨٠)

অর্থ : মৃত্যুকালে তোমরা যদি কোন মাল (সম্পদ) রেখে যাও, তাহলে তোমাদেরকে পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য ইনসাফ মোতাবেক ঐ মালে অছিয়ত ফরজ করা হল। মুত্তাকিনদের জন্য এটাকে হক করে দেয়া হল। (সূরা বাকারা : ১৮০)

অবশ্য মিরাসের আয়াত বা হুকুম নাযিল হওয়ার পর ওয়রিসদের জন্য অছিয়ত বাতিল হলেও ওয়ারিসের বাইরে নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে বাতিল হয়নি।

পিতা-মাতার অধিকার প্রসংগে উপরে হযরত মুয়ায বিন জাবালের

হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। সম্মানিত পাঠকদেরকে সেটা পড়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

পিতা-মাতার হকের পরেই হল নিকট আত্মীয়দের হক। কোরআন হাদীসের পরিভাষায় এদেরকে আকরাব বলা হয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বারবার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ج وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (النساء- ١)

অর্থ : হে মানব মন্ডলী!, তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। আর ঐ একই ব্যক্তি হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর এই উভয়ের মাধ্যমে অজস্র পুরুষ ও নারী সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ঐ আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা (পরস্পর পরস্পরের) হক কামনা করে থাক, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (সূরা নিছা : ১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ গোটা মানব মন্ডলীকে উদ্দেশ্যে করে সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ফরয এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম বা গুনাহে কবীরা। রসূলের হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আত্মীয়দের পরস্পরের হকের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে রসূল (স:) একটি মূলনীতি বাতিয়েছেন, তা হল: - اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ

অর্থাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে যে যত নিকটে তার হক তত বেশী।

আত্মীয় হওয়ার কারণে আপন ভাই এবং চাচাতো ভাই উভয়েরই হক আছে। তবে আপন ভাইয়ের হক চাচাতো ভাইয়ের হকের চেয়ে বেশী। অনুরূপভাবে আপন চাচা এবং চাচাতো চাচার হক।

রসূল (স:) পবিত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন:

(٣٢) وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) .... قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ - (ترمذى)

(৩২) **অর্থ :** হযরত সালমান বিন আমের (রা:) নবী করীম (স:) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মিসকিনকে কেউ কিছু দান করলে শুধু দানের ছওয়াবই পাবে। আর আত্মীয়কে দান করলে দানের ছওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার ছওয়াব পাবে। (তিরমিযি)

রসূল (স:) আর এক হাদীসে বলেন:

(٣٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَاُمَّةَ مُحَمَّدٍ (ص) وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُوْنَ اِلَى صِلَتِهٖ وَيَصْرِفُهُ اِلَى غَيْرِهِمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (الترغيب)

(৩৩) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) বলেন, হে মুহাম্মদের (স:) উম্মতগণ! আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ সেই ব্যক্তির

দান কিছুতেই কবুল করবেন না, যে তার অভাবী এবং তার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী আত্মীয়কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দান করে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ঐ ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফিরেও তাকাবেন না। (আত-তারগীব)

হাকীম বিন হিযাম (রা:) হতে আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে:

اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ اَيُّهَا اَفْضَلُ - قَالَ (ص) عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ - (دارمى)

অর্থ : একদা এক ব্যক্তি রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে কোন দানটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়? হুযুর (স:) জওয়াবে বললেন, দুর্ব্যবহারকারী আত্মীয়কে যা দান করা হয়। (দারেমী)

ব্যাখ্যা : কোরআন ও হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশনাবলী যদি সবাই মেনে চলে তা'হলে গোটা মানব সমাজই একটি অভিন্ন কল্যাণকর সমাজে পরিণত হয়। কেননা দুনিয়ায় কোন মানুষই আত্মীয় ছাড়া নেই।

প্রতিবেশীদের হক প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٣٤) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ – (بخارى، مسلم)

(৩৪) অর্থ : হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতিনিয়তই জিবরাঈল (আ:) প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমাকে অছিয়ত করতেছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানান হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে আল্লাহর রসূল কোন ছাহাবীকে অছিয়ত করেননি। বরং জিবরাঈল (আ:) স্বয়ং রসূলকে অছিয়ত করেছেন। আর এ অছিয়ত জিবরাঈল (আ:) একবার দুইবার করেননি। বরং বারবার করেছেন। যার ফলে রসূলের ধারণা এসেছিল যে, হয়ত আল্লাহ প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করবেন।

(٣٥) وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ (ص) بِثَلَاثٍ – اَسْمَعُ وَاَطِيْعُ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْاَطْرَافِ وَاِذَا صَنَعْتَ مَرَقًا فَاَكْثِرْ مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا – (مسلم)

(৩৫) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু

আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। অংগহীন কোন দাসকেও যদি আমির করা হয় তার আনুগত্য করতে। আর সালুন পাকালে পরিমাণে একটু বেশী পাকাতে যাতে করে আমি প্রতিবেশীকে তা হতে উত্তমভাবে দিতে পারি। আর তিনি আমাকে নামায ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করতে বলেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে খলিল বলতে রসূলুল্লাহকে (স:) বোঝান হয়েছে। আল্লাহর রসূল হযরত আবুজারকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন। যার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিবেশীর প্রতি বিশেষ আচরণের অছিয়ত ছিল।

কোরআনে হাকিমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তিন ধরনের প্রতিবেশীদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوٰلِدَيْنِ اِحْسٰنًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ - (النساء ٣٦)

অর্থ : আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর পিতা-মাতার প্রতি ইহসান কর। ইহসান কর নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের উপরে। আর ইহসান করবে আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব প্রতিবেশী ও সফর সঙ্গীর প্রতি। (সূরা নিছা : ৩৬)

ব্যাখ্যা : এখানে তিন শ্রেণীর প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। ১নং আত্মীয় প্রতিবেশী, ২নং অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও ৩নং হল সফরকালীন সফরসংগী অর্থাৎ খন্ডকালীন প্রতিবেশী। আলোচিত তিন ধরনের প্রতিবেশীর সাথেই উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ আলেমগণ অন্যভাবে প্রতিবেশীকে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন। (১) আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, এর হক হল তিনটি। আত্মীয়ের হক, ইসলামের হক ও প্রতিবেশীর হক (২) অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এর হল দু'টি হক : প্রতিবেশী হওয়ার হক ও মুসলমান হওয়ার হক। (৩)

অমুসলিম প্রতিবেশী। এর হক একটি, তাহল প্রতিবেশী হওয়ার হক।

হযরত নাফে ইবনে হারিস হতে প্রতিবেশী সম্পর্কে নিম্ন লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে,

(٣٦) وَعَنْ نَافِعِ بْنِ حَارِثٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِى - (ادب المفرد)

(৩৬) অর্থ : নাফে ইবনে হারিস (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, সেই মুসলিম ব্যক্তি ভাগ্যবান যার বাড়ী প্রসস্থ, যার প্রতিবেশী নেককার ও যার সোয়ারী উত্তম। (আদাবুল মুফরাদ)

রসূল (স:) আল্লাহর কাছে নিম্নে বর্ণিত দোয়া করতেন:

(٣٧) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِىِّ (ص) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِى دَارِ الْمَقَامِ -

(৩৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, নবী করিমের (স:) দোয়ার মধ্যে এই দোয়াটিও শামিল ছিল। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার বাসস্থান সংলগ্ন খারাপ প্রতিবেশী হতে আমাকে বাঁচাও।"

রসূল (স:) আর এক হাদীসে বলেন,

(٣٨) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اٰذٰى جَارَهُ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِى فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ - (الترهيب)

(৩৮) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

(٣٩) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قِيْلَ لِلنَّبِىِّ (ص) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ فَلاَنَةً تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَتَصَدَّقُ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَخَيْرَ فِيْهَا هِىْ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَقَالُوْا فُلاَنَةٌ تُصَلِّىْ الْمَكْتُوْبَةَ وَتَتَصَدَّقُ بِاثْوَارٍ اَقِطٍ وَلاَ تُؤْذِى اَحَدًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هِىَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ - (بخارى - ادب المفرد)

(৩৯) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূলকে (স:) এমন এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে রাত্রি জেগে নামায পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে, আর সে ভাল কাজ করে এবং দান খয়রাতও করে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রসূল (স:) বললেন, ঐ মহিলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। লোকরা বললেন, হুযুর আর একজন মহিলা আছে সে ফরজ নামায পড়ে, কিছু দান খয়রাতও করে তবে সে কাউকে (প্রতিবেশীকে) কষ্ট দেয় না। হুযুর বললেন, এই মহিলা জান্নাতী। (বুখারী আদাবুল মুফরাদ)

মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٤٠) وَعَنْ عَمْرِوْ بْنِ الاَحْوَصِ الْجُشَمِى (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ (ص) فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا (بخارى، مسلم)

(৪০) **অর্থ :** হযরত আমর বিন আহওয়াস জুসামি (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্বে রসূলের কাছ হতে (প্রথমত:) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও (জনতার উদ্দেশ্যে) ওয়াজ নছিহতের বাণী শুনালেন, অতঃপর রসূল (স:) বললেন, সাবধান, তোমরা আমার কাছ হতে মহিলাদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত শুনে নাও। তারা তো তোমাদের কাছে প্রায় বন্দিনীর মত। স্ত্রীত্বের অধিকার ছাড়া তোমরা তাদের (সবকিছুর) মালিক নও। তবে হাঁ তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় আর যদি এ ধরনের লিপ্ততা পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে ঠিক পথে আনার জন্য বিছানা আলাদা কর। আর আহত না করে তাদেরকে

কিছু মারার শাস্তি দাও। যদি এতটুকুতে তারা ঠিক হয়ে যায় এবং আনুগত্য করে, তাহলে তাদের সাথে কঠোর আচরণের আর কোন বাহানা খুজবেনা। মনে রেখ, তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের উপরে অধিকার আছে, তেমনি তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপরে অধিকার আছে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি রসূলের (স:) বিদায় হজ্বের বিদায়ী ভাষণের একটি অংশ মাত্র। যে অংশে রসূল (স:) বিশেষভাবে মহিলাদের ব্যাপারে উম্মতকে অছিয়ত করেছিলেন। রাবীর বর্ণনায়ও এর ইংগিত আছে। যেমন তিনি বলেছেন, রসূল (স:) তাঁর ভাষণের সূচনায় আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করলেন। এরপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে নছিহত করলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ছাহাবী এখানে রসূল কোন ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন তা যেমন বলেননি, তেমনি তিনি উপস্থিতিকে সামনে রেখে কি কি নছিহত করেছিলেন তাও তিনি বর্ণনা করেননি। তিনি বিশেষ গুরুত্বের কারণে মহিলা সম্পর্কীয় হুযুরের অছিয়তের অংশটাই শুধু বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের পূর্বে ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম নারীদেরকে চরমভাবে অধিকার বঞ্চিত রেখেছিল। আরবের জাহেলী সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করার নজিরও ছিল। এ ধরনের অবস্থার মধ্যে ইসলামের শেষ নবী এসে নারীদেরকে মুক্তির বাণী শুনালেন। পুরুষদের মানসিকভাবে যেমন নারীদের অধিকার দিতে প্রস্তুত করলেন। তেমনি নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান জারী করলেন। বিদায় হজ্বের বিদায়ী বক্তব্যও প্রমাণ করে যে, নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে মহিলাদের প্রশংগ বলতে গিয়ে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (نساء-١٩)

অর্থ : তোমরা তাদের সাথে উত্তমভাবে জীবন যাপন কর।

(সূরা নিছা:১৯)

আল্লাহ নারী-পুরুষের সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ - (البقرة-١٨٧)

অর্থ : নারীরা তোমাদের লেবাসস্বরূপ আর তোমরাও নারীদের লেবাসস্বরূপ। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল উপমা আর হতে পারেনা। মানুষের পোষাক বা আচ্ছাদন ১নম্বরে তার অংগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ২য় নম্বরে তার গোপনাঙ্গ আবৃত রাখে, আর ৩য় নম্বরে তার শরীরকে গ্রীষ্ম ও শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচায়। ঠিক অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচায়। স্বামীও স্ত্রীর ব্যাপারে উপরোক্ত ভূমিকা পালন করবে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন মধুময় ও কল্যাণকর হবে।

কোরআন ও হাদীসে পিতা মাতার হকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মায়ের হক পিতার হকের চেয়ে অধিক বলে ঘোষণা দিয়েছে। কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে লালন-পালনকারী পিতা-মাতাকে আল্লাহর রসূল বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

মহিলাদের সম্পর্কে প্রিয় নবীর (স:) দুটি হাদীস পেশ করে এ সম্পর্কীয় আলোচনা শেষ করব।

(٤١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ اِلٰى نِسَائِهِمْ - (ترمذى)

(৪১) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে সেই পূর্ণতা লাভ করেছে যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল। (তিরমিযি)

(٤٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ عَاصٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - (مسلم)

(৪২) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন 'আছ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দুনিয়া সবটাই সম্পদ, আর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٤٣) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ تَسَوَّكُوْا فَاِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَاجَاءَنِى جِبْرِيْلُ اِلاَّ اَوْصَانِىْ بِالسِّوَاكِ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَىَّ وَعَلَى اُمَّتِىْ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَاكُ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اَحْفٰى مَقَادِمَ فَمِى - (ابن ماجه)

(৪৩) **অর্থ** : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াকের সাহায্যে যেমন মুখ পবিত্র হয়, তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ হয়। জিবরাইল (আ:) এসে নিয়তই আমাকে মিসওয়াকের জন্য অছিয়ত করতেন। এমন কি আমার আশংকা হয়েছিল যে, হয়তবা মিসওয়াক করা আমার ও আমার উম্মতের জন্য ফরজ করা হবে। আমার উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহলে তাদের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার ফরজ করে দিতাম। আর আমি এত অধিকবার মিসওয়াক ব্যবহার করি, যার ফলে আমার মুখের অগ্রভাগ আহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। (ইবনে মাজাহ)

মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলের (স:) নিম্নে দু'টি হাদীস পেশ করা হল,

(٤٤) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

(ص) لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ - (ابن ماجه)

(৪৪) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রতি নামাযের ওয়াক্তে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

(٤٥) وَعَنِ الْعَبَّاسِ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ كَمَا فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءُ - (بيهقى)

(৪৫) অর্থ : হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের ওয়াক্তে মিসওয়াক করা ফরজ করে দিতাম। যেমনভাবে অজু ফরজ করা হয়েছে। (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা : হুযুরকে জিবরাইলের (আ:) অছিয়তের হাদীসসহ মিসওয়াক প্রশংগে এত অধিক হাদীস এসেছে যার সংখ্যা অগণিত। এজন্যই সমস্ত ইমামদের ঐক্যমতে মিসওয়াক সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ১ম হাদীসে রসূলকে (স:) বারবার জিবরাইলের (আ:) অছিয়তের কারণে এক সময় রসূল ধারণা করছিলেন যে, হয়তো মিসওয়াক করাকে ফরজ করা হবে। এ দ্বারাই মিসওয়াকের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রমাণ হয়। কোরআনে করিমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ - (البقرة-٢٢٢)

অর্থ : আল্লাহ রব্বুল আলামীন তওবাকারীকে ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন

লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : ২২২)

হাদীস ও ফিকহের কিতাবে বহু পৃষ্ঠা জুড়ে তাহারাত বা পবিত্রতার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। রসূল (স:) বলেছেন,

(٤٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ - (مسلم)

(৪৬) অর্থ : পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

নামায ঠিকমত আদায়ের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত করা হয়েছে। যেমন নামাযীর শরীর পবিত্র হওয়া, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হওয়া এবং যেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে সে জায়গা পবিত্র হওয়া নামাযের ফরজসমূহের মধ্যে শামিল। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংগের মধ্যে মুখ হল অন্যতম। মুখের সাহায্যে খেতে হয়, কথা বলতে হয় এবং নামাযে দাঁড়িয়ে কেরায়াত, তসবীহ, দোয়া দরূদ ইত্যাদি পড়তে হয়। মুখের অন্যতম অংশ হল দাঁত। দাঁত পরিস্কার না থাকলে মুখ পরিস্কার থাকেনা। সাধারণত খাদ্যের কণা দাঁতের গোড়ালিতে আটকে থাকে। ঠিকমত মিসওয়াকের সাহায্যে দাঁতের গোড়ালি পরিস্কার না করলে পচা খাদ্যের কণা পুনরায় খাদ্য গ্রহণের সময় পেটে গিয়ে বদ হজমের সৃষ্টি করে। মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দাঁতের গোড়ালীতে রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া দাঁতের সাথে হৃদ, চোখ ও ব্রেনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুতরাং দিন ও রাত্রে বহুবার দাঁত পরিস্কার করার তাকিদ আল্লাহর নবী তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন।

রসূলের সময় যেহেতু ব্রাস ছিল না তাই রসূল (স:) এবং ছাহাবায়ে কেরাম গাছের ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।

মিসওয়াক কতবার এবং কখন ব্যবহার করবে এ ব্যাপারেও হাদীস মওজুদ আছে। যেমন উপরের বর্ণিত হাদীসে প্রতি অযুর সময় বা নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণিত হাদীসে ঘরে প্রবেশের সাথে সাথে এবং ঘুম হতে জাগার পরপর হুযুরের মিসওয়াক করার বিবরণ আছে। যেমন:

(٤٧) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحِ بِنْ هَانِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رض) بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ (ص) بَدَأَ اِذَا دخَلَ الْبَيْتَ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ -

(৪৭) অর্থ : হযরত মেকদাদ বিন সুরায়হ বিন হানি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা হযরত আয়েশাকে (রা:) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুযুর ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথম কি কাজ করতেন? তিনি জওয়াবে বললেন, হুযুর পহেলা মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

(٤٨) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اَنَّ النَّبِىَّ (ص) لاَيَرْقَدُ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ فَاسْتَيْقَظَ اِلاَّ يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّأَ - (بيهقى)

(৪৮) অর্থ : হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, নবী করীম (স:) দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন। অযু করার পূর্বে তিনি মিসওয়াক করে নিতেন।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি হাদীসের মাধ্যমে অতিরিক্ত জানা গেল যে, হুযুর নামাযের ওয়াক্ত ছাড়াও ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন।

কারো কারো মতে রোযার দিন বিকালে মিসওয়াক না করা উত্তম। এমত আসলে ঠিক নয়। এ প্রশংগে নিম্নে দু'টি হাদীস পেশ করা হল:

(٤٩) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَالاَ اَحْصَى وَلاَ اَعُدُّ - (بخارى، ابوداؤد، ترمذى)

(৪৯) **অর্থ :** হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা:) বলেন, আমি রোযা অবস্থায় রসূলকে (স:) অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি)

(٥٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَالَ يَسْتَاكُ الصَّائِمُ اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهُ - (بخارى)

(৫০) **অর্থ :** হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) বলেন, রোযাদার দিনের প্রথম অংশেও মিসওয়াক করবে এবং শেষ অংশেও। (বুখারী)

মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত

(٥١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوْ صَانِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ بِالْاِخْلَاصِ فِىْ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَبِالْعَدْلِ بِالرِّضَا وَالْغَضَبِ وَبِالْقَصْدِ بِالْغِنٰى وَالْفَقْرِ وَاَنْ اَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ وَاَصِلُ مَنْ قَطَعَنِىْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا وَنُطْقِىْ ذِكْرًا وَنَظْرِىْ عِبْرَةً – (بهجة المجالس من ابن عبد البر)

(৫১) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, আমার রব আমাকে নয়টি বিষয় অছিয়ত করেছেন। প্রকাশ্য কিম্বা গোপন সর্বাবস্থায় ইখলাসের অছিয়ত করেছেন। স্বাভাবিক কিম্বা গোস্বা উভয় হালতে সুবিচারের অছিয়ত করেছেন। অছিয়ত করেছেন পরিমিত ব্যয়ের, ধনী থাকি কিম্বা গরীব থাকি। যে আমার উপর জুলুম করবে তাকে ক্ষমা করতে বলেছেন। যে আমাকে বঞ্চিত করবে তাকে দিতে বলেছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। (আল্লাহ আরও অছিয়ত করেছেন) আমার চুপ থাকা যেন ধ্যানের কারণ হয়, জিহ্বা যেন নিয়ত জিকিরে থাকে এবং দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (বাহজাতুল মাজালেস)

ব্যাখ্যা : উপরের এই হাদীসটি ছাড়া এই কিতাবে বর্ণিত সবগুলি হাদীসই কোন ছাহাবীকে সামনে রেখে উম্মতের জন্য রসূলের (স:)

অছিয়ত সংক্রান্ত। কিন্তু উপরের হাদীসটি রসূলের জন্য আল্লাহর অছিয়ত। উপরোক্ত হাদীসটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস ইবনে আবদুল বার তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব বাহজাতুল মাজালেস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে নবী করীমকে (স:) স্বয়ং আল্লাহ যে অছিয়ত করেছেন তা শুধু নবী করিমের (স:) জন্য খাস নয় বরং উম্মতের জন্যও। তা নাহলে নবী করীম (স:) তা বর্ণনা করতেন না।

ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٥٢) وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ سَيَأْتِيْكُمْ اَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَاَقْنُوْهُمْ - (ابن ماجه)

(৫২) **অর্থ** : আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অনতিবিলম্বে তোমাদের কাছে ইলম হাছিল করার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাবে। আর বলবে, তোমাদের ব্যাপারে রসূল (স:) আমাদেরকে অছিয়ত করেছেন। আর তোমরা তাদেরকে ইলম শিখাবে। (ইবনে মাজাহ)

(٥٣) وَعَنْ اَبِىْ هَارُوْنَ الْعَبْدِىْ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا اَبَا سَعِيْدُ الْخُدْرِىْ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَنَا اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّهُمْ سَيَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِىْ الدِّيْنِ فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا - (ترمذى وابن ماجه)

(৫৩) অর্থ : আবু হারুন আবদী বলেন, আমরা যখন আবু সাইদ খুদরীর (রা:) কাছে যেতাম, তখন তিনি বলতেন, এস. এস তোমাদের প্রশংগে রসূলের (স:) অছিয়ত আছে। আমাদেরকে রসূল (স:) বলেছেন, লোকেরা তোমাদের (মদীনাবাসীদের) অনুসরণকারী হবে। আর তারা দ্বীনের ইলম হাছিল করার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ হতে তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের সর্বোত কল্যাণ কামনা করবে। (অর্থাৎ সার্বিক ব্যবস্থাসহ তাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখাবে।)

ব্যাখ্যা : ইলম শিখার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও তাঁর রসূল বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। আল্লাহর সমস্ত নবীগণই ছিলেন আলেম। আল্লাহ স্বয়ং নবীদেরকে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ج وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ- (النمل : ١٥)

অর্থ : অবশ্য আমি দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছিলাম। আর তারা (এর বিনিময়ে) বলেছিলেন, আমরা ঐ মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। (সূরা নমল : ১৫)

রসূলুল্লাহকে (স:) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا - (النساء : ١١٣)

অর্থ : তোমার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছি। আর তুমি যা জানতে না তা তোমাকে আমি শিখিয়েছি। আর তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অপ্রতুল। (সূরা নিছা : ১১৩)

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন,

وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (المجادلة -١١)

অর্থ : যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের জন্যই হল মর্যাদা। (সূরা মুজাদালাহ : ১১)

তিনি আরও বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِىْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ - (الزمر-٩)

অর্থ : আপনি বলুন, কি হে যারা ইলম শিখেছে আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি কখনও বরাবর হতে পারে? (সূরা যুমার : ৯)

রসূলের উপর সর্বপ্রথম কোরআনের যে পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়েছিল তা ছিল সূরা আলাকের অংশ এবং এই আয়াতসমূহে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পড়া এবং ইলম ও কলমের কথা উল্লেখ করেছেন। কোরআনে করিমে একটি সূরার নাম সূরা কলম রাখা হয়েছে।

রসূল (স:) ইলম শিখা ও শিখাবার উপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে রসূলের এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।

(٥٣) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةِ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ - (الترمذى)

(৫৪) অর্থ : আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, একজন আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার মর্যাদা সমতুল্য। অতঃপর রসূল (স:) বললেন, স্বয়ং আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং আসমান জমিনের সমস্ত অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষা দানকারীর জন্য দোয়া করে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথমত একজন আলেম আল্লাহর নিকট কি পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী, হাদীসে রসূল (স:) তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি একজন আবেদ ব্যক্তির উপর একজন আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ উম্মতের উপর রসূলের (স:) মর্যাদার সমতুল্য বলেছেন। এর পর রসূল (স:) একজন ইলম বিতরণকারী শিক্ষকের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন তা খুবই প্রনিধানযোগ্য। রসূল (স:) বলেছেন, মানুষকে সুশিক্ষা দানকারী একজন শিক্ষকের জন্য আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-জমিনের সমস্ত অধিবাসীগণ দোয়া করে থাকেন।

(٥٥) وَعَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِىْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِىْ الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِىْ الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا

وَاِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ - (ابوداود وترمذى)

(৫৫) অর্থ : হযরত আবু দারদা (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, যে লোক ইলম অর্জনের জন্য পথ ধরল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সম্মানে তাদের পর বিছিয়ে দেয়। তার জন্য আসমান-জমীনের অধিবাসীরা এমন কি পানির মধ্যে মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার করে। একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপরে যেমন চন্দ্রের মর্যাদা তারকারাজীর উপরে। আর আলেমগণ হল নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ (উত্তরাধিকারীদের জন্য) টাকা পয়সা রেখে যান না, রেখে যান ইলম। যিনি ইলম শিখলেন তিনি পূর্ণ নিয়ামত লাভ করলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর আলেমদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১নং বৈশিষ্ট্য হল: যে ইলম অর্জনের জন্য পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন।

২নং বৈশিষ্ট্য হল: ফেরেশতাগণ তার সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেবে।

৩নং বৈশিষ্ট্য হল: আলেমের গুনাহ মাফির জন্য আসমান-জমিনের অধিবাসী এমনকি পানির মধ্যের মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার করে।

৪নং বৈশিষ্ট্য হল: তারকাসমূহের তুলনায় চন্দ্রের যে মর্যাদা ঠিক অনুরূপভাবে আবেদ ব্যক্তির উপরে আলেমের মর্যাদা হবে।

৫নং বৈশিষ্ট্য হল: আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

আলেমগণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে যে কত মর্যাদাবান উপরোক্ত হাদীস দু'টির ভাষ্যই তার বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য ইলম অপরিহার্য।

আল্লাহর নবীগণ সকলেই ছিলেন আলেম। আল্লাহ কোন ইলমবিহীন লোককে নবী বানাননি। প্রশ্ন হতে পারে হযরত আদম (আ:) কোথায় লিখাপড়া করেছেন, তাঁর পূর্বে তো পৃথিবীতে কোন মানুষ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনুরূপভাবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদও (স:) তো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মনে রাখতে হবে প্রথম নবী হযরত আদম (আ:) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদকে (স:) আল্লাহ স্বয়ং নিজে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ –

(البقرة – ٣٢)

অর্থ : আল্লাহ আদমকে যাবতীয় বস্তুর নামের ইলম দান করে সে সব বস্তুর নাম ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। (সূরা বাকারা : ৩২)

হযরত মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَعَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى –

অর্থ : সর্বশক্তিমান সত্ত্বা তাঁকে তালিম দিয়েছেন। (সূরা আন-নাজম : ৫)

আল্লাহ আরও বলেন:

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

– (سورة النساء – ١١٣)

অর্থ : আর আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না। আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া অসীম। (সূরা নিছা : ১১৪)

আল্লাহ তায়ালার শিখাতে সময়ের প্রয়োজন হয় না, মুহূর্তে তিনি অনেক কিছুই শিখিয়ে দিতে পারেন। এটাকে তাসাউফের পরিভাষায় ইলমে লাদুনী বলা হয়। এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইলমকে ভাগ করেননি বরং ইলমকে আম

অর্থাৎ সাধারণ রেখে ইলম শিখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইলমে দ্বীন অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের ইলম যেমন ফরজ, তেমনি কোরআন হাদীসের ইলম মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে দুনিয়া পরিচালনার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা শিখাও ফরজ। আল্লাহ স্বয়ং আদমকে প্রথমেই যাবতীয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। কেননা এছাড়া খেলাফতের দাযিত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়া অক্ষরজ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞানও মানব জাতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং বস্তুর ইলম এবং অক্ষর ও ভাষার ইলমও ফরজ। নবী করীম (স:) বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে মুসলমানদের লেখা ও পড়া শিখানটা যুদ্ধের মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করেছিলেন। আর এটা তো জানা কথা, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে দ্বীনি ইলম শিখায়নি। উপরের উভয় ঘটনাই প্রমাণ করে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে ইলম হাসিল করা অপরিহার্য।

দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে অপরিহার্য ইলম হাসিল করা ফরজে আইন; আর উচ্চতর ইলম হাসিল করে কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া। লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইলমকে ভাগ করে দেখাননি বরং আম রেখেছেন; যেমন আল্লাহ বলেন :

هَلْ يَسْتَوِىْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ - (الزمر - ٩)

অর্থ : যারা ইলম শিখেছে তারা আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি এক হতে পারে? (সূরা জুময়া : ৯)

রসূল (স:) বলেছেন :

(٥٦) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - (بيهقى)

(৫৬) **অর্থ** : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম পুরুষ-মহিলার জন্য ইলম হাসিল করা ফরজ। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস এবং তার উপর বর্ণিত পবিত্র কোরআনে ইলমকে ভাগ করা হয়নি। এছাড়াও আল্লাহ কোরআনে দাউদ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ
اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ - (انبياء-٨٠)

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করতে পারে। (সূরা আমবিয়া : ৮০)

সুলায়মান (আ:) আল্লাহর শোকর আদায় করতে গিয়ে বলেন, যা আল্লাহ নিম্নলিখিত ভাষায় কোরআনে বর্ণনা করেছেন,

يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ - (النمل : ١٦)

অর্থ : হে মানবমন্ডলী! আল্লাহ আমাকে পাখীর ভাষা শিখিয়েছেন, আর তিনি আমাকে সবরকমের নিয়ামত দান করেছেন। অবশ্য এসব আল্লাহর দৃশ্যমান অনুগ্রহ। (সূরা নামল : ১৬)

এ ছাড়াও কোরআনে বর্ণিত আদমকে (আ:) বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহারের ইলম দান করা, রসূলের বদর যুদ্ধের শিক্ষিত মুশরিক বন্দীদের মুসলমানদেরকে শিক্ষাদানকে মুক্তিপণ ধার্য করা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, দ্বীন ও দুনিয়ার অপরিহার্য ইলম শেখা মুসলমানদের জন্য ফরজ। তবে অধিক ইলম (জ্ঞান) হাসিল করে বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া, ফরজে আইন নয়।

হযরত মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ১০টি অছিয়ত

(٥٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَصِدْقَ الْحَدِيْثِ وَوَفَاءَ الْعَهْدِ وَاَدَاءَ الاَمَانَةِ وَتَرْكَ الْخِيَانَةِ وَحِفْظَ الْجَارِ وَرَحْمَةَ الْيَتِيْمِ وَلِيْنَ الْكَلاَمِ وَبَذْلَ السَّلاَمِ وَحِفْظَ الْجَنَاحِ - (البيهقى)

(৫৭) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছিলেন, মুয়ায, আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করছি: (১) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা, (২) সত্য কথা বলা, (৩) ওয়াদা পূরণ করা, (৪) আমানত যথাস্থানে পৌছে দেয়া, (৫) খেয়ানত পরিহার করা, (৬) প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখা, (৭) ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, (৮) নম্র কথা বলা, (৯) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও (১০) বিনয়াবনত হওয়া। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : কিতাবের শুরুতে হযরত মুয়াযের (রা:) উদ্দেশ্যে হুযুরের ১০ দফা অছিয়াতের বিবরণ ব্যাখ্যা সহকারে এসেছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রসূলের আরও দশ দফা অছিয়তের বিবরণ দেয়া হল। পূর্বেই বর্ণিত হাদীসের দশদফা হতে ১ম দফা ব্যতীত আর ৯ দফাই সম্পূর্ণ নূতন। পূর্বের হাদীসে ও বর্তমান আলোচিত হাদীসে তাকওয়ার অছিয়তটি কমন, অর্থাৎ উভয় হাদীসে এসেছে। বাকী বর্তমান আলোচিত হাদীসে নয় দফা অছিয়ত নূতন প্রকৃতির, তবে সবকটি অছিয়তই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

২নং হল সত্য কথা বলা, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সত্য বলাকে ফরজ

করেছেন এবং মিথ্যা বলাকে হারাম ও গুনাহ কবিরা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ - (القران)

অর্থ : তোমরা সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। অর্থাৎ তোমরা সত্য কথা তো বলবেই, বরং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। মিথ্যাবাদীদের সঙ্গ পরিহার করবে।

রসূল (স:) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

(٥٨) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكْتُبَ اِلَيْهِ صِدِّيْقًا - (بخارى مسلم)

(৫৮) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদীতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে ধাবিত করে, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক নিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা মানুষের এমন একটি গুণ যা অব্যাহতভাবে মানুষকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়। আবহমান কাল থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

৩, ৪ ও ৫ নং অছিয়ত ছিল ওয়াদা পালন করা, আমানতের হেফাযত করা ও খেয়ানত পরিহার করা প্রসংগে। এ ব্যাপারে নিম্নে আল্লাহর রসূলের একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে,

(٥٩) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كَانَ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (بخارى ، مسلم)

(৫৯) **অর্থ :** হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, চারটি কুস্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে সন্দেহাতীতভাবে খাঁটি মুনাফিক। আর এর কোন একটি যদি কারও মধ্যে থাকে, তাহলে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব আছে। উক্ত চারটি কুস্বভাব হল:

(১) তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে।

(২) সে যখন কথা বলে তা মিথ্যা বলে,

(৩) ওয়াদা করলে সে তা ভংগ করে,

(৪) ঝগড়ার সময় অশালীন কথাবার্তা বলে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসে ৬নং অছিয়ত ছিল প্রতিবেশীর হক প্রসংগে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপরে এক জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। অত্র হাদীসে ৭নং অছিয়ত ছিল ইয়াতিমের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রসঙ্গে। ইয়াতিম হল সেই, অপ্রাপ্ত বয়সে যার পিতা মারা গেছে অথবা পিতা মাতা উভয়েই প্রাণ হারিয়েছে। ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শনের এবং উত্তম আচরণের তাকিদ করে কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও হাদীসে আল্লাহর রসূল বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। রসূলের নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি এক্ষেত্রে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

(٦٠) وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ فِىْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - (بخارى ، مسلم)

(৬০) **অর্থ :** হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি এবং ইয়াতিম প্রতিপালনকারী এভাবেই বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করব। একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদত ও মধ্যাঙ্গুল সামান্য ফাঁক করে ইংগিত করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ইয়াতিম প্রতিপালনকারী আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যে কত প্রিয়, তারই দিকে ইশারা করলেন আল্লাহর রসূল (স:)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইয়াতিমের প্রতিপালককে বেহেশতে নবীর (স:) কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ দিবেন।

প্রিয় রসূল (স:) আর এক হাদীসে বলেন,

(٦١) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَيْرُ بَيْتٍ فِىْ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ - يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِىْ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ - (ابن ماجه)

(৬১) **অর্থ :** হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, মুসলমানদের বাসস্থানের মধ্যে ঐ বাসস্থানটি সবচেয়ে উত্তম যে বাসস্থানে কোন ইয়াতিম বাস করে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের সেই বাসস্থানটি সবচেয়ে খারাপ যেখানে কোন ইয়াতিম বাস করে, আর তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়।

(ইবনে মাজাহ)

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আলোচ্য হাদীসে ৮ম অছিয়ত ছিল নম্র কথা বলা। অর্থাৎ লোকদের সাথে কথাবার্তায় কঠোরতা পরিহার

করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। কেননা মুসলমান মাত্রই দাওয়াত দানকারী। সে আল্লাহর পথে অন্যকে দাওয়াত দিবে। আর দা'য়ীর ভাষা হবে মিষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী। যাতে তার হৃদয়গ্রাহী ভাষা অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারে।

হাদীসে ৯ম অছিয়ত ছিল ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ রসূল (স:) বলেন, মুয়ায তুমি ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। রসূল (স:) এক হাদীসে বলেন,

(٦٢) وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْا السَّلَامَ، اَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - (ترمذى)

(৬২) **অর্থ** : হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় কর। লোকদেরকে খানা দাও, আত্মীয়তার হক আদায় কর, আর এমন সময় নামায পড় যখন লোকেরা ঘুমে থাকে। তাহলে শান্তি সহকারে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযি)

রসূল (স:) অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

(٦٣) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَاتَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (مسلم)

(৬৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর ঈমানদার হওয়ার জন্য (মুমিনদের) পরস্পর পরস্পরকে মহব্বত করতে হবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা পথ বাতাব, যে পথ অবলম্বন করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত বাড়বে। তা'হল তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। (মুসলিম)

কাকে সালাম দিবে এ প্রসংগে রসূলের নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

(٦٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ - قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - (بخارى، مسلم)

(৬৪) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুযুরকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি সর্বোত্তম? রসূল (স:) বললেন, লোকদেরকে খাওয়াও, আর পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দাও। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে হুযুর পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আব্বাসের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের ৯টি অছিয়ত

(٦٥) وَعَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَدِّ الزَّكَاةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ وَبِرَّ وَالِدَيْكَ وَصِلْ رَحِمَكَ وَأَقْرِ الضَّيْفَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحاكم)

(৬৫) অর্থ : হযরত আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, রসূল (স:) বললেন, তুমি নামায কায়েম কর। যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখ, হজ্ব ও উমরা আদায় কর, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর, নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, অতিথিদের সম্মান কর, লোককে ভাল কাজে নির্দেশ দাও, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ, আর যেখানেই থাক না কেন ন্যায় ও সত্যের সাথে থাক।

ব্যাখ্যা : হযরত আব্বাস (রা:) ছিলেন রসূলের (স:) আপন চাচা। তিনি মক্কা শরীফের ধনবান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি রসূলের কাছে অছিয়তের আবদার জানালে পরে রসূল (স:) তাঁকে নয়টি বিষয়ের অছিয়ত করলেন। যার মধ্যে প্রথম চারটি ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে ফরজ করা ৪টি আনুষ্ঠানিক ইবাদত। উক্ত ৪টি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে নামায ছাড়া আর বাকী তিনটি মুমিনদের জন্য হিজরতের পরে মদীনা শরীফে বিভিন্ন সময় ফরজ করা হয়। আর হজ্বও ফরজ করা হয় আরও কয়েক বছর পরে। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই অছিয়ত ছিল হিজরতের পরে ও রসূলের মাদানী

জিন্দেগীর শেষের দিকে। আলোচ্য হাদীসে ৫ম অছিয়তটি হল পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ প্রসঙ্গে। আর ৬ষ্ঠটি ছিল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের হক প্রসংগে। এ দুটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা এই কিতাবের এক অংশে আগেই এসেছে। সুতরাং এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করা হল না। তবে শেষের তিনটি বিষয়ের (অর্থাৎ ৭ম, ৮ম ও ৯ম) আলোচনা ইতিপূর্বের লেখায় কোথাও আসেনি। তাই এই তিনটি বিষয় একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এর ১মটি হল, মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে। মেহমানদের প্রসংগে নিম্নে রসূলের (স:) দু'টি হাদীস পেশ করা হল:

(٦٦) وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ - (بخارى - مسلم)

(৬৬) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন আত্মীয়দের হক আদায় করে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি হয় ভাল কথা বলবে না হয় চুপ থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٦٧) وَعَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْعَدَوِىِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ - قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَتُهُ - (بخارى، مسلم)

(৬৭) **অর্থ :** হযরত আবু সূরাইহ আল আদাবী (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে জায়েযা দিয়ে সম্মান করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! জায়েযা কি? হুযুর (স:) বললেন, একদিন ও এক রাত। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরে বর্ণিত দুটি হাদীসেই আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) মেহমানকে মেহমানদারী করে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতিথিসেবা আবহমান কাল থেকে সকল ধর্মে ও মানব সমাজে একটি উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলামেও অতিথিসেবাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রসূল (স:) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি অবশ্যই মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করবে। রসূল (স:) এও বলেছেন যে, বিশেষ খানা-পিনা দ্বারা মেহমানকে একদিন একরাত সেবা করবে। এক হাদীসে উল্লেখ আছে, মেহমানকে তিন দিন তিন রাত উত্তম খানা-পিনা দ্বারা সেবা করবে। এর পরে যা করা হবে তা মেহমানী নয় সদকা অর্থাৎ সাধারণ অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে। কেউ কেউ হাদীসে উল্লেখিত জায়েযার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, মেহমান যখন বিদায় হবে তখন তার সাথে সফরে খাওয়ার জন্য একদিন ও রাতের খাবার দিয়ে দিবে। মোট কথা ইসলামে মেহমানের সেবা ও পরিচর্যার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে রসূল (স:) তাঁর প্রিয় ছাহাবীকে মেহমানের খেদমতের অছিয়ত করেছেন।

আলোচ্য হাদীসে নবম এবং শেষ অছিয়তটি ছিল আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের ব্যাপারে; অর্থাৎ সৎ কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায়

কাজ হতে লোককে বিরত রাখা প্রসংগে। এ কাজটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। যেমন আল্লাহ বলেন,

اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -(سورة توبة : ٧١)

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উভয়ই পরসম্পরের বন্ধু, তাদের কর্তব্য হল, লোকদের সৎকাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা। (সূরা তওবা : ৭১)

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ - (سورة الحج -٤١)

অর্থ : যদি আমি তাদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীর কোন অংশে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সেখানে নামায কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশনা দান করবে ও অন্যায় কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। (সূরা হজ্জ : ৪১)

রসূলের একটি হাদীস এ প্রসংগে নিম্নে দেয়া হল,

(٦٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ

عَذَابًا مِنْهُ فَتَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ - (ترمذى)

(৬৮) **অর্থ :** হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহর পক্ষ হতে অচিরেই তোমাদের উপরে আজাব নাযিল হবে। অতঃপর (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) তোমরা দোয়া করবে। কিন্তু তোমাদের সে দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযি)

হযরত আব্বাসের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৮ম অছিয়তটি ছিল আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রসংগে।

যার বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ অর্থাৎ ৯ম অছিয়তই ছিল হকের সাথে অবস্থান সম্পর্কে। অর্থাৎ হুযুর (স:) হযরত আব্বাসকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বললেন, যখন অন্যদের হক হতে পদস্খলন ঘটবে তখনও তুমি হকের সাথে দৃঢ় অবস্থান নিবে। অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই যেন তোমার হক থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিই না ঘটে।

খলিফাদের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٦٩) وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ (ص) قَالَ اُوْصِىْ الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِىْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاُوْصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يُّعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ وَيُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ وَاَنْ لَايَضُرَّ بِهِمْ فَيُذِلَّهُمْ وَلَايُوْحِشَهُمْ فَيُكَفِّرَهُمْ وَاَنْ لَايُغْلِقَ بَابَهُمْ دُوْنَهُمْ فَيَاْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ -

(بيهقى جامع صغير)

(৬৯) **অর্থ** : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলিফাদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার অছিয়ত করতেছি। অছিয়ত করতেছি আমি তাদেরকে মুসলমান জনগণ সম্পর্কে। তারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং আলেমদেরকে মর্যাদার চোখে দেখে। আর তাদের এমন ক্ষতি করবে না যাতে তাদেরকে লোকেরা লাঞ্ছিত করে। আর তাদেরকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না যাতে তারা বিদ্রোহ করে। খলিফারা যেন তাদের প্রবেশদ্বার জনগণের জন্য রুদ্ধ করে না রাখে। যার ফলে সবলেরা দুর্বলকে নির্মূল করবে। (বায়হাকী, জামে সগীর)

ব্যাখ্যা : হাদীসে খলিফা বলতে রসূলের খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ যারা রসূলের পরে উম্মতের দায়িত্ব প্রাপ্ত আমির হবেন। রসূল (স:) তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে নিজের জীবদ্দশায়ই সাবধান করে গেছেন। প্রথমত: আল্লাহর প্রিয় নবী খলিফাদেরকে তাকওয়া

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা তাকওয়ার ভিত্তিতে নিরূপণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ –

অর্থ : অবশ্য আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক মুত্তাকী।

উম্মতের কান্ডারী বা পরিচালক সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির হওয়া উচিত। অতঃপর খলিফা সাধারণ মুসলমানদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, রাসূল (স:) তার নির্দেশ দিয়েছেন। খলিফারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি স্নেহের আচরণ করে এবং আলেমদেরকে যেন সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। রসূলের উপরোক্ত অছিয়ত বিশেষভাবে খলিফাদের জন্য হলেও, সমস্ত উম্মতের জন্যই এটা প্রযোজ্য। যেমন রসূল (স:) হাদীসে বলেছেন:

(٧٠) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا – (ترمذى)

(৭০) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্নিত, হুযুর (স:) বলেছেন, যে বড়দেরকে সম্মান করে না আর ছোটদেরকে স্নেহ করেনা, সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযি)

জনগণ যাতে খলিফার আচরণে রুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ না করে সে ব্যাপারে রসূল (স:) সাবধান করেছেন। আরও সাবধান করেছেন জনগণের সমস্যা সম্পর্কে যেন তারা উদাসীন না থাকে। বরং জনসাধারণ যাতে তাদের সমস্যা খলিফা পর্যন্ত পৌছাতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা।

আনসারদের প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٧١) وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) يَقُوْلُ مَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ (رض) بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَ مَايُبْكِيْكُمْ؟ قَالُوْا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ (ص) مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوْا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ - (بخارى)

(৭১) **অর্থ :** হযরত আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আবু বকর ও হযরত আব্বাস (রা:) আনসারদের একটি সমাবেশের কাছ থেকে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন আনসাররা কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেন কাঁদছেন? বললেন, আমাদের সাথে হুযুরের মজলিসসমূহের কথা মনে করে আমরা কাঁদছি। তাঁরা এ ঘটনার কথা হুযুরের কানে পৌঁছে দিলেন। হুযুর তৎক্ষণাতই একখনা রুমাল মাথায় বেঁধে বের হয়ে পড়লেন এবং সেখানে হাজির হয়ে মিম্বরে উঠলেন। এর পর আর হুযুর মিম্বরে উঠার সুযোগ পাননি। হুযুর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি

তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে অছিয়ত করছি। কেননা তারাই আমার খাদ্য ও আবাসনের ব্যবস্থাকারী ছিল। তারা তাদের দেনা (দায়িত্ব) পুরোপুরি শোধ করেছে। কিন্তু তাদের পাওনা বাকী রয়ে গেছে। তোমরা তাদের উত্তম কাজের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমার চোখে দেখবে। (বুখারী)

অপর এক রেওয়ায়াতে বা বিবরণে আছে, হুযুর (স:) বললেন, হে জনমন্ডলী! মদীনায় অন্য লোকদের আধিক্য ঘটবে আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি তাদের সংখ্যা খাদ্যে লবণ পরিমাণের ন্যায় হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে-ই দন্ডমুন্ডের মালিক হবে সে যেন আনসারদের নেক কাজের মূল্যায়ন করে এবং তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়।

ব্যাখ্যা : হাদীসের বিবরণ হতে বুঝা যায়, হুযুরের তিরোধানের মাত্র কয়েকদিন আগে এ ঘটনা ঘটেছিল। কেননা, রাবী বলেন, এরপর আর হুযুর মিম্বরে উঠে বক্তব্য দেয়ার সময় বা সুযোগ পাননি। এটা ছিল হুযুরের বিদায় হজ্জ হতে ফিরে আসার পরবর্তী ঘটনা। হুযুরের হাব-ভাব ও কথাবার্তা থেকে আনসাররা অনুভব করছিলেন হুযুর আর মাত্র কয়েকদিনই আমাদের মধ্যে আছেন। সুতরাং আমরা আর হুযুরকে আমাদের মজলিসে পাচ্ছিনা। একথা মনে করে আনসারগণ কাঁদছিলেন। হযরত আবু বকরের মাধ্যমে এ খবর প্রিয় নবী (স:) শুনে তৎক্ষণাতই আনসারদের সমাবেশে এসে মিম্বরে উঠে বক্তব্য দিলেন। যে বক্তব্য উপরে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যটি মসজিদে নববীতে ছিল বিধায় হুযুর মিম্বরে উঠে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। হুযুর বললেন, ইসলামের জন্য আনসারদের এত অবদান যার দেনা এখনও পরিশোধ হয়নি। তারাই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম আশ্রয়হীন মুসলমানদের খাদ্য ও আবাসন দিয়েছিলেন। আর তারাই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন।

হুযুর এই বলে খলিফা বা শাসকদের অছিয়ত করলেন যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হতে মুসলমানরা এসে মদীনায় বসতি স্থাপন করবে। ফলে তাদের তুলনায় আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। সুতরাং সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে তারা যেন তাদের হক হতে বঞ্চিত না হয়।

আনসারদের সম্পর্কে হুযুরের উপরোক্ত অছিয়ত আনসারদের মর্যাদার সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষী।

ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা:) হতে একটি হাদীস নিম্নলিখিত মর্মে বর্ণনা করেছেন:

(٧٢) وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ دَعَا النَّبِىُّ (ص) اَلْاَنْصَارَ اِلٰى اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لَا اِلَّا اَنْ تُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَهَا قَالَ اِمَّا لَا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى فَاِنَّهُ سَيُصِيْبُكُمْ بَعْدِىْ اَثَرَةٌ - (بخارى)

(৭২) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (স:) আনসারদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বাহরাইনকে গণিমত হিসেবে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আনসারগণ বললেন, না হুজুর, আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে অনুরূপ কিছু না দিয়ে আমাদেরকে দিবেন না। হুযুর বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন অমত করছ তা'হলে তোমরা সবর কর ঐ পর্যন্ত যে পর্যন্ত না আমার সাথে হাওযে কাওসারে তোমাদের সাক্ষাত হয়। কেননা, আমার পরে খুব শীগগিরই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আনসারগণ তাঁদের মুহাজির ভাইদের প্রতি যে অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন উপরোক্ত হাদীস তার প্রমাণ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনে করিমে আনসারদের এ উত্তম আচরণের প্রশংসা এভাবে করেছেন:

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ - (الحشر - ٩)

অর্থ : মুহাজিররা আসার পূর্বেই যারা মদীনায় অবস্থান করত ও ঈমান এনেছিল তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে মহব্বত করে।

(সূরা হাশর : ৯)

(٧٣) وَعَنْ بَرَاءَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَلْاَنْصَارُ لَايُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ وَقَالَ (ص) اَيْضًا اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ - (بخارى)

(৭৩) অর্থ : হযরত বারা বিন আযেব (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, মুমিন মাত্রই আনসারদেরকে মহব্বত করে। আর মুনাফিকরা আনসারদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। যারা আনসারদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। আর যারা আনসারদেরকে ঈর্ষা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি নারাজ। হুজুর (স:) আরও বললেন, হে আল্লাহ! আনসাররা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। (বুখারী)

ছাহাবীদের প্রসংগে কিছু কথা :

আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাজির ও আনসার নির্বিশেষে তাঁর সমস্ত ছাহাবীকে মহব্বত করার জন্য যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং উম্মতের জন্য ছাহাবাদেরকে মহব্বত করা ওয়াজিব।

ছাহাবী কারা :

ঈমানের সাথে যিনি বা যারা রসূলের (স:) ছোহবত বা সাহচর্য পেয়েছেন তাঁরাই হলেন ছাহাবী। অবশ্য ছাহাবীর আভিধানিক অর্থ হল সংগী বা সাথী। কারো কারো মতে যিনি ঈমানের সাথে একবার মাত্র রসূলকে দেখেছেন তিনিও ছাহাবী। অবশ্য শব্দের তাৎপর্য সাহচার্য বুঝায়।

ছাহাবী শব্দ আম। যারাই ঈমানের সাথে প্রিয় রসূলের (স:) সাহচার্য পেয়েছেন তাঁরা সকলেই ছাহাবী। তবে ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য আছে। যেমন মুহাজির ও আনসারদের অগ্রবর্তী ছাহাবীদের স্বয়ং আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ - (سورة التوبة - ١٠٠)

অর্থ : মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী, আর যে সমস্ত লোক উত্তমভাবে তাদের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছে, আল্লাহ এদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট আর এরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (সূরা তওবা : ১০০)

ব্যাখ্যা : সাবেকুন আউয়ালুন কারা এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, এরা হলেন তারা, যারা ২য় হিজরী সনে কেবলা পরিবর্তনের সময় রসূলের (স:) সংগে ছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, ২য় হিজরী সনে ইসলামের ১ম যুদ্ধ বদর যুদ্ধে রসূলের (স:) সংগে যে ৩১৩ জন ছাহাবী ছিলেন তারা। কারও কারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে সোলেহ হোদায়বিয়ার সময় যে ১৪ শত জানবাজ ছাহাবী রসূলের (স:) হাতে আমৃত্যু জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন তাঁরাই হলেন "সাবেকুন"। আবার কারও কারও মতে মক্কা বিজয়ের আগে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁরা সাবেকুন। উপরোক্ত সব শ্রেণীর ব্যাপারেই আল্লাহ কোরআনে প্রশংসা করেছেন। মোটকথা মর্যাদার তারতম্য সহকারে সকল ছাহাবীকেই ভালবাসতে হবে। আর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে মুহাজিরীন ও আনসারদের অগ্রবর্তীদেরকে। নিঃসন্দেহে উম্মতের মধ্যে এরাই ছিলেন সর্বোত্তম ঈমান ও চরিত্রের অধিকারী।

ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত

(٧٤) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِاَصْحَابِىْ خَيْرًا ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - (كنز العمال)

(৭৪) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আমার ছাহাবী এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে উত্তম আচরণের অছিয়ত করছি। (কানজুল উম্মাল)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে রসূল (স:) ছাহাবী এবং তাঁদের সংগ প্রাপ্ত তাবেয়ীনদের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য উম্মতকে অছিয়ত করেছেন। রসূল (স:) অন্য হাদীসে ছাহাবীদের সাথে অসৌজন্য আচরণের পরিণতির ব্যাপারেও সাবধান করেছেন। যেমন রসূল (স:) ইরশাদ করেছেন:

(٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَللّٰهَ اللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهُ - (ترمذى)

(৭৫) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার তিরোধানের পরে তোমরা তাদেরকে

নেশানা বানিও না। ছাহাবীদেরকে যে মহব্বত করবে সে আমার মহব্বতের কারণেই তাদেরকে মহব্বত করবে। আর ছাহাবাদেরকে যে ঈর্ষা করবে সে আমার প্রতি ঈর্ষা রাখার কারণেই তাদেরকে ঈর্ষা করবে। যে ছাহাবীদেরকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে সে অবশ্যই ধরা পড়ে যাবে। (তিরমিযি)

ছাহাবায়ে কেরাম প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা:) একটি হাদীস নিম্নে দেয়া হল:

(٧٦) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ لِمِهْرَانَ اِحْفَظْ عَنِّى ثَلَاثًا اِيَّاكَ وَالنَّظْرَ فِىْ النَّجُوْمِ فَاِنَّهُ يَدْعُوْ اِلَى الْكَهَانَةِ وَاِيَّاكَ وَالْقَدْرَ فَاِنَّهُ يَدْعُوْا اِلَى الزَّنْدَقَةِ وَاِيَّاكَ وَشَتْمَ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (ص) فَيَكُبَّكَ اللّٰهُ عَلَى وَجْهِكَ فِىْ النَّارِ - (بخارى)

(৭৬) **অর্থ** : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি মেহরানকে বলেছিলেন, তুমি আমার কাছ থেকে তিনটি বিষয় শুনে নিয়ে তা পালন করবে। তুমি নক্ষত্র হতে ভালমন্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা পরিণতিতে তা তোমাকে গণকদের পর্যায় নিযে যাবে। তুমি তাকদীর প্রসংগে আলোচনা হতে দূরে থাকবে। কেননা এ আলোচনা শেষ পর্যন্ত তোমাকে জিন্দিক বানিয়ে দিতে পারে। তুমি মুহাম্মদের (স:) কোন ছাহাবীকে গালি দেয়া থেকে বিশেষভাবে পরহেয করবে। নতুবা আল্লাহ তোমাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (বুখারী)

ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে ২য় খলিফা হযরত উমরের (রা:) একটি অছিয়ত নিম্নে পেশ করা হল:

(٧٧) قَالَ عُمَرُ (رض) أُوْصِىْ الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِىْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ يَّعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاَنْ يَّعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ - (بخارى)

(৭৭) **অর্থ :** হযরত উমর (রা:) বলেন; আমি আমার পরবর্তী খলিফাকে মুহাজিরীনে আউয়ালীন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের অধিকার সম্পর্কে যেন সচেতন থাকে, আর তাদের মর্যাদার যেন হেফাযত করে। আমি পরবর্তী খলিফাকে আনসারদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত করছি। যারা পূর্বাহ্নেই ঈমানদারদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। খলিফারা যেন তাদের ন্যায় কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং ত্রুটিসমূহ মাফ করে দেয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : ২য় খলিফা হযরত উমর (রা:) ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে যখন মৃত্যু পথযাত্রী তখন তিনি তাঁর পরবর্তী খলিফাকে রসূলের সাথে হিজরত করে প্রথম দিকে যেসব ছাহাবীরা সবকিছু ছেড়ে মদীনায় এসেছেন সেসব মুহাজিরদের এবং এদেরকে যেসব আনসাররা মদীনায় মর্যাদার সংগে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখার এবং তাঁদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত করেছিলেন।

সমাপ্ত

খেলাফত পাবলিকেশন্স